পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 263 Monday, 24 August 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৬৩ সংখ্যা ❋ ৬ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘স্বাস্থ্যসাথী নামেই ভুয়ো বিল!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা নিতে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসার খরচ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্যভবন। পূর্ব বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে একাধিক অসঙ্গতির সন্ধান পেয়েছেন স্বাস্থ্যভবনের আধিকারিকরা। অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথীর প্যাকেজের নিয়মকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্রোপচারের রোগীর চিকিৎসার খরচ অন্য রোগের নামে দেখিয়ে মোটা অঙ্কের বিল তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথীর পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার মতো একাধিক স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোনও কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে অনিয়ম হচ্ছে কি না, তা নিয়ে নজরদারি বাড়িয়েছে স্বাস্থ্যভবন। সূত্রের খবর, পূর্ব বর্ধমানের ওই নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যভবনের প্রতিনিধি দল হানা দিলে ‘মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ’ ঘিরে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসে। স্বাস্থ্যসাথীর এই প্যাকেজে রোগী ভর্তি হলে চিকিৎসার খরচের নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা নেই। অন্যদিকে অস্ত্রোপচারের জন্য আলাদা প্যাকেজ রয়েছে এবং সেখানে খরচের নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া থাকে। অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের রোগীদের মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজে ভর্তি করিয়ে বেশি খরচের বিল তৈরি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিকের দাবি, কোনও কোনও অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচারের খরচ যেখানে প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা, সেখানে একই ধরনের রোগীর চিকিৎসা ‘ব্রেন স্ট্রোক’-এর মতো চিকিৎসা হিসেবে দেখিয়ে প্রায় ৯০ হাজার টাকার বিল করা হয়েছে। এমন অন্তত ১৪টি ঘটনার সন্ধান মিলেছে বলে দাবি। এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ উঠেছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে যে রোগের চিকিৎসা বা পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত নেই, সেই রোগের রোগীকেও ভর্তি করিয়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত অন্য রোগ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে গগনযান

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভারতের বহু প্রতীক্ষিত গগনযান অভিযানের প্রস্তুতি এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে। আগামী চার মাসের মধ্যেই গগনযান কর্মসূচির প্রথম চালকহীন মহাকাশযান পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ড. ভি. নারায়ণন। আহমেদাবাদে জাতীয় মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, মহাকাশচারীদের নিরাপদে মহাকাশে পাঠানো এবং তাঁদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৮ হাজারেরও বেশি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ইসরোর চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী, গগনযানের চূড়ান্ত মানববাহী অভিযানের আগে অন্তত তিনটি চালকহীন মিশন পরিচালনা করা হবে। প্রথম এই পরীক্ষামূলক অভিযানের মাধ্যমে মহাকাশচারী ছড়াই হিউম্যান-রেটেড রকেট ও ক্রু মডিউলকে মহাকাশে পাঠানো হবে। সেখানে রকেট ও মডিউলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষ করে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সুরক্ষা প্রক্রিয়া মেনে পৃথিবীতে ফিরে আসার সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে। কারণ মহাকাশে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎক্ষেপণের পাশাপাশি নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই একাধিক চালকহীন পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থাকে নির্ভুল করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে ইসরো।

২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীকে মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার পর থেকেই গগনযান প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন ইসরোর বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। দীর্ঘ প্রস্তুতি, একাধিক পরীক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পর এবার সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে ভারত।শুধু গগনযান নয়, চলতি অর্থবর্ষে একাধিক মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনাও করেছে ইসরো।

শুভেন্দুর প্রশংসায় রাজনাথের বড় বার্তা

‘আগে বাংলায় শিল্প বন্ধের খবর আসত, এখন শুধুই বিনিয়োগ’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশ বদলেছে- এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর দাবি, একসময় বাংলায় শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর শোনা যেত, এখন সেখানে বিনিয়োগের খবর সামনে আসছে। রাজনাথের এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। রবিবার কলকাতায় গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এর পরিকাঠামো সম্প্রসারণের পাঁচটি প্রকল্পের ভূমিপুজো ও শিলান্যাস হয়। যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষা উপাদন পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাঁচটি প্রকল্পে প্রায় ৩,৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথা জানানো হয়েছে।

‘বাংলার বাতাসে নতুন গন্ধ’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, বাংলার পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে। তাঁর কথায়, বাংলার বাতাসে এখন নতুন গন্ধ। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পালাবদল নয়, বরং উন্নয়নের পথে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, বর্তমান সরকার শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হলে তার সুফল শুধু বড় শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রভাব পড়ে কর্মসংস্থান এবং অনুসারী শিল্পের ক্ষেত্রেও। রাজনাথের দাবি, অতীতে বাংলায় শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরই বেশি শোনা যেত। এখন পরিস্থিতি বদলে বিনিয়োগের খবর সামনে আসছে। উদ্দেশ্য সৎ থাকলে উন্নয়নকে কেউ আটকাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গার্ডেনরিচে রবিবার যে পাঁচটি প্রকল্পের সূচনা হল, সেগুলির মূল লক্ষ্য ক্সঙ্কক্স-র জাহাজ নির্মাণ ও পরিকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কলকাতার এই প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। চলতি বছর GRSE-কে ‘ মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। GRSE ইতিমধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন উপাদন কেংদ্রে একাধিক যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করছে। সংস্থার সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নতুন ও উন্নত পরিকাঠামো তৈরি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের পাশাপাশি বেসরকারি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সক্ষমতা বাড়ানো। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে তাদের হাতে একাধিক বড় প্রতিরক্ষা প্রকল্প রয়েছে এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে উপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রবিবারের পাঁচটি প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু GRSE-র ক্ষমতাই বাড়বে না, এর সঙ্গে যুক্ত ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিও উপকৃত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিকাঠামো সম্প্রসারণের ফলে কর্মসংস্থান এবং অনুসারী শিল্পে নতুন সুযোগ তৈরি হওয়ার এরপর ৬-র পাতায়

অন্নপূর্ণার টাকা না পাওয়ার ক্ষোভ

‘সিস্টেমে বিচ্যুতি, কোথাও সাবোটাজ’, বিক্ষোভ নিয়ে দাবি শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের ক্ষোভ ও বিক্ষোভের মধ্যেই নতুন দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, গোটা ব্যবস্থায় কিছুটা বিচ্যুতি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছে। কোথাও কোথাও ‘সাবোটাজ বা অন্তর্ঘাতের চেষ্টাও হয়ে থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। তবে যোগ্য কোনও মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন শমীক। রবিবার হাওড়ার একটি অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণা যোজনার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সেখানেই তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব যোগ্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছয়নি ঠিকই, তবে বিষয়টি নিয়ে আতঙ্ক বা ক্ষোভের কারণ নেই। তাঁর দাবি, সামান্য সংখ্যক উপভোক্তা এখনও টাকা পাননি এবং তাঁদেরও দ্রুত টাকা দেওয়া হবে। শমীক বলেন, ‘কিছু বিচ্যুতি আছে, সিস্টেমের সমস্যা। কোথাও কোথাও সাবোটাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এমনটা হয়েছে।’’ একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, ‘ অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন।’’ তাঁর দাবি, আরও প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় অর্থ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে যে অংশের টাকা আটকে রয়েছে, তাঁদেরও ধাপে ধাপে অর্থ দেওয়া হবে। রাজ্যে নতুন সরকারের অধীনে অন্নপূর্ণা যোজনা চালুর আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। নতুন ব্যবস্থায় আগের মতো সকলকে সুবিধা না দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপভোক্তা বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবেদন গ্রহণের পর শুরু হয় নথিপত্র যাচাই ও স্ক্রুটিনি। অনলাইনেও আবেদন ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চালানো হয়। সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, যোগ্য মহিলারা মাসে ৩,০০০ টাকা করে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাবেন। সেই অনুযায়ী বহু মহিলা আবেদন করেন। কিন্তু ২০ আগস্টের মধ্যে টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক আবেদনকারী দাবি করেন, তাঁরা যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। এর পরেই বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়। কোথাও প্রশাসনের দফতরের সামনে, কোথাও স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে মহিলারা তাঁদের অভিযোগ জানান। এমনকি রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকেও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানা যায়। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার জন্য বিজেপির একাধিক নেতা প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুরনো ত্রুটির দিকে আঙুল তুলেছেন। শমীক ভট্টাচার্যও একই সুরে দাবি করেছেন, বর্তমান ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, এই সমস্যার কারণে যোগ্য উপভোক্তাদের কেউ স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হবেন না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ উপভোক্তার টাকা এখনও পৌঁছয়নি। এরপর ৬-র পাতায়

‘তোলাবাজি করতে হলে তৃণমূল করুন’, বিজেপি কর্মীদের কড়া বার্তা সুকান্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃ দুর্নীতি ও তোলাবাজি নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকদের কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সাফ কথা, বিজেপিতে থেকে তোলাবাজি বা দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। এমন কাজ করতেই হলে বিজেপিতে না থেকে অন্য দলে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে বিজেপি সরকার ১০০ দিন পার করার পর থেকেই দলের অন্দরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে বারবার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ভোটের আগে বিজেপি নেতৃত্বের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকার গঠিত হলে তোলাবাজি, কাটমানি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও একাধিকবার প্রশাসনে স্বচ্ছতার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের সেই অবস্থানের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি বিরোধীদের। ফলে দলীয় কর্মীদের আচরণ নিয়েও অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতেই সুকান্ত মজুমদারের কড়া বার্তা। তিনি বলেন, ‘তোলাবাজি করে খেতে হলে তৃণমূল করুন।’’ অর্থাৎ বিজেপির নাম ব্যবহার করে কোনও ধরনের অবৈধ সুবিধা নেওয়া বা মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার চেষ্টা যে মেনে নেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এর আগে একই বিষয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিজেপিতে থাকতে হলে তোলাবাজি ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। দলের কোনও নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে এরপর ৬-র পাতায়

২০২৯-এর ভোট মাথায় রেখে বিজেপির ‘যুব ছক’, মোদির নতুন টিম

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভোটের ময়দানে নামার আগেই আগামী প্রজন্মের ভোটারদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছে বিজেপি। বর্তমানের জেন-জি-র পাশাপাশি এবার দলের নজরে জেন-আলফা। লক্ষ্য একদিকে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন, অন্যদিকে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোট। অর্থাৎ, আজকের ভোটার এবং আগামী দিনের ভোটার- দুই প্রজন্মকেই একই রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে আসার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির ৬৫ সদস্যের নতুন জাতীয় সাংগঠনিক টিমের প্রথম বৈঠক হয়। পরে দলের নতুন টিমের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে মোদি জানান, সাংগঠনিক বৈঠকের মাধ্যমে দলের শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও গভীর করার লক্ষ্যে নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদান হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, মোদির এই বার্তায় তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কৌশলের ইঙ্গিত রয়েছে। নতুন বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনের নেতৃত্বে বৈঠকে ১৪ থেকে ২৫ বছর বয়সিদের নিয়ে ‘যুব সংবাদ’ কর্মসূচি চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, তরুণদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাঁদের সমস্যা, প্রশ্ন ও ক্ষোভ শুনবেন বিজেপি নেতারা। এমনকি দলীয় নেতাদের সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগও থাকবে তরুণদের। এই কর্মসূচিতে নীতিন নবীন, স্মৃতি ইরানি, বিনোদ তাওড়ে, হর্ষ সাংভি এবং ওপি চৌধুরীর মতো নেতাদের রাখা হয়েছে। বিজেপির এই উদ্যোগের পিছনে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অঙ্ক রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি জেন-জি ইতিমধ্যেই ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ২০২৭ সালে একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ফলে তরুণ ভোটারদের সমর্থন অনেক আসনে ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সি জেন-আলফার একাংশ ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দিতে পারবে।

সেপ্টেম্বরেই রাজ্যে ‘অর্জুন বাহিনী’, অগ্নিবীরদের জন্য ২০% সংরক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃ তারাতলায় বিপর্যয়ের পর রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন বিশেষ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রবিবার গার্ডেনরিচ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নতুন এই বাহিনীর নাম ঘোষণা করেন-‘অর্জুন বাহিনী’। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যজুড়ে এই বাহিনী কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রাথমিক পর্যায়ে সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে ২০০ জন দক্ষ কর্মীকে এই বাহিনীতে যুক্ত করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে ১০০ জনকে কলকাতায়, ৫০ জনকে দার্জিলিংয়ে এবং বাকি ৫০ জনকে সাগর-কাকদ্বীপ এলাকায় মোতায়েন করা হবে। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, ধস কিংবা বহুতল ভেঙে পড়ার মতো বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজে তাঁদের ব্যবহার করা হবে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফের ধাঁচে ‘অর্জুন বাহিনী’কে প্রশিক্ষিত করা হবে। উদ্ধারকাজে ব্যবহারের জন্য আধুনিক ও অত্যাধুনিক সরঞ্জামও দেওয়া হবে সদস্যদের। প্রশাসনের লক্ষ্য, কোনও বিপর্যয়ের পর বাইরের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা না করে রাজ্যের নিজস্ব প্রশিক্ষিত দলকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো। এই বাহিনীতে অগ্নিবীরদের জন্য ২০ শতাংশ সংরক্ষণের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী বছরের জানুয়ারির আগে অগ্নিবীরদের পাওয়া সম্ভব হবে না। সেই কারণে আপাতত সৈনিক বোর্ড থেকে দক্ষ কর্মীদের নিয়ে বাহিনীর কাজ শুরু করা হবে। পরে অগ্নিবীরদের অন্তর্ভুক্ত করে বাহিনীর পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু ‘অর্জুন বাহিনী’ নয়, অগ্নিবীরদের জন্য রাজ্যের পুলিশ, বন দফতর এবং দমকলেও ২০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে রাজ্যে অগ্নিবীরদের কর্মসংস্থানের জন্য একাধিক ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা করছে সরকার। নতুন বাহিনী তৈরির সিদ্ধান্তের পিছনে তারাতলার সাম্প্রতিক বিপর্যয়কে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ওই ঘটনায় ধসে পড়া ভবনের ভিতর থেকে এনডিআরএফ ২২ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল।

যন্তর মন্তরে অনশনে আধাসেনার অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানরা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ বা।য়ে এবার দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনে নামছে আধাসেনার অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানরা। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ)-এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের তরফে আগামী ১২ নভেম্বর যন্তর মন্তরে অনশন কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। ‘ প্যারামিলিটারি ফোর্সেস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের’-এর সমস্ত সংগঠন সরকারের কাছে একগুচ্ছ দাবিতে এই আন্দোলনের ঘোষণা করেছে।

জানা যাচ্ছে, ‘সিএপিএফ (জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আইন, ২০২৬’-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন আধাসেনার অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানরা। ৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া এই আইন সিআরপিএফ এবং সিআইএসএফ-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন বাতিল ও পুরোনো পেনশন স্কিম (ওপিএস) পুনর্বহালেরও দাবি জানিয়েছেন কেংদ্রীয় বাহিনীর প্রাক্তন কর্মীরা। শুধু তাই নয়, ডেপুটেশনে থাকা আইপিএস আধিকারিকদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তাঁরা। ‘ প্যারামিলিটারি ফোর্সেস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের’-এর প্রধান রণবীর সিং অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের দাবি উপেক্ষা করে আসছে। এই অবস্থায় প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।সিএপিএফ আইনকে ‘কালো আইন’ বলে তোপ দেগে রণবীর বলেন, এই কালো আইনটি বাতিল এবং পুরনো পেনশন ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবিতে আমরা ১২ নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করব।

সংরক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে কোটা-বিরোধী আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই সংরক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। তাঁর সাফ কথা, সংরক্ষণ কোনও রাজনৈতিক দয়া বা অনুগ্রহ নয়, বরং পিছিয়ে পড়া মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। ফলে কেউ দাবি করলেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। একই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। শুক্রবার দিল্লিতে জাতভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। তাঁদের দাবি, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংরক্ষণের আওতায় আনা হোক, জাতের ভিত্তিতে নয়। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল ব্যানার ও পোস্টার। ‘গরিবদের সংরক্ষণ চাই, জাতের ভিত্তিতে নয়’-এই দাবিতে স্লোগানও ওঠে। বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে পৌঁছনো আটকাতে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। কিন্তু সেই বাধা উপেক্ষা করেই অনেকে প্রতিবাদস্থলে পৌঁছে যান। রাত পর্যন্ত কয়েকশো মানুষ সেখানে জড়ো হন বলে জানা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পরে পুলিশ ও আধাসেনা বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই চিরাগ পাসওয়ানের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, বহু বছর ধরে সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার মানুষকে সামাজিক ন্যায় দেওয়ার লক্ষ্যেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, সংরক্ষণ কারও দয়া নয়। দলিত ও আদিবাসী-সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে। ফলে কোনও একটি গোষ্ঠী বা আন্দোলনকারীদের দাবির ভিত্তিতে রাতারাতি এই ব্যবস্থা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপের পক্ষপাতী নন বলেও স্পষ্ট করেছেন চিরাগ। তাঁর মতে, আংেদালনকারীদের

বঙ্গোপসাগরে জাহাজডুবি,২ জন উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ২২

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে পানামার পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এমভি ওশান-উইনার। ওড়িশা উপকূল থেকে প্রায় ২৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে দুর্ঘটনার কবলে পড়া জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর শুরু হয়েছে ব্যাপক উদ্ধার অভিযান। এখনও পর্যন্ত দুটি লাইফ রাফট থেকে ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে জাহাজে থাকা আরও ২২ জন নাবিক ও ক্রুর কোনও সন্ধান মেলেনি। তাঁদের খোঁজে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও নৌসেনা। জানা গিয়েছে, এমভি ওশান-উইনারে মোট ২৪ জন সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন চিনের নাগরিক, ৩ জন মায়ানমারের এবং একজন বাংলাদেশের নাগরিক। উদ্ধার হওয়া দুই ব্যক্তির পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে নিখোঁজদের মধ্যে কোন দেশের কতজন নাগরিক রয়েছেন, তা নিয়েও এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। পারাদ্বীপ থেকে সিঙ্গাপুরের পথে বিপদ-পানামার পতাকাবাহী এই পণ্যবাহী জাহাজটি ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দর থেকে প্রায় ১,৭০০ টন লৌহ আকরিক নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। গন্তব্যের পথে বঙ্গোপসাগরে কোনও এক সময় জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। জাহাজটি কীভাবে বিপদে পড়ল এবং শেষ মুহূর্তে সেখানে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শ্রী বিজয়া পুরমের মেরিটাইম রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টার বা MRCC সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বেলা ১১টা ৪৮ মিনিট নাগাদ জাহাজটির পরিচালনাকারী সংস্থা ভিক্টরি স্টার গ্রুপ কোং লিমিটেডের কাছ থেকে বিপদের খবর আসে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাহাজটির সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এরপরই দ্রুত উদ্ধার অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। খবর পাওয়ার পর দেরি না করে উদ্ধার অভিযানে নামে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। দুর্ঘটনাস্থলের দিকে পাঠানো হয় কোস্ট গার্ডের দুটি জাহাজ-‘বরদ এবং ‘অনমিল পাশাপাশি শ্রী বিজয়া পুরম থেকে ‘বিজিত নামে আরও একটি

জাহাজকে উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য পাঠানো হয়।

গভীর রাতে মিলল ২ জনের সন্ধান- দুর্ঘটনার পর শনিবার গভীর রাতে তল্লাশি চালানোর সময় উদ্ধারকারী দল দুটি লাইফ রাফটের সন্ধান পায়। সেখান থেকেই ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। সমুদ্রে জাহাজ বিপদে পড়লে নাবিক ও ক্রুদের নিরাপদে ভেসে থাকার জন্য এই ধরনের জরুরি ছোট নৌযান বা লাইফ রাফট ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দুই ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেংদ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালও জানিয়েছেন, দুই জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তবে তাঁরা জাহাজের কোন পদে কর্মরত ছিলেন এবং তাঁদের জাতীয়তা কী, তা এখনও নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে। দুই জনের উদ্ধার আশার আলো দেখালেও জাহাজের বাকি সদস্যদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। মোট ২৪ জনের মধ্যে ২২ জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের সন্ধানে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।তিনটি জাহাজ মোতায়েন, চলছে জোরদার তল্লাশি-ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে বর্তমানে তিনটি জাহাজ উদ্ধারকাজে মোতায়েন রয়েছে। সমুদ্রপথে বিভিন্ন দিক থেকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নিখোঁজ নাবিকদের লাইফ রাফট বা অন্য কোনও ভাসমান বস্তুর সাহায্যে সমুদ্রে ভেসে থাকার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু ভারতীয় উদ্ধারকারী সংস্থাই নয়, দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশ দিয়ে যাতায়াতকারী অন্যান্য জাহাজকেও সতর্ক করা হয়েছে। তাদের কাছে দুর্ঘটনার খবর পৌঁছে দিয়ে নিখোঁজ নাবিকদের সন্ধানে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফলে সমুদ্রপথে চলাচলকারী জাহাজগুলিও তল্লাশি অভিযানের অংশ হয়ে উঠেছে। দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজানা-এখনও পর্যন্ত জাহাজটির দুর্ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ সামনে আসেনি। আবহাওয়া, সমুদ্রের পরিস্থিতি, জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটি অথবা অন্য কোনও কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাহাজটির শেষ অবস্থান এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে কী ধরনের বার্তা পাওয়া গিয়েছিল, সেসব তথ্যও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন নিখোঁজ ২২ জনকে ঘিরে। তাঁদের মধ্যে ২০ জন চিনের নাগরিক, ৩ জন মায়ানমারের এবং একজন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কাছেও এই ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের হয়ে উঠেছে। দুই জনকে জীবিত উদ্ধারের পর উদ্ধারকারী দল আশাবাদী, সমুদ্রে আরও কেউ বেঁচে থাকতে পারেন। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তল্লাশি অভিযান জারি রাখা হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে এবং নিখোঁজ ২২ নাবিক ও ক্রুর সন্ধানেই এখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও নৌসেনা।

জাতীয় মহাকাশ দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাগ করে তিনি বলেন, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারত ক্রমাগত মহাকাশ ক্ষেত্রে পরিধি বিস্তার করছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বর্তমানে 'জেন-জি' প্রজন্মের প্রকৌশলী, ডিজাইনার, কোডার এবং বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে মহাকাশ-প্রতিভারা বিশ্বজুড়ে নিজেদের এক অনন্য পরিচিতি গড়ে তুলছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্য পূরণে মহাকাশ ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং চন্দ্রযান-৩-এর ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা স্মরণ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জিতেন্দ্র সিং ২০২৩ সালের ২৩ আগস্টের সেই মুহূর্তটির কথা উল্লেখ করেন, যখন চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণ করেছিল।

ফের ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান, আহত কমপক্ষে ৩০ জন

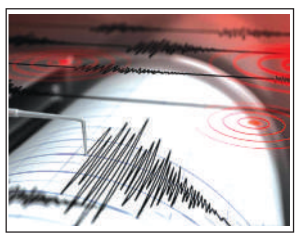

টোকিও, ২৩ আগস্ট ঃফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার ভোরে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে টোকিও-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এই ঘটনায় মোট ৩০ জন আহত হয়েছেন। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৯। দক্ষিণ ইবারাকি প্রিফেকচারে মাটির থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত ওই এলাকা। কম্পনের জেরে টোকিও ও নারিতা বিমানবন্দরগামী এক্সপ্রেস ট্রেন-সহ বেশ কয়েকটি স্থানীয় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। তবে শিনকানসেন বুলেট ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। বেশিরভাগ মানুষ ঘুমের মধ্যে ভূমিকম্প অনুভব করেন।

'পদ্ধতির বিচ্যুতি', 'ষড়যন্ত্রের ছক' অন্নপূর্ণা-বিক্ষোভ নিয়ে মন্তব্য শমীকের

হাওড়া, ২৩ আগস্ট ঃএবার অন্নপূর্ণা যোজনায় বিক্ষোভ নিয়ে নতুন কথা শোনা গেল বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের গলায়। গোটা পদ্ধতিতে বিচ্যুতি ঘটেছে, তা স্বীকার করেও শমীকের দাবি, ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হয়েছে। তবে সকলেই টাকা পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস তাঁর।রবিবার হাওড়ার এক অনুষ্ঠান থেকে তিনি বললেন, ' কিছু বিচ্যুতি আছে, সিস্টেমের সমস্যা। কোথাও কোথাও সাবোটাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এমনটা হয়েছে। দেখুন, তৃণমূল আমলে পুরুষরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়ার মতো ভুয়ো কাজ এখানে হবে না। আমি বলছি, সবাই অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন। এখন আরও প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলাকে দেওয়া হবে। ২ থেকে ৩ শতাংশ টাকা পাননি। সবাই পেয়ে যাবেন।'তার আরও ব্যাখ্যা, ' স্ক্রিনিং করতে হচ্ছে জানি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনের প্রতি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের মেধাবীদের গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেইঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মহাকাশ-বিষয়ক স্টার্টআপগুলির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেই মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মেধাবীদের গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমার বিশ্বাস, আমাদের এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত যাতে সারা বিশ্বের মানুষ অনুভব করে, এই ক্ষেত্রে তারা যদি নিজেদের জীবন গ।তে চায় তবে তাদের ভারতে আসা উচিত-ভারতের কোনও স্টার্টআপ বা মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় যোগ দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত, আমরা চুম্বকের মতো এই বিপুল মেধাশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারি এবং এটি আমাদের জন্য এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ব্যয়ের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে আছি। আমাদের মেধাবীদের গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই আর যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার প্রবল ক্ষমতা রয়েছে, তাই আমরা খুব দ্রুতই এই ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিতে পারব।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আপনারা একটি নতুন ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনারা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমার সবসময়ই এই মত যে, আমরা যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন, তাতে আমাদের অবিচল থাকতে হবে। ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা উচিত নয় কারণ এতে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা আশ্বস্ত হতে পারেন-তারা জানেন যে, নিজেদের কোনও ভুলের কারণে যদি কোনও সমস্যা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু কেউ তাদের পরিত্যাগ করবে না। আমরা ঠিক সেই আস্থাই গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।এই আলোচনা সভায় মহাকাশ ক্ষেত্রে কর্মরত ২০টি স্টার্টআপের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতারা অংশগ্রহণ করেন। এই স্টার্টআপগুলির মধ্যে ছিল স্কাইরুট এরোস্পেস, অগ্নিকুল কসমস, পিক্সেল, ধ্রুবা স্পেস, গ্যালাক্সিআই, পিয়ারসাইট, বেলাট্রিক্স এরোস্পেস, দিগন্তারা, স্যাটশিওর, সুহোরা টেকনোলজিস, মানস্ত স্পেস, অ্যাস্ট্রোবেস, টেকমিটু স্পেস, ভায়োমিক, কসমোসার্ভ স্পেস, অরবিটএইড এরোস্পেস, স্কাইসার্ভ (হাইস্পেস), সেরেন্ডিপিটি স্পেস, ভ্যাসার ল্যাবস এবং মিস্টইও।

ময়নায় অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পেয়ে মহিলাদের সুবিশাল পদযাত্রা

ময়না, ২৩ আগস্ট ঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দীর্ঘদিন লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ ছিল। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সুবিধা মেলায় ময়নায় সুবিশাল পদযাত্রা করলেন কয়েক হাজার মহিলা। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সুবিধা পাওয়ার পর রবিবার বাকচা অঞ্চল থেকে এই পদযাত্রার আযোজন করা হয়। রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই কর্মসূচি বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার বাকচা অঞ্চলের প্রায় ৭ হাজার মহিলা বিজেপিকে সমর্থন করার কারণে তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই চালিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরবর্তীতে বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট মহিলাদের দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়েছে।পদযাত্রায় ময়নার বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অশোক দিন্দা উপস্থিত ছিলেন। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সুবিধা পাওয়ায় বহু মহিলা ও স্থানীয় বাসিন্দা মিছিলে অংশ নেন।কর্মসূচিতে অশোক দিন্দা বলেন, তৎকালীন সরকার রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দিত। বিজেপি করার কারণে বাকচার মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান সরকার কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ না করে যোগ্য মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সুবিধা দিচ্ছে।

সোমবার থেকে ৪-দিনের জাপান সফরে পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সোমবার থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত জাপান সফরে যাচ্ছেন। তিনি জাপানে ভারতের সর্ববৃহ ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন এবং টোকিও, নাগোয়া ও ওসাকা সফর করবেন। এই প্রতিনিধিদলে ২০০ জনেরও বেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁদের কার্যক্রম উৎপাদন, সেমিকন্ডাক্টর, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও ইস্পাত থেকে শুরু করে অটোমোটিভ (যানবাহন শিল্প), আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্টার্ট-আপের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র [illegible] মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সফরটি উভয় দেশের 'বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব'-এর ক্ষেত্রে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এমন এক সময়ে এই সফরটি হচ্ছে যখন ভারত ও জাপান তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করছে। টোকিওতে মন্ত্রী জাপানের প্রধান শিল্পগোষ্ঠী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন-যারা দীর্ঘকাল ধরে ভারতের প্রবৃদ্ধির অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি, তিনি 'কেইদানরেন' (জাপান বিজনেস ফেডারেশন)-এর সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকেও অংশ নেবেন এটি জাপানের ১,৫০০-এরও বেশি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী সর্বোচ্চ সংগঠন। এছাড়া, পীযূষ গোয়েল তাঁর জাপানি সমকক্ষ-অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আকাজাওয়া রিওসেই-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং জাপানের সরকার ও পার্লামেন্টের বর্ষীয়ান সদস্যদের সঙ্গে

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কথা বলতে ভয় পান রাহুল গান্ধীঃবিনোদ বনসল

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-র জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসল রবিবার বলেছেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পক্ষে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অর্থ না বুঝেই সে সম্পর্কে কথা বলা সহজ। কিন্তু তিনি কোরআন, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কথা বলতে ভয় পান।রবিবার ভিএইচপি নেতা বিনোদ বনসল সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মনুস্মৃতির কোনও শ্লোক না বুঝেই তা বেছে নিয়ে হিন্দু সমাজের সমালোচনা করা রাহুল গান্ধীর জন্য খুব সহজ। কিন্তু কোরআন, বাইবেল এবং অন্যান্য আব্রাহামিক ধর্মগ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, তা নিয়ে কি তিনি একইরকম খোলাখুলিভাবে এবং সাহসের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারবেন?বিনোদ বনসল বলেন, বেছে বেছে উদ্ধৃতি এবং তার বিকৃত অর্থ রাজনীতিকে কলুষিত করতে পারে, কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করে না। রাহুলের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনি কি জানেন যে ''যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ '' এই শ্লোকটিও মনুস্মৃতিরই? তাই রাহুল, আগে পুরো গ্রন্থটি পড়ুন, সাধুসন্ত ও ভাষ্যকারদের চরণে বসুন, তারপর হিন্দু সমাজকে শংসাপত্র বিতরণ করবেন। কিন্তু তার আগে, আপনার অশুদ্ধ মানসিকতা দিয়ে দেশের যুবকদের নির্মল মনকে বিষিয়ে তুলবেন না। নারীর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে ভারতের আপনার কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। এখানে নারীশক্তিই আমাদের সভ্যতার পরিচয়। রাজনৈতিক ভাষণের জন্য এটিকে মনুস্মৃতি ও সংবিধানের লড়াইয়ে পরিণত করা ইতিহাস ও সংস্কৃতি উভয়ের প্রতিই অবিচার।উল্লেখ্য, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিগত কয়েকদিন যাব 'ছাত্র কি গুঞ্জ' নামে একটি অভিযান চালাচ্ছেন। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। শনিবার মহারাষ্ট্রের পুণেতে নারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি মনুস্মৃতির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন যে, মনুস্মৃতিতে বলা আছে নারীদের কখনও স্বাধীন হওয়া উচিত নয়। অনেকেই তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন।

বিকশিত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গঃশুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ বিকশিত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলকাতায় ' গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড' এবং ' যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমিপুজো করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। শুভেন্দু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সহযোগিতা করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না, যার ফলে রাজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে-জমি, মানবসম্পদ, পরিকাঠামো, কাঁচামাল এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু এখন, ' ডাবল ইঞ্জিন সরকার পূর্ণ গতিতে কাজ করছে। আগে বাংলায় এই 'ডাবল ইঞ্জিন অভাব ছিল। স্বাধীনতার আগে ও পরে- উভয় সময়েই দেশের বিনিয়োগ ও অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ, ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন এবং ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে সর্বদা বিরোধিতার মানসিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ৫০ বছর পর অবশেষে সেই নেতিবাচকতার অবসান ঘটেছে। নরেন্দ্র মোদী এবং আমার নেতা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বে আমরা বাংলাকে নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত যখন একটি বিকশিত দেশ বা 'বিকশিত ভারত'-এ পরিণত হবে, তখন পশ্চিমবঙ্গও উন্নত হবে। আমরা এই লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগিয়ে চলেছি।শুভেন্দু আরও বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১০৬ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা, বিশেষ করে সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁটাতারের বেড়াবিহীন কিছু অংশের বিষয়টি সুরাহা করা। এটি কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয় সীমান্তের কাছে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করা একটি দেশপ্রেমমূলক

২০২৯-এ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে দ্রুত সীমানা পুনর্বিন্যাস জরুরিঃরাহুলকে জবাব রিজিজুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),২৩ আগস্ট ঃমহিলা সংরক্ষণ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার ' এক্স-এ একাধিক পোস্টে তিনি জানান, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনী আইন,২০২৩ অর্থাৎ ' শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর মাধ্যমে করা হয়েছে। তবে তা কার্যকর করার জন্য সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।রিজিজু জানান, জনগণনার তথ্য প্রকাশের পর সেই তথ্যের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হলেই মহিলা সংরক্ষণের সাংবিধানিক বিধান কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের পর প্রকাশিত জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতেই এই সীমানা পুনর্বিন্যাস হওয়ার কথা। বর্তমানে জনগণনার প্রক্রিয়াও চলছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জাতিভিত্তিক জনগণনার কারণে ২০২৬ সালের পর প্রকাশিত জনগণনার তথ্য চূড়ান্ত করতে আরও সময় লাগতে পারে। ফলে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতেও দেরি হতে পারে এবং ২০৩৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে।তাঁর বক্তব্য, ২০২৯ সালের পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেই যদি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে হয়, তাহলে সর্বশেষ প্রকাশিত জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করা প্রয়োজন।রিজিজু জানান, এই লক্ষ্যেই ২০২৬ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলের মাধ্যমে কার্যকর করার পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছিল। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলের সঙ্গে সেটি লোকসভায় পেশও করা হয়। তবে এই উদ্দেশ্যে আনা সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ লোকসভায় পাশ হয়নি।এর আগে রাহুল গান্ধী ' রিজিজুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভালোভাবেই জানেন যে মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ সালেই সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে এবং কংগ্রেসও বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। তিন বছর পরও কেন তা কার্যকর করা হয়নি এবং এখন কেন সেটিকে সীমানা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাহুল। ২০২৩ সালের আইনটি কোনও শর্ত ছাড়াই কার্যকর করার দাবিও জানান তিনি।এর আগে কংগ্রেসের ' এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা রাহুল গান্ধীর একটি ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রিজিজু। তিনি বলেছিলেন, ভিডিওটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে হচ্ছে এবং মহিলাদের বিষয়ে রাহুলের অবস্থানেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কংগ্রেস নিঃশর্তভাবে সমর্থন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।রিজিজুর এই মন্তব্য রাহুলের ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে, যেখানে রাহুল বলেছিলেন, ভারতের মহিলাদের শক্তিকে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ ও স্বপ্ন দেখার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশের মহিলারা তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত কোনও দেশই প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না।

সাইক্লিং 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশঃমনসুখ মান্ডভিয়া

বিশাখাপত্তনম, ২৩ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া শারীরিক সুস্থতা ও পরিবেশের ওপর সাইক্লিংয়ের ইতিবাচক প্রভাবের কথা তুলে ধরে এটিকে সুস্থ জীবনযাত্রার একটি নিয়মিত অংশ করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। রবিবার বিশাখাপত্তনমে 'ব্রিকস ফ্রেন্ডশিপ সাইক্লিং ইভেন্ট'-এর পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মান্ডভিয়া বলেন, সাইক্লিং 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সানডে অন সাইকেল' উদ্যোগের লক্ষ্য হলো মানুষকে সাইক্লিংয়ে উৎসাহিত করা এবং শরীরচর্চা বা ফিটনেসের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়া।মান্ডভিয়া জানান, আজ সারা দেশের প্রায় ১,৮০০টি শহরে এই উদ্যোগটি আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে প্রায় ৫০ লক্ষ তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছে। তিনি সাইক্লিংকে শরীরচর্চার একটি চমৎকার মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেন, যা শারীরিক সক্ষমতা বা।ায় এবং দূষণ কমাতে সহায়তা করে। তিনি মানুষকে প্রতি রবিবার সাইক্লিংয়ে অংশ নিতে এবং শরীরচর্চাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করার আহ্বান জানান। এদিন নোভোটেল হোটেল থেকে সি হ্যারিয়ার পর্যন্ত এবং সেখান থেকে পুনরায় ফিরে আসার পথে এই 'ব্রিকস ফ্রেন্ডশিপ সাইক্লিং ইভেন্ট'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বার্তা তুলে ধরে এই আয়োজনে ব্রিকস প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা ২৩ আগস্ট ঃডাঃ রাধাগোবিঃদ কর এর জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীর তরফে রবিবার শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এ দিন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, খ্যাতনামা চিকিৎসক, ক্যালকাটা স্কুল অফ মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা, যা বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত। ডাঃ রাধা গোবিন্দ কর - এর জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক । হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি'তে আজকের দিনেই তাঁর জন্ম। প্রসঙ্গতঃ রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তারি পাশ করার আগেই বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই লেখার কাজে হাত দেন। তাঁর প্রথম বই ' ভিষগবন্ধু প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ সালে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি একাধিক বই লেখেন। উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল ' সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব', ' রোগী পরিচর্য্যা', ' ভিষগ সুহৃদ', 'প্লেগ ' স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব', ' সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা', ' ভৈষজতত্ত্ব', ' কর সংহিতা' ও ' কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ'। সব ক'টি বই লেখা হয়েছিল বাংলায় এবং সাধারণ মানুষের পড়ার উপযোগী করে।

ইসরোর কাজের চাপ কমেনি বরং পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছেঃগজেন্দ্র শেখাওয়াত

আহমেদাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ ইসরোর কাজের চাপ কমেনি বরং পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তৃতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, চন্দ্রযান অভিযানের সাফল্য এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে, ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে-অর্থা 'শিব শক্তি পয়েন্ট'-এ-পা রাখার দিনটিকে 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' হিসেবে পালন করছে। আহমেদাবাদের 'স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার'-এর উদ্যোগে এখানে ভারতের তৃতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহাকাশ বিজ্ঞান ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ভারতের জন্য অপার সম্ভাবনার সুযোগ উন্মোচন করেছে।শেখাওয়াত আরও বলেন, ইসরোর কাজের চাপ কমেনি বরং এর কর্মক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ, পেলোড প্রস্তুত এবং উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মতো কাজগুলোতে প্রয়োজনীয় সময় নাটকীয়ভাবে কমে এসেছে এবং এখন অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরপর দুটি সেঞ্চুরি করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ রবিবার কলম্বোর সিনহালিস স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে দেবদত্ত পাডিক্কাল টানা দ্বিতীয় শতক পূর্ণ করেছেন।গলে প্রথম টেস্টে করা ১৬৭ রানের পর পাডিক্কাল ১০টি চারের সাহায্যে মাত্র ১৬৮ বলে তাঁর দ্বিতীয় শতকে পৌঁছান।১১তম ওভারে কেএল রাহুল আউট হলে তিন নম্বর ব্যাটসম্যান ক্রিজে আসেন। এরপর পাডিক্কাল যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ২৯ রান, অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ১২০ রান, ঋষভ পন্ত সঙ্গে ২১ রান যোগ করেন এবং ৫৮তম ওভারে রবীন্দ্র জাদেজা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।টানা দুটি অ্যাওয়ে টেস্টে পাডিক্কালের শতক, চেতেশ্বর পূজারার পর ভারতের কোনও তিন নম্বর ব্যাটসম্যানের প্রথম ঘটনা। পূজারা যথাক্রমে মেলবোর্ন ও সিডনিতে ১০৬ ও ১৯৩ রান করেছিলেন।বাঁহাতি ব্যাটসম্যানটি অবশেষে ১৯৩ বলে ১১৭ রান করার পর স্পিনার কেশরা নয়াম্থার বলে বোল্ড হয়ে আউট হন।

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনি সুন্দর জিনিস ও অদ্ভুত সব হস্তশিল্পের কদর করবেন। এমনকি আপনি হয়তো এই সকল পণ্য সংক্রান্ত ব্যবসা করার কথাও ভাববেন।
বৃষঃ আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আজকে আপনি পেট দিয়ে ভাববেন, নানা উপাদেয় খাবার খেতে ইচ্ছা করবে। চেপে রাখা খিদে হয়তো এরকম অনুভূতির কারণ।
মিথুনঃ আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে এবং আপনাকে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার দিকে ঠেলে দেবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
কর্কট রাশিঃ আজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা এই সুযোগে তা উপভোগ করবেন।
সিংহঃ সুবাই একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তারা বোঝেই না যে তারা এমনিই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় আপনি সেরকমই নানাধরনের লোকের দেখা পাবেন, যার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কন্যাঃ আজকে আপনার কাঁধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে, সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন কেননা যতবার আপনি পড়ে যাবেন, ততবারই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। শুভ দিন হবে।
তুলাঃ আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করবেন এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবেন। চারুকলা ও শৈল্পিক বিষয় সম্বন্ধে আপনার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, তা আপনি প্রকাশ করবেন এবং আজকে একটি নতুন শিল্পকলা কিনবেন। অসাধারণ সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে এবং ঠিক যখন আপনি সেটি শেষ করে আনছেন, আপনাকে হয়তো পরিকল্পনা করতে বা বিদেশের শাখায় কাজ করা সহকর্মীদের ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।।
বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি প্রধান দিক নিয়ে আসবে। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময় পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান বিরূপ, আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন।
ধনুঃ হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার সন্তুষ্টি হবে।
মকরঃ আজ আপনি খুবই ব্যস্ত। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পড়ে থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শুভ দিন।
কুম্ভঃসাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ভালো খবর এসে আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে। আপনি যদি ভিসার আবেদন করে থাকেন, আজকে তা পেতে পারেন। সবকিছু ইতিবাচক দেখাচ্ছে এবং আপনার মেজাজেও তার ছাপ পড়বে।
মীনঃ আজকে হয়তো আপনার মাথায় অভিনব উদ্ভাবনী কোনও চিন্তা আসবে। প্রেম আসতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে

আবহাওয়া

রবিবাসরীয় সকাল থেকে ভ্যাপসা গরম উধাও হয়ে গিয়েছে, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও তেমন নেই। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রবিবার ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এই জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, সোমবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে, যেমন ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকতে পারে। মঙ্গলবারের পর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন বৃষ্টি ফের কমে যাবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ২৪ থেকে ২৬ আগস্টের মধ্যে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি এই জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়তে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৫মনিট এবং রাত ০১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলো 'শিখা ইন' এর মালিক বীরেশ্বর মিত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ তিনদিন চেষ্টার পরে এবার পুলিশের হাতে আসলো নিউ মার্কেটের অভিশপ্ত হোটেলের মালিক। শনিবার ডায়মন্ড হারবার রোডের বেহালার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল নিউ মার্কেটের 'শিখা ইন' হোটেল। মৃত্যু হয়েছিল ৯ আবাসিকের। তাঁদের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশি। কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ আবার অন্য কোনও কাজে এসেছিলেন তিলোত্তমায়। কিন্তু আর ঘরে ফেরা হল না। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই বেপাত্তা হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র। নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটে মোট দুটি হোটেল ছিল বেহালার বীরেশ্বর মিত্রের। একটি 'শিখা ইন', অন্যটি 'জাপন'। দুটোই একেবারে ছোট্ট জায়গায়। 'শিখা ইনে'র একেবারে উলটোদিকেই রয়েছে 'জাপন'। মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ তিনতলা 'জাপন'-এর কর্মীরাই দেখেন উলটো দিকের হোটেলে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। হোটেল কর্মী ইন্দ্রদেব পাসওয়ান জানান, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করেন মালিক বীরেশ্বরকে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। কিছুক্ষণ পর আবারও ফোন করা হলেও লাভ হয়নি। একটা সময়ের পর ফোন সুইচড অফ করে দেন তিনি। সেই থেকেই বেপাত্তা বীরেশ্বর। তবে অবশেষে শেষ হল লুকোচুরি খেলা। শনিবার ডায়মন্ড হারবার রোডের বেহালার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বীরেশ্বর মিত্রকে। উল্লেখ্য, মাস পাঁচেক আগে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেল শিখা ইন-এর একটি তলা বীরেশ্বরের থেকে লিজ নিয়েছিলেন আবু জাফর নামে এক ব্যবসায়ী। বিনিময়ে মালিক বীরেশ্বরকে মাসে ৪০ হাজার টাকা দিতেন তিনি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর পর পুরো পরিবার নিয়ে মধ্য কলকাতার জোড়াসাঁকোর মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে পালান জাফর। কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশে পরিবার নিয়ে পালানোর ছক ছিল তাঁর।

শনিবার রাতে আরাবুলের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা

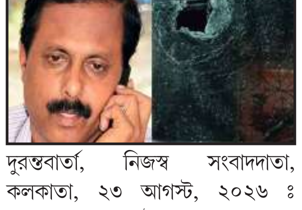

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ তৃণমূল ছেড়ে আই এস এফে যোগ দিয়েছিলেন আরাবুল। নির্বাচনেও লড়েছেন। কিন্তু পরাজিত হয়েছেন। তারপর থেকে আরাবুলের বিশেষ খবর নেই। এর মধ্যেই এমন খবর। অভিযোগ শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ও ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় গাড়িতেই ছিলেন আরাবুল। তবে, তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি। নিরাপদেই রয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই আই এস এফ ছেড়েছেন আরাবুল। আর তারপর শনিবার রাতেই এই হামলার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার ডঙ্খ ড়িয়াপাড়া এলাকা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন আরাবুল। সেই সময় তাঁর গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গাড়ি লক্ষ্য করে দু'টি বোমা ও ইট ছোড়া হয়। ইটের আঘাতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। সঙ্গে থাকা বাইক আরোহীরাও বোমার আওয়াজ পেয়েছেন বলে দাবি আরাবুলের। তবে, অল্পের জোরে বেঁচে গিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক। প্রশ্ন উঠেছে, এই মুহূর্তে আরাবুল ঘরের ও না ঘাটেরও না, তাহলে কে বা করা ওকে আক্রমণ করেছে? আরাবুলের আঙ্গুল অবশ্য আই এস এফের দিকে। আরাবুল বলেন, 'সকাল থেকে কোথাও বেরোইনি। পরে সাড়ে ৪টের সময় বেরিয়েছিলাম। উড়িয়াপাড়ায় গোরস্থান পার হয়েছি, ওখান থেকেই গাড়ির উপর হামলা হয়েছে। ভালো জোরেই হামলা হয়েছে। গাড়ি ভালো গতিতেই এগোচ্ছিল। একটু যদি ধীর গতি থাকত, তাহলে ড্রাইভারেরও লাগত, আমারও লাগত। ইট মারা হয়েছে, গাড়ির পিছনে বোমা মারা হয়েছে। আমি আইএসএফ ছেড়েছি। আই এস এফ-এর লোকেরাই এটা করেছে।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পোলেরহাট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আরাবুল। কে বা কারা কী কারণে এই হামলা চালিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। উল্লেখ্য, শুক্রবারই সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে আরাবুল জানিয়েছিলেন, তিনি আইএসএফ ছেড়ে দিয়েছেন। উগড়ে দেন ক্ষোভও। একটি পোস্টে লেখেন, 'আই এস এফের স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রকে আমি ধিক্কার জানাই।'

হাওড়ায় বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির, একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রবিবার হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে বিজেপির সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'-এর আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্যসাথী, অন্নপূর্ণা যোজনা, কলেজ পরিচালন সমিতিতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাসহ একাধিক বিষয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে 'ভুতুড়ে বিল' পাঠানোর অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের নতুন সরকারের সময় চেয়ে নেওয়ার কথা বলেন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে চুরি, দুর্নীতি ও লুটের মতো একাধিক অনিয়ম ছিল। তাঁর দাবি, নতুন সরকার ইতিমধ্যেই এই ধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে এবং আগামী দিনেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। কলেজের পরিচালন সমিতিতে জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এর জবাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সেখানে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে উপভোক্তাদের একাংশের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, কোথাও প্রশাসনিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এবং কোথাও আবেদনপত্র পূরণে ভুলের জেরে সমস্যা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে প্রকল্পটিকে ব্যর্থ করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েছেন। আগামী দিনে আরও প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, যোগ্য উপভোক্তাদের প্রত্যেককেই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। তবে সরকারি কর্মচারী বা নির্দিষ্ট আয়সীমার বেশি উপার্জনকারী ব্যক্তিরা যাতে অযোগ্যভাবে সরকারি সুবিধা না পান, সেজন্য যাচাই প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি। এদিন যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েও বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে প্রশ্ন করা হয়। তবে বিষয়টি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এ নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বেলিলিয়াস রোডের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিজেপির জেলা স্তরের বিভিন্ন পদাধিকারী ও কার্যকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে দলের অবস্থানও স্পষ্ট করেন শমীক ভট্টাচার্য।

দেড়শো আয়া দিদিকে কর্মস্থলে বহাল রাখার উদ্যোগ, মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বসরহাট, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে কর্মরত প্রায় দেড়শো আয়া দিদিকে কর্মস্থলে বহাল রাখার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্মরত আয়া দিদিদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এই নির্দেশে কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিলেন বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার প্রায় ১৫০ জন আয়া কর্মী। জানা যায়, রোগী কল্যাণ সমিতি ও হাসপাতাল সুপারের অনুমোদনের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে এই আয়া দিদিরা হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবা দিয়ে আসছেন। বিনিময়ে তাঁরা প্রতিদিন ১২০ টাকা পারিশ্রমিক পান এবং রোগীর পরিবারের কাছ থেকেও পরিষেবা বাবদ নির্দিষ্ট অর্থ পেয়ে থাকেন। কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কায় আয়া দিদিরা সরকারের কাছে মানবিক আবেদন জানান। তাঁদের বক্তব্য, অনেকেরই বয়স হয়েছে। এই বয়সে নতুন করে অন্য কোনও পেশায় যুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কর্মহীন হলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে এবং তাঁদের পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়বে। আয়া দিদিদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁদের পুরনো কর্মস্থলে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নির্দেশে বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য, সম্পাদক রাজেন্দ্র সাহা, বসিরহাট জেলার স্বাস্থ্য সেলের কনভেনার বিশ্বজিৎ ঘোষ-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা এদিন আয়া দিদিদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের কর্মস্থলে বহাল রেখে কীভাবে পরিষেবা চালু রাখা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। আয়া দিদিদের এই উদ্যোগে স্বস্তি ফিরেছে তাঁদের পরিবারে। দীর্ঘদিনের কর্মসংস্থান ফিরে পাওয়ার আশায় খুশি তারা।

ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে হাতির দলে নতুন অতিথি, সার্চলাইটের আলোয় হস্তিনির সঙ্গে শাবক

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে হাতির দলে নতুন অতিথি! সদ্যোজাত হস্তিশাবককে নিয়ে ঘুরছে হাতির একটি দল। শনিবার রাতে সার্চলাইটের আলো ফেলতেই হস্তিনির সঙ্গে শাবকটিকে দেখতে পান বনকর্মীরা। লোধাশুলি ও মানিকপাড়া রেঞ্জের নুনিয়াকুন্দ্রি ও ভাওদা এলাকার জঙ্গলে হাতির দলটির গতিবিধির উপর নজর রাখতে গিয়েই শাবকটির দেখা মেলে। শাবকটিকে ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে প্রায় ২৪-২৫টি হাতির একটি দল কলসিভাঙা, ভাওদা ও নুনিয়াকুন্দ্রি এলাকার ধানজমিতে ঢুকে পড়ে। রাতভর জমিতে ধান খাওয়ার পাশাপাশি পায়ে মাড়িয়ে ফসলের ক্ষতি করে হাতির দলটি। সেই সময় দলটির গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন বনকর্মীরা। সার্চলাইটের আলোয় হস্তিনির পাশে ছোট্ট শাবকটিকে দেখতে পান তাঁরা। রাতভর ধানজমিতে থাকার পর রবিবার সকালে জঙ্গলের দিকে ফেরার সময় হাতিগুলি দু'টি দলে ভাগ হয়ে যায়। ১৭-১৮টি হাতি ভাওদার জঙ্গলের দিকে চলে যায়। অন্য দিকে সাত-আটটি হাতির একটি দল ঢুকে পড়ে নুনিয়াকুন্দ্রির বাগান এলাকায়। সদ্যোজাত শাবকটি রয়েছে এই দলেই। এখনও মায়ের সঙ্গেই রয়েছে শাবকটি। শাবককে রক্ষা করতে মা হাতি-সহ গোটা দলটি যে কোনও সময় উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণে হাতির দলটির কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে বন দফতর। বিশেষ করে শাবকটিকে দেখতে জঙ্গলের কাছে ভিড় না করার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে নুনিয়াকুন্দ্রির বাগান এলাকায় হাতির দলটি থাকায় আশপাশের গ্রামগুলিতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। খাবারের সন্ধানে হাতির দলটি ফের ধানজমি বা লোকালয়ের দিকে চলে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। ভাওদা, নুনিয়াকুন্দ্রি, কলসিভাঙা-সহ সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করছেন বনকর্মীরা। হাতির দলকে উত্ত্যক্ত না করা, গতিপথ আটকানোর চেষ্টা না করা এবং দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। সদ্যোজাত শাবককে সঙ্গে নিয়ে হাতির দলটি যাতে নিরাপদে জঙ্গলের গভীরে ফিরে যেতে পারে, সে দিকে নজর রাখছেন বনকর্মীরা। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে হাতির স্বাভাবিক প্রজননচক্রের এই ছবি যেমন নতুন প্রাণের বার্তা দিচ্ছে, তেমনই শাবককে ঘিরে হাতির দলের আচরণ যাতে কোনও বিপদের কারণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে বন দফতর।

পুজোর আগেই একদম নতুন সাজে সেজে উঠতে চলেছে কুমারটুলি ঘাট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আগেই কথা ছিল হেরিটেজ কুমারটুলিকে নতুন রুপ দিতে হবে। এখানে দূর দূরান্ত থেকে অনেক ট্যুরিস্ট আসে। জানা গিয়েছে, কুমোরটুলি থেকে চম্পাতলা ঘাট পর্যন্ত হুগলি নদীর ৩০০ মিটার অংশকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর,আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এই নতুন ঘাটের উদ্বোধন হতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট (কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট) এবং আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী ঘাটের খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে। জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলির ঘাটকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করছে আদানি গোষ্ঠী। জানা গিয়েছে, কুমোরটুলি থেকে চম্পাতলা ঘাট পর্যন্ত হুগলি নদীর ৩০০ মিটার অংশকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর,আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এই নতুন ঘাটের উদ্বোধন হতে পারে। আর এই মেগা প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন খোদ আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। হেরিটেজ ট্যুরিজমে জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য পর্যটন দফতর কুমোরটুলিকে একটি প্রধান হেরিটেজ ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন বা ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কুমোরটুলির ৩০০-রও বেশি মৃৎশিল্পী উপকৃত হবেন। শুধুমাত্র পুজোর মরশুমে নয়,সারা বছরই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তাঁদের শিল্পকলাকে প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার, সাফল্য পুলিশের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ডাকাতির আগেই সাত জনকে গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার জোড়াপুল ও গৌড়ের হাট এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগে ওই সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ, এএসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এসআই রামিজ আহাসান ও এসআই সুধীর হালদার-সহ পুলিশ কর্মীদের একটি দল শনিবার রাতে অভিযানে নামে। দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াপুল এবং হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়ের হাট এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের দাবি, অভিযানের সময় কয়েক জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাঁদের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর সাতজনকেই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,কোনও অপরাধমূলক পরিকল্পনা নিয়েই তাঁরা ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ডাকাতির পরিকল্পনার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে সুরজ শেখ ওরফে আকাশ (২২), বহড়ু হাসিমপুর মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা; সৈকত দাস ওরফে বাবাই (২৫), বহড়ু মল্লভপুরের বাসিন্দা; রাজেশ মোল্লা (৪০), বহড়ু হাসিমপুর মণ্ডল পাড়ার বাসিন্দা; রামিজ লস্কর ওরফে রাকেশ (৩৬), বহড়ু হাসিমপুর লস্করপাড়ার বাসিন্দা; আমিন উদ্দিন মোল্লা (২৪), বহড়ু হাসিমপুর মণ্ডল পাড়ার বাসিন্দা; সাকিলউদ্দিন শেখ (২৯), বহড়ু হাসিমপুর শেখপাড়ার বাসিন্দা এবং দেবাশীষ সরদার ওরফে বড়ো, মগরাহাট থানার পায়রানই এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না এবং তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট অপরাধমূলক পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে। রবিবার ধৃত সাতজনকে জয়নগর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

ভিখারি সেজে প্রতিদিন ৪ হাজার টাকার বেশি রোজগার ইউটিউবারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ এই জগতে পরীক্ষামূলক কাজের তো অভাব নেই। এবার এক অভিনব পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল হাতেনাতে। দারুন মজার ব্যাপার। কেবল ভিক্ষা করে কি মানুষের সংসার চলে? খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি এক সামাজিক পরীক্ষা চালান জনৈক ইউটিউবার। হরিদ্বারের কাঁওড় মেলায় ভিক্ষা করে একজন ভিক্ষুক দিনে ঠিক কত টাকা উপার্জন করতে পারেন, সেটাই ছিল পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সেই অভিজ্ঞতার ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। ইউটিউবার পুরুষোত্তম বশিষ্ঠ ও তাঁর বন্ধু শচীন এই পরীক্ষাটি করেন। ভিক্ষুকের পোশাকে শচীন নিজেই পরীক্ষায় অংশ হয়ে ওঠেন। ছেঁড়া পোশাক পরে, মুখে ময়লা মেখে, ছোট বাটি হাতে হাজির হন মেলায়। এমনকী গলায় একটি UPI QR কোডও ঝুলিয়ে নেন। এরপর ভিড়ে ঠাসা মেলায় ঘুরতে থাকেন দিগভ্রান্তর মতো। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা ভেবেছিলেন শচীন হয়তো সারাদিনে খুব বেশি হলে ১-২ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। প্রথম কয়েক ঘণ্টায় আয় ছিল খুবই কম। অনেকেই ফিরিয়ে দেন, অনেকেই যদিও সাহায্য করেন। সত্যিকারের ভিক্ষুকদের পাশে বসেও কিছু সময় কাটান তিনি। চার ঘণ্টায় উপার্জন মোটামুটি ৮০০ টাকায় এসে পৌঁছয়। এরপরও পরীক্ষা চলতে থাকে। পরীক্ষার শেষে পুরুষোত্তম ও শচীন ক্যামেরায় জানান, তাঁরা প্রায় ৪,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, কেউ যদি প্রতিদিন একই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তাহলে এক মাসে প্রায় ১.২ লক্ষ টাকা আয় হতে পারে। আরও দীর্ঘ সময় ধরে ভিক্ষা করা গেলে হয়তো তা ৩ লক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে। যদিও এর জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিধ্বস্ত হতে হয়, এ কথাও জানান তাঁরা। সবশেষে তাঁরা দর্শকদের ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে না নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং তার পরিবর্তে সৎভাবে কাজ করে উপার্জনের করা বলেন।

ওপেন র‍্যাপিড দাবা টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়ন হুগলির সুপ্রতিম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একদিনের 'সারা বাংলা ওপেন র‍্যাপিড দাবা টুর্নামেন্ট'। ২৩ আগস্ট রবিবার তমলুকের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পদুমবসানের 'আমন্ত্রণ হলে' তমলুক চেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মোট ২২০ জন প্রতিযোগী এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। কড়া টক্করের পর প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন হুগলি জেলার সুপ্রতিম ঘোষ। অনবদ্য লড়াই করে রানার্স-আপ হন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ভূমিপুত্র শঙ্খদীপ মাইতি। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি টুর্নামেন্টের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ময়না রাজবাড়ীর সদস্য সিদ্ধার্থ বাহুবলিন্দ্র, তমলুক চেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উৎপল পাল, তমলুক চেস অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি শিবাজী অধিকারী, বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড় সৌরভ ভৌমিক সহ অন্যান্য গুণীজনেরা। অনুষ্ঠানে সম্পাদক উৎপল পাল প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন। অন্যদিকে, শিক্ষাবিদ সিদ্ধার্থ বাহুবলিন্দ্র অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়ে বলেন, 'ছেলে-মেয়েদের ঘরে বসিয়ে না রেখে দাবার মতো বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক খেলায় যুক্ত করুন। বর্তমান যুগে সন্তানদের মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর আসক্তি থেকে দূরে রাখতে দাবা খেলা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।ল্ড টুর্নামেন্টটিকে ঘিরে স্থানীয় দাবাপ্রেমী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

একশো দিন পূর্তি উপলক্ষে বিজেপির লাভার্থীদের পদযাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভায় আয়োজিত হল লাভার্থীদের পদযাত্রা। রবিবার বিকেলে জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর লাইব্রেরি মোড় থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। পরে জয়নগর তিলিপাড়ার পি.সি. পাল স্কুলে গিয়ে পদযাত্রাটি শেষ হয়। পদযাত্রায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অংশ নেন। এদিনের কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদের সামনে রেখে আয়োজিত এই পদযাত্রাকে ঘিরে এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

একইদিনে লিলুয়া ও নিশ্চিন্দায় দুটি মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ একইদিনে হাওড়ার বেলুড় ও নিশ্চিন্দা থানা এলাকায় দুটি পৃথক জায়গা থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে লিলুয়ার মাতোয়ালা চৌরাস্তা এলাকায় হাইড্রেন থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। অন্যদিকে, নিশ্চিন্দা থানার অন্তর্গত লিলুয়ার খ্রিষ্টানপাড়ায় শেওড়াপোতা খাল থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। দুটি ঘটনাতেই পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার সাতসকালে লিলুয়ার মাতোয়ালা চৌরাস্তা এলাকায় হাইড্রেনের মধ্যে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলুড় থানার পুলিশ। পরে হাইড্রেন থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সন্ধান চালানো হচ্ছে। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল এবং কীভাবে তাঁর দেহ হাইড্রেনে এসে পড়ল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে; তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ মনে করছে। অন্যদিকে, একইদিনে নিশ্চিন্দা থানার অন্তর্গত লিলুয়ার খ্রিষ্টানপাড়ায় শেওড়াপোতা খাল থেকে আরও এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে সেন্ট লুক চার্চের বিপরীতে খালের মধ্যে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। পরে খাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীরাম স্বর্ণকার (৪৪)। তিনি নিশ্চিন্দার বাসুকাটি, আনন্দনগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। খালে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহটি কীভাবে খালের মধ্যে এসে পড়ল, সে বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। একইদিনে লিলুয়া ও নিশ্চিন্দায় পৃথক দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গোসাবায়, গ্রেফতার বিজেপির ২ কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, গোসাবা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়াকে কেন্দ্র করে এবার উত্তেজনা ছড়াল গোসাবা ব্লকের বালি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পঞ্চায়েত আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় পঞ্চায়েতের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়াকে কেন্দ্র করে বালি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আচমকাই উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মহিলা পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময় কর্তব্যরত এক পঞ্চায়েত আধিকারিকের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা বাধে বলে অভিযোগ। অভিযোগ আর ও বচসার এক পর্যায়ে ওই পঞ্চায়েত আধিকারিককে মারধর করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পঞ্চায়েতের তরফে গোসাবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে গোসাবা থানার পুলিশ। তদন্তের পর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির তরফে অবশ্য তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও বিক্ষোভকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জমি নিয়ে বিবাদে জয়নগরে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জায়গা-জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে বিবাদকে কেন্দ্র করে বচসা, গণ্ডগোল ও মারপিটের ঘটনায় জয়নগরে গ্রেফতার হল এক।শনিবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে এক জনকে গ্রেফতার করে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার সাত নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়া এলাকায় জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সাথে বচসা শুরু হয়। পরে তা গণ্ডগোল ও মারপিটের আকার নেয় বলে অভিযোগ।ঘটনার পর জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে তিলিপাড়ার বাড়ি থেকে নিমাই চন্দ্র নস্কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে ঝুলন যাত্রার শুভ সূচনা

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, মায়াপুর, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্ব ব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে ঝুলন যাত্রা উৎসব পালনের শুভারম্ভ হল।এবছর আজ থেকে ২৮শে আগষ্ট ২০২৬ শুক্রবার পর্যন্ত এই ছয় দিন ব্যাপী মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে ৪২ তম ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব পালন করার শপথ নেওয়া হয়।বিকাল ৫ টায় চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে শ্রী শ্রী রাধামাধব কে সঙ্গে করে এক বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে ঝুলন মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হয় ।রাত্রি ৯টাপর্যন্ত চলবে ভোগ-রাগ, সন্ধ্যা আরতি,কীর্তন,দীপ দান,হিন্দোল ক্রীড়া,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সুসম্পন্ন হতে চলেছে। দেশ বিদেশের বহু ভক্তবৃন্দ এই ঝুলন যাত্রা উৎসব ও আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে, ভিড় সামলাতে ও শান্তি বজায় রাখতে কঠোর করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভক্তবৃন্দের স্বার্থে। রসিক গৌরাঙ্গ দাস, জনসংযোগ আধিকারিক, ইসকন, মায়াপুর, বলেন শ্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষের একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত চলে ঝুলন যাত্রা উৎসব। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপর যুগে ঝুলন উৎসবের সূচনাকে সাক্ষী রেখে পুরান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতার রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এই পবিত্র আবির্ভাব যা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী র মাধুরী ও প্রেম লীলা প্রকাশের পিঠ স্থান হিসেবে বৃন্দাবনে স্থাপিত তারই লীলা স্বরূপ ঝুলন যাত্রা পালিত হয়।রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে বিশুদ্ধ প্রেমের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই জীবজগতে প্রথম প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন,আর সেই লীলার নানা রূপ কলিযুগে ঝুলন যাত্রায় পরিবেশিত হয়।এবছর নিত্যানন্দ কুঠিরের পাশে বিস্তীর্ণ জায়গায় এই কৃত্রিম ঝুলন মণ্ডপ টি অবস্থিত।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর,সুশীতল ছায়ানীড়, ফুল-ফলে ভরা, বনরাজিতে সুসজ্জিত মনোমুগ্ধকর আলোক মালা ও কৃত্রিম ফোঁয়ারার ঐক্যতানে দর্শনার্থীদের পৌঁছে দেবে এক অনন্য জ্যোতির্ময় জগতে। যার প্রতিটি প্রত্যক্ষ দর্শনে থাকছে অপার মহিমা। যার দর্শনে মনের মণিকোঠায়-ভেশে উঠেছে পরমেশ্বর ভগবান রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার পরম প্রেম এর স্বর্গীয় ছবি।ঝুলন প্রেমের উৎসব, মিলনের উৎসব, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মহামিলনের উৎসব। পরস্পরকে আপন করে নেওয়ার উৎসব। ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব দেশ ভক্তি, আনন্দ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উৎসব হয়ে উঠেছে দর্শনার্থীদের ভক্তবৃন্দের কাছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের ভাষায় পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই যে ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব প্রসারিত হোক সমাজ জীবনের প্রতিটি কোনে কোনে। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হোক প্রেম, মৈত্রী,ভালোবাসা, দৃঢ় হোক মানব মেলবন্ধন। এবছর ২৮শে আগষ্ট ২০২৬ শুক্রবার বিশেষ ভাবে বলরাম জয়ন্তী পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন মায়াপুর ইসকন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৩ সংখ্যা, সোমবার , ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩

স্বাধীনতা সংগ্রামী

রামপ্রসাদ বিসমিল ঞ্জ কলম, বন্দুক ও ফাঁসির দড়িতে লেখা এক বিপ্লবীর অমর গাথা। যখনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবীদের কথা উঠে আসে, যখনই উচ্চারিত হয় সাহস, আত্মবলিদান আর অগ্নি সংকল্পের গল্প; ঠিক তখনই এক নাম বজ্রনিনাদে ভেসে আসে, যিনি কলমে ছিলেন কবি, হাতে ছিলেন বিপ্লব, আর বুকে ছিল ফাঁসিকে আলিঙ্গন করার অদম্য সাহস; তিনি ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ভগৎ সিং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেছিলেন; রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন হিন্দি ও উর্দু ভাষার এক মহান কবি ও লেখক, যিনি ইংরেজি গ্রন্থ Catherin এবং বাংলা থেকে বলশেভিক কী কর্তৃত্ব অনুবাদ করেছিলেন। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি ইংরেজ শাসনের ঘুম কেড়ে নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান হন। রামপ্রসাদ বিসমিলের লেখা; সারফারোশি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে, দেখ না হে জোর কিতনা বাজু-এ-কাতিল মে হেদ এই গান গেয়ে অগণিত বিপ্লবী হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছেন; তার হিসেব ইতিহাস আজও ঠিক করে রাখতে পারেনি। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন মৈনপুর ষড়যন্ত্র ও কাকোরী ট্রেন ডাকাতি-র প্রধান নেতৃত্ব। এই ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ১১ বছরের বিপ্লবী জীবনে তিনি বহু বই রচনা ও নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর প্রায় সব বই বাজেয়াপ্ত করে; কারণ, তাঁর কলমও ছিল বন্দুকের মতোই বিপজ্জনক। ১৮৯৭ সালের ১১ই জুন, উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলায় জন্ম রামপ্রসাদ বিসমিলের। পিতা মুরলিধর। মাতামূলমতী দেবী। বাড়িতেই হিন্দি শিক্ষার হাতেখড়ি, উর্দু শেখার জন্য পাঠানো হয় এক মৌলবীর কাছে। পিতা মুরলিধর ছিলেন কঠোর, পড়াশোনায় সামান্য শৈথিল্য মানেই শাস্তি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেন। কৈশোরেই যুক্ত হন আর্যসমাজ-এ, স্থাপন করেন আর্যকুমার সভা। শাহজাহানপুর আর্যসমাজ মন্দিরে স্বামী সোমদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনে আসে গভীর আদর্শিক পরিবর্তন। বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর অস্ত্র কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। একদিন ট্রেনে যাত্রাকালে বিসমিল লক্ষ্য করেন; স্টেশন মাস্টারদের কাছে জমা হওয়া সরকারি অর্থ লখনৌ জংশনে পাঠানো হচ্ছে। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন; যে সরকার ভারতকে শতাব্দীর পর শতাব্দী লুট করেছে, এবার তার টাকাই ব্যবহার হবে সেই সরকারের পতনের জন্য। এই সিদ্ধান্ত থেকেই জন্ম নেয় কাকোরী ট্রেন ডাকাতি। ৮ আগস্ট শাহজাহানপুরে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়; সাহারানপুর,লখনৌগামী ৮-ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সরকারি কোষাগার লুট করা হবে। ৯ আগস্ট ১৯২৫ সালে রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে অভিযানে নামেন আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, শচীন্দ্রনাথ বকসি, কেশব চক্রবর্তী, বনওয়ারী লাল, মুকুন্দি লাল, মন্মথনাথ গুপ্ত, মুরারি লাল। এই অভিযান ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯২৬ সালে শুরু হয় কুখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে ফাঁসির সাজা হয়; রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ঠাকুর রৌশন সিং, আসফাকউল্লা খান। ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭, গোরখপুর জেলে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে ওঠেন বীর বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল।

রাজনীতির বাইরে

দেশের সেই তথাকথিত মহা-বোকা;অর্থাৎ ৫৬ বছর বয়সী এক যুবক; টানা ১২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবারও রাষ্ট্রকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল। অথচ, এর মধ্যেই সেই একই ব্যক্তি নিজের পরিবারের বিদেশ নীতি;বিশেষ করে নেহরুর নীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করেছেন। নেহরু কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর মানসিকতা কেমন ছিল এবং তিনি কী ধরনের চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করতেন তা দেশ ও বিশ্বের অজানা নয়; ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। সোনালী দাশগুপ্ত নামের এক বাঙালি অভিনেত্রীর কথা বলব;এমন একটি নাম যা হয়তো আপনারা অনেকেই প্রথমবারের মতো শুনছেন। সোনালী দাশগুপ্ত (বিবাহপূর্ব নাম সোনালী সেনরায়) মূলত ছিলেন একজন বাঙালি লেখিকা ও চিত্রনাট্যকার; ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর ছিল এক ঘনিষ্ঠ ও পারিবারিক সম্পর্ক। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় থেকেই নেহরু তাঁকে চিনতেন এবং ভালোবেসে মাঙ্কি (Monkey) বলে ডাকতেন। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে সোনালী দাশগুপ্ত এবং প্রখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক রবার্তো রোসেলিনির মধ্যকার প্রণয় এক বড় ধরনের আন্তর্জাতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল যে ঘটনায় তাঁদের সহায়তায় নেহরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে জওহরলাল নেহরুর বিশেষ আমন্ত্রণে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য রবার্তো রোসেলিনি ভারতে এসেছিলেন। সে সময় সোনালী ছিলেন ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাতা হরি সাধন দাশগুপ্তের স্ত্রী এবং রোসেলিনির চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য তৈরির কাজে সহায়তা করছিলেন। একসঙ্গে কাজ করার সময় ৫১ বছর বয়সী বিবাহিত রোসেলিনি এবং ২৭ বছর বয়সী সোনালীর মধ্যে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা ভারতীয় সমাজ ও গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তিনি ইতালি যাওয়ার সুযোগ পান। পরবর্তীতে রবার্তো রোসেলিনিকে বিয়ে করার পর সোনালী দাশগুপ্ত ইতালিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ইতালির নাগরিকত্বও লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

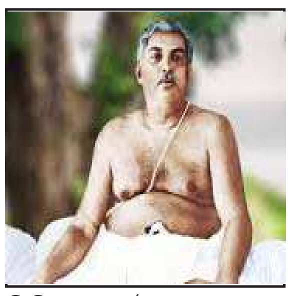

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পুজারি। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মাও সন্তানদেরকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। মা বলতেন, সন্তানরা আমরা প্রাণ। ঠাকুর ঈশ্বরের ভক্ত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

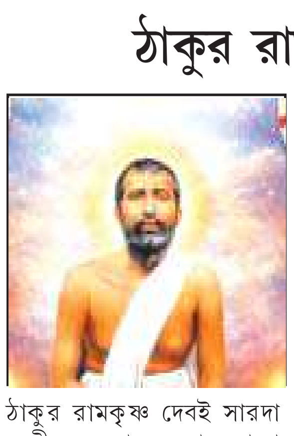

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবই সারদা দেবীকে মাতৃরূপে পুজা করেছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন জগত মাতা। তিনি কারোর একার মা নন। তিনি সবার মা রূপে পুজিত হচ্ছেন। আসলে মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হয়। শ্রদ্ধা করতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদাকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর নিজের স্ত্রীকে মাতৃরূপে পুজা করতেন। বছরে একবার মা সারদা দেবীর পা পর্যন্ত জল দিয়ে ধুয়ে দিতেন। এতটা ভক্তি করতেন মা সারদাদেবীকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা ব্যক্তি। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। আসলে মাকে কেউ হারাতে চায় না। সবাই মাকে খুশী রাখতে চায়। মা ঠিক তেমনি তাঁর সন্তানদের খুশি করে।

দেশপ্রেমিক ডা. রাধা গোবিন্দ কর

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতবর্ষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রবাদপ্রতিম ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ১৮৫২ সালের ২৩শে আগস্ট হাওড়ার সাঁত্রাগাছি-র বেতড় অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বেতড়-এর উল্লেখ মনসামঙ্গলেও আছে। ১৮৮৬ খ্রিঃ স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেন শ্রীরাধাগোবিন্দ কর মহাশয়। দেশে ফিরে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

'কর প্রেস' স্থাপন এবং 'কার মাইকেল কলেজ' নামে প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়। তিনিই বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই লেখেন। নিজের বাড়িতে প্রেস তৈরি করে, নিজের লেখাকে বই এর রূপ দেন। ফলে বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়।

১৮৯৯ সালে উত্তর কলকাতায় ভয়ঙ্কর প্লেগ মহামারী হয়। তিনি আর্তের চিকিৎসায় সিস্টার নিবে দিতাকে সঙ্গে নিয়ে প্লেগ প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ সকল যেমন 'ধাত্রী সহায়','ভীষক সুহৃদ' 'অ্যানাটমি', 'কর-সংহতি','সংক্ষিপ্ত ভৈষজ তত্ত্ব','সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা', 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', 'গাইনিকল্যাজি' আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ।

কিশোর রাধা গোবিন্দ করের জীবনকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল একটি ঘটনা। সেই ঘটনার পর থেকে তিনি নিজেকে চিকিৎসক হওয়ার বাসনায় তীব্র করেন। ঘটনাটি ১৮৭৯ সালের। তখনও পুলিশ কিন্তু শব্দ বাজি পোড়ানোর দায়ে ছেলেদের গ্রেফতার করতো। বাজি পোড়াানো কালে কারোর বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিলে পুলিশ এসে যারা বাজি পোড়াচ্ছে তাদেরকে প্রথমে ভালোভাবে আগে বারণ করে যেত। তারপরে বারণ না শুনলে পুলিশ এসে গ্রেফতার করতে শুরু করতো। সেই রকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলেন বিখ্যাত চিকিৎসক রাধা গোবিন্দ কর। কালী পুজোর দিন। পাঁচিলে তুবড়ি রেখে বাজি পোড়া নো শুরু হয়। বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করে বাড়ির ছেলেরা আর কিছু প্রতিবেশীরা মিলে তুবড়ি পোড়াতে শুরু করে। পুলিশের এল বাজি পোড়ানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হল। তার ফলে পুলিশ একটি জ্বলন্ত তুবড়ি ফেলে দিয়েছিল লাঠি দিয়ে। আর তাতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। রাধা গোবিন্দ তখন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি তখন বাড়ি ফিরছিলেন। এদিকে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। গ্রেফতার করা হল রাধাগোবিন্দ করকে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আসল দোষীরা পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। পুলিশ তখন এত ক্ষিপ্ত ছিল যে রাধগোবিন্দের কোনও কথায় কান দিতে রাজি ছিল না। তাঁকে আদালতে তোলা হলে ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ দিনের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দিলেন। তার ফলে রাধাগোবিন্দকে জেল খাটতে হয়। রাধাগোবিন্দ কর প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস করের প্রথম পুত্র। তাঁর জীবনটা শুরু হল পুলিশের হাতে সাজা পেয়ে। তাঁর জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৫২ কিংবা ৫৩ সালে সাঁতরাগাছিতে। প্রপিতামহ রামমোহন নীলকুঠির মালিক। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কর ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। আর তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস কর। পিতার লেখা বিখ্যাত বই-এর নাম 'ভৈষজ রত্নাবলী'। এই বই পড়ে বহু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতো। এমন ধনী এবং প্রথিতযশা পরিবারের প্রথম পুত্র রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু ডাক্তারি পড়াতে তাঁর মন ছিল না। মেজভাই নাটক করে বেড়াতেন। সেই নাটক দলে তিনি যোগ দিলেন। নাট্যকার দীনবনন্ধু মিত্রের রচিত 'লীলাবতী' নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন। এর ফলে তাঁর ডাক্তারি পড়াতে বিঘ্ন হতে থাকে। এক বছরেই অনিয়মিত ক্লাস করার পর তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে আবার চিকিৎসা জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দুটি ঘটনা রাধা গোবিন্দের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। প্রথমত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু। তারপরে বিনা কারণে কারাদণ্ড ভোগ। কারাগার থেকে বের হয়ে এসে তিনি জনসেবার আত্মনিয়োগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৮৮০ -৮১ সলে তিনি আবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তিন বছরের ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন আরও চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা অর্জন করতে। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ডাক্তার আশুতোষ মিত্র। এডিন বরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। বিলেত থেকে তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে বসে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সার্জন এবং ফিজিশিয়ান। বাড়িতেই অপারেশন করতেন। চিকিৎসা জগতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল। কেউ বিষ পান করলে তাঁর ডাক পড়তো। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারি দেখা দিল। আতঙ্কে মানুষ তখন কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের মাথায় হাত। ডাক্তার করের পরামর্শে ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন নির্দেশ জারি করলেন ঘরের পাশে ছোট নিভৃতবাস করে সেখানে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাধাগোবিন্দ। হাসপাতালে রোগীদের স্থান দিতে পারছে না। যার ফলে নিভৃত বাস তৈরি করে রাধগোবিন্দ চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। নিজের পসার বন্ধ করে দিয়ে প্লেগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিলেন চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। এদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। তার কোম্পানির কোনও ওষুধ বাজারে কেউ কিনতে রাজি হচ্ছে না। তার ফলে বেঙ্গল কেমিকালের দেশিয় ওষুধ বিক্রি হচ্ছে না। সবাই দেশি ওষুধের চেয়ে বিদেশি ওষুধের ওপরে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে বাজারে আর বেঙ্গল কেমিক্যালের স্বদেশি ওষুধ পড়ে থাকছে। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি সেই সময়ে উঠে যাওয়ার উপক্রম। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেঙ্গল কেমিক্যালকে রক্ষা করা হল। যারা সেই সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাধাগোবিন্দ কর, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী, ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু সহ আরও অনেকে। তাঁদের প্রেসক্রিপশনে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ বিক্রি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। একটি স্বদেশি কোম্পানিকে এইভাবে টিকিয়ে রাখা ব্যবস্থা করেছিলেন ইঁনারা। ১৮৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সভা হয়েছিল বৈঠকখানা বাজারের একটি ঘরে। রাধাগোবিন্দ সেই সভা ডেকেছিলেন। সভায় সভাপতি ছিলেন ডাক্তার এম এম বন্দ্যো পাধ্যায়। সেই সময়ে নয় জন খ্যাতনামা চিকিৎসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে জাতীয় স্বার্থে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। ১৮৮৬ সালে শুরু হল আয়ুর্বেদ স্কুল এবং ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। প্রথম বৈঠক হয়েছিল বৈঠকখানায়। তারপরে দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছিল বহুবাজারে। একটি স্কুল পরিচালনা সমিতি তৈরি করা হল। পরের বছর অ্যালোপাথি চিকিৎসা বিভাগ আলাদা করে খোলা হয়। পরিচালন সমিতির সম্পাদক হন রাধাগোবিন্দ কর। বাংল ভাষায় ডাক্তারি পড়ানো হতো। ১৮৮৯-৯০ সাল থেকে ক্লিনিক্যাল ক্লাস নেওয়া হতো মেয়ো হাসপাতালে এবং চাঁদনি হাস পাতালে। আউটডোরে প্রচুর রোগী আসতে শুরু করলো। রোগীদের ভরসা দিতে শুরু করলেন চিকিৎস কেরা। শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করে দিলেন। সেই বছর ছাত্র সংখ্যা এসে দাঁড়াল প্রায় ২৫০ জন। অনেক গরীব ছাত্ররা বিনা বেতনে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ার সুযোগ পেতে থাকে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আপার সার্কুলার রোডে একটি ১৪ বেডের একটি ছোট হাসপাতাল চালু করা হল। সেই হাসপাতাল পরে ১৯৮৯ সলে ১২ বিঘা জমি ক্রয় করে বেলগাছিয়াতে উঠে যায়।

১৯১৬ সালে ৫ জুলাই লর্ড কারমাইকেল বেলগাছিয়া হাসপাতলের উদ্বোধন করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল বেলগাছিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৮ সালে ২ মার্চ মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি অব বেঙ্গল কলেজের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ হয় 'আরজি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল'। সেক্রেটারির পদ সামলেছেন রাধাগোবিন্দ কর।

পরিচালক সত্যজিতের প্রিয় অভিনেতা উৎপল দত্ত

শঙ্করলাল কর্মকার

উৎপল দত্ত মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনো আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।'

উৎপল দত্তের বর্ণময় প্রতিভা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, আচার্য - এই চতুর্মুখ সৃজনে উৎপল বারবার সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেছেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বিচার করলে উৎপলের নাট্যসৃষ্টির ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। উৎপল দত্ত রচিত মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক, অনুবাদনাট্য, যাত্রাপালা ও পথনাটক বহু মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। একাধারে তিনি কবি ও ছোটগল্প লেখক।

পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ, বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তনখোলায়। যদিও তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কুমিল্লা জেলায়। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর জন্মস্থান শিলংয়ে তাঁর মামার বাড়িতে বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। উৎপলের বাবা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মা শৈলবালা রায়ের (দত্ত) পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পারিবারিক ডাকনাম ছিল শঙ্কর। বাবা গিরিজা রঞ্জন ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। তিনি পরবর্তী কালে জেলার হিসেবে ইংরেজ কারাগারের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক (কমান্ড্যান্ট) নিযুক্ত হন। উৎপলের স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল শিলং শহরের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে। পরে গিরিজাশঙ্কর বদলি হয়ে আসেন বহরমপুর শহরে। এখানেই উৎপলের ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছিল। ছোট ভাই নীলিন ও তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

মেজদা মিহিররঞ্জন কিশোর উৎপলকে শেক্সপিয়রের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতেন। বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চল ছিল। উৎপল সে সব নাটক মন দিয়ে শুনতেন। তাই তিনি মাত্র ছ'বছর বয়সেই শেক্সপিয়রের নাটকের সংলাপ মুখস্থ বলতে পারতেন। পরে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসেন। তিনি চেয়েছিলেন কনসার্ট পিয়ানিস্ট হতে। ১৯৩৯ সালে গিরিজাশঙ্কর কলকাতায় বদলি হলে দত্ত পরিবার দক্ষিণ কলকাতার রয় স্ট্রিটে থাকতে শুরু করেন। কলকাতায় আসার পরেই উৎপল বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন।

কিংবদন্তি অভিনেতা শ্রী রবি ঘোষের মতে, 'উৎপল দত্তর জীবন জুড়ে আছে আরও এক বিশেষ অধ্যায়, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা পালা। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৮ অবধি সফল পালাকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত ছিলেন চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার একচ্ছত্র অধিপতি। ''নাটক ও যাত্রা আমাকে সৃষ্টির আনন্দ দিলেও চলচ্চিত্র দিয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ, মানে টাকা। হিন্দি চলচ্চিত্র আমাকে সর্বভারতীয় অভিনেতা হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। মধু বসুর 'মাইকেল' ছবিতে মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্তর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা।'

তিনি একজন বড় কৌতুকাভিনেতা, তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে কিছু ছবিতে। আবার মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, গৌতম ঘোষের ছবিতে তাঁর অভিনয় একেবারে অন্য গোত্রের। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' তাঁকে চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। 'পথের পাঁচালি' বা 'জন অরণ্য' দেখে সত্যজিৎকে লেখা তাঁর আবেগরুদ্ধ চিঠি রয়েছে। সত্যজিৎকে তিনি ডাকতেন 'স্যর' বলে। সত্যজিৎও মুগ্ধ ছিলেন উৎপলের প্রতিভায়। বলেছিলেন, 'উৎপল যদি রাজি না হত, তবে হয়তো আমি 'আগন্তুক' বানাতামই না।'

বাংলা নাটকে যেমন মাইকেলকে নতুন ভাবে এনেছিলেন গিরীশ ঘোষ, তেমনই বার্টোল্ড ব্রেখটকে যুক্ত করেছিলেন উৎপল দত্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'সিনেমা নয়, তাঁর আসল জাত চিনিয়েছে নাটক।' উৎপল দত্তের সঙ্গে নাটকে কাজ করতে চেয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সৌমিত্র। আন্তন শেফারের 'স্লিউথ' নাটকটি তাঁকে অনুবাদ করতে দেন উৎপল। কথা ছিল, ওই নাটকে দু'জনে অভিনয় করবেন। কিন্তু তা আর হয়নি। উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে নাটক, চলচ্চিত্র ও যাত্রার অনেক অভিনেতা ও পরিচালকের মনে। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হত, 'মহলার সময় বাবা যেন এক যুদ্ধের সেনানায়ক। তরুণ মজুমদার এক বার তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়ে ছিলেন, ওঁর 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবির রায় সাহেবের চরিত্রটা এত পছন্দ হয়েছিল যে, এগ্রিমেন্ট পেপারে সই করে পারিশ্রমিকের জায়গাটা ফাঁকা রেখে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।'

'হিন্দু মহাসভা'র স্বাধীনতা সংগ্রামীরা

অনিকেত নস্কর

রামদাস রামপুরে, বালা সাহেব দেশপান্ডে, উমাকান্ত কাদিয়া, দেবীপদ চৌধুরী, হেমু কালানি, জগৎপতি কুমার, দাদা নায়ক, বালাজি রায়পুরকর এবং বালাজি

হুদ্দার। এই তালিকা মাথায় রাখবেন। কংগ্রেসী ফান্ডের জোরে লেখা লেফটিশ্লামিক লবির ইতিহাস আপনাকে, আমাকে ছোটবেলা থেকে পড়িয়েছে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরএসএসের, তাদের স্বয়ংসেবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন ভূমিকা নেই। ওপরের নামগুলো সেই সব স্বয়ংসেবকদের যাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, যাঁদের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ইত্যাদি। আজ বরং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথা লিখি। সবার কথা লেখা অসম্ভব প্রায়। কয়েকজন সম্পর্কে সামান্য কিছু রেকর্ড থাক। রাসবিহারী বসু, ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, গণেশ দামোদর (বাবারাও) সাভারকর, আশুতোষ লাহিড়ী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবা মদন সিং গাগা, মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, বি. এস. মুঞ্জে, এন. সি. কেলকর, ভি. জি. দেশপাণ্ডে, এন. বি. খারে, পুলিন বিহারী দাস প্রমুখ।

ইতিহাস এমনভাবে পড়ানো হয়েছে যেন শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে বছরের পর বছর এমন একটি ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে হিন্দু মহাসভা নাকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাইরে ছিল। অথচ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত এমন বহু মানুষ ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছেন, কারাবরণ করেছেন, আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দি থেকেছেন, মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন এবং ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এই অধ্যায়টিই আজ সামনে আনতে চাই। ভাই পরমানন্দ মৃত্যুদণ্ড থেকে আন্দামান। ভাই পরমানন্দ ছিলেন গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম এবং পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার গুরুত্বপূর্ণ নেতা। ১৯১৩ সালে ভারতে ফিরে তিনি ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে যুক্ত হন এবং গ্রেপ্তার হন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৫ সালে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে আজীবন দ্বীপান্তর করেন। তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে। সেখানে রাজনৈতিক বন্দিদের উপর কঠোর শ্রম ও অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে তিনি দুই মাস অনশন করেন। ১৯২০ সালে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে তিনি মুক্তি পান। এরপর তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং ১৯৩৩ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। এগুলি কোনও রাজনৈতিক প্রচারপত্রের দাবি নয়;ভারত সরকারের Azadi Ka Amrit Mahotsav-এর সরকারি নথিতেই তাঁর গদর-যোগ, গ্রেপ্তার, মৃত্যুদণ্ড, আন্দামান কারাবাস, অনশন এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতিত্বের উল্লেখ রয়েছে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর; বিপ্লবী থেকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর; ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা, অভিনব ভারত, লন্ডনের India House, ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করে গ্রন্থ রচনা; সব মিলিয়ে তাঁর বিপ্লবী জীবন দীর্ঘ। ১৯১০ সালে গ্রেপ্তার হন। মার্সেই বন্দরে জাহাজ থেকে ভরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ও পালানোর চেষ্টা করেন যাতে তিনি তাঁর লড়াই জারি রাখতে পারেন। পরে ভারতে এনে বিচার করা হয় এবং তাঁকে দুটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অর্থাৎ মোট ৫০ বছরের সাজা দেওয়া হয়। ভারতের ইতিহাসে আর একজন ব্যক্তি ও নেই যাকে দুটি তার মেয়ে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে। আগা খান প্যালেসে রাজকীয় বিলাসিতায় তিনি জীবন কাটাতে পারেননি। অন্যান্যদের মতো। শ্রী সাভারকর সম্পর্কে আমার বেশি কিছু লেখা উচিতই না কারণ এই ব্যাপারে অথরিটি ভাই। বাবারা সাভারকর ; আজীবন দ্বীপান্তর সাভারকরের বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর, অর্থাৎ বাবারাও সাভারকর, ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন অভিনব ভারত-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আজীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সাভারকর পরিবারের একজন নয়; দুই ভাই ব্রিটিশ কারাগারে এবং আন্দামানে ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। হিন্দু মহাসভার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবরণেও বাবারাও সাভারকরকে ব্রিটিশদের দ্বারা prosecuted Andaman-এ পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে রাখা হয়েছে। আশুতোষ লাহিড়ী ঃ বিপ্লবী থেকে হিন্দু মহাসভার নেতা বাংলার এই নামটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আশুতোষ লাহিড়ী প্রথম জীবনে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথা বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন। ১৯১৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দশ বছরের কারাদণ্ডে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানে কঠোর শ্রম ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়। আন্দামানে তাঁর পরিচয় হয় সাভারকর ও ভাই পরমানন্দের সঙ্গে। পরে তিনি হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং Bengal Provincial Hindu Sabha-র গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও Secretary হন। পরবর্তীকালে তিনি All India Hindu Mahasabha -র গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদে ছিলেন। এমনকি ১৯৪৯-এর হিন্দু মহাসভা অধিবেশনের প্রকাশিত নথিতেও তাঁর নাম publisher হিসেবে রয়েছে।

কলকাতার লোকেদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বে 'টালার ট্যাঙ্ক'

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র 'টালা ট্যাঙ্ক' শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ওভার হেড রিজার্ভার। ১৯১১ সালে উদ্বোধনের পর থেকে আজও এটি

লক্ষ লক্ষ মানুষের পানীয় জল সরবরাহ করে চলেছে। 'টাইটানিক'-এ ব্যবহৃত স্টিলের মতো উচ্চমানের ধাতু দিয়ে তৈরি এই ট্যাঙ্ক প্রকৌশল, স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের এক অসামান্য নিদর্শন। টালা ট্যাঙ্কের ইতিহাস ঃ ১৮শ শতকে কলকাতা দ্রুত শহরে পরিণত হওয়ায় নিরাপদ পানীয় জলের চাহিদা বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ডেভেরাল ১৯০১ সালে একটি আধুনিক রিজার্ভার নির্মাণের প্রস্তাব দিলে তা অনুমোদিত হয় ১৯০২ সালে। পরবর্তীতে W.B. MacCabe নকশায় পরিবর্তন করেন। টালা অঞ্চলের বিশাল পুকুর ভরাট করে প্রস্তুত করা হয় নির্মাণক্ষেত্র। ১৯০৯ সালে গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড বেকার শিলান্যাস করেন এবং ১৯১১ সালে জল সরবরাহ শুরু হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অধিগৃহীত ৩৮ গ্রামের উন্নয়নে জল ছিল প্রধান সমস্যা। প্রথমে হেদুয়া, ভবানীপুর ও ওয়েলিংটনে পুকুর খনন করে জল সরবরাহ চলত।. শহর বাড়ার সঙ্গে বড় রিজার্ভার নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে ওঠে। নির্মাণ ব্যয় ছিল প্রায় ৬৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। টালা ট্যাঙ্কের নির্মাণ ও প্রকৌশল বৈশিষ্ট্য ঃ বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর রিজার্ভারগুলোর একটি টালা ট্যাঙ্ক। স্ক্রুহীন কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো এমন বিশাল স্টিল-তৈরি কাঠামো পৃথিবীতে বিরল। মাপ ও গঠন ঃ ৩২১ ফুট শ্র ৩২১ ফুট বর্গাকৃতি; একটি ফুটবল মাঠও ঢুকে যাবে ভেতরে। আয়তন ১,০৩,০৪১ স্কোয়ারফুট। উচ্চতা ১৮ ফুট, জল থাকে ১৬ ফুট পর্যন্ত। নির্মাণ উপকরণ ঃ স্টিল এনেছিল Clayton & Co.;টাইটানিক-এ ব্যবহৃত একই ধরনের স্টিল। ছাদ ছিল প্রথমে চুনসুরকির, পরে ১৪ ইঞ্চি কংক্রিট। কাঠের পাটাতনে স্ক্রুহীন দাঁড় করানো;অত্যন্ত বিরল প্রযুক্তি। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ঃ ফাউন্ডেশন ঃ T.C. Mukherjee & Co. জলধারণ ক্ষমতা ঃ মোট ধারণ ক্ষমতা ৯০ লক্ষ গ্যালন। চারটি আলাদা কম্পার্টমেন্ট; পরিষ্কারের সময়ও জল সরবরাহ বন্ধ হয় না। দমদম থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত জল পৌঁছে যায় আন্ডার গ্রাউন্ড পাইপলাইনে। যুদ্ধ, বোমাবর্ষণ, ভূমিকম্প এটির ক্ষতি করতে পারেনি। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মুর্শিদাবাদে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ আগামী ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৮০-তম বিশ্বের দীর্ঘতম জাতীয় খোলা জল সন্তরণ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর আহিরণ ঘাট থেকে এবং শেষ হবে বহরমপুরে কে এন কলেজ ঘাটে। ওই একই দিনে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হবে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে এবং বহরমপুরে কে এন কলেজ ঘাটে এসে সেই প্রতিযোগিতা শেষ হবে। বিশ্বের দীর্ঘতম এই সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার বিভাগে এখনও পর্যন্ত ২৯ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ ছাড়াও ৮১ কিলোমিটার বিভাগে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরালা থেকে একাধিক পুরুষ এবং মহিলা প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। ভারত- বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির কারণে ২০২৪ সালে এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের কোনও প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পাননি। তবে গত বছর থেকে ফের একবার বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা ৮১ কিলোমিটার এবং ১৯ কিলোমিটার বিভাগে অংশগ্রহণ করছেন। গত বছর ৮১ কিলোমিটার এবং পুরুষ ও মহিলাদের ১৯ কিলোমিটার-তিনটি বিভাগেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা। প্রতিযোগিতার আয়োজনকারীদের তরফ থেকে জানা গেছে, এবছর এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের চারজন পুরুষ সাঁতারুর ভিসা নিশ্চিত হয়েছে। ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতার আহিরণ 'স্টার্টিং কমিটি'র আহ্বায়ক সুভাষ লালা বলেন, ৮১ কিলোমিটার বিভাগে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের চারজন মহিলা প্রতিযোগিনী সহ মোট ২৯ জন প্রতিযোগীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তবে ভিসা সমস্যায় জন্য আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের একজন করে প্রতিযোগী এবং বাংলাদেশের আরও ৯ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছি। প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়বে। প্রতিযোগিতার আয়োজকদের তরফ থেকে আরও জানা গেছে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে শুরু থেকে বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাট পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার বিভাগে পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৫৬ জন প্রতিযোগীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তবে ভিসা সমস্যার জন্য এই বিভাগে আরও কয়েকজন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ এখনও অনিশ্চিত রয়েছে। ভিসা সমস্যা মিটে গেলে ১৯ কিলোমিটার বিভাগে আরও বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে জানা গেছে। প্রতিযোগিতার আয়োজকরা জানান, বিশ্বের দীর্ঘতম এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই। রাজ্যে যে দলই শাসন ক্ষমতায় থাকুক তাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। তাঁরা বলেন, ২০১৮ -২০২০ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের জামানায় রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর থেকে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোভিডের পরবর্তী বছরগুলো থেকে এই আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, যা এখনো চালু হয়নি। সুভাষ লালা জানান, এবছরও আমরা রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছি কিন্তু এখনও এই বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কিছুই জানানো হয়নি। তিনি বলেন, বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা এবং ১৯ কিলোমিটার বিভাগে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক দু'টি সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক খরচ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা এবং জেলার বড় বিড়ি ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে আর্থিক অনুদান নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এবং বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতার আয়োজনকারীদের আক্ষেপ, সন্তরণ সংস্থার আর্থিক হাল ভালো না হওয়ার কারণে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বড় আর্থিক মূল্যের পুরস্কার দেওয়া এখনও সম্ভব হয় না।

খড়্গপুরে মাফিয়া ও দুষ্কৃতীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২৩ আগস্ট ঃ খড়্গপুরে মাফিয়া ও দুষ্কৃতীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রবিবার খড়্গপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে গিয়ে তিনি বলেন, খড়্গপুরে কোনও মাফিয়া বা দুষ্কৃতীকে থাকতে দেওয়া হবে না। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে অনেকেই জেলে গিয়েছেন এবং অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। দিলীপ ঘোষ বলেন, পুলিশ স্পষ্ট করে দিয়েছে, মাফিয়া বা দুষ্কৃতীরা খড়্গপুরে ঢুকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'ডাল-ভাত খাওয়ার আগে গুলির মুখে পড়তে হতে পারে।' মাফিয়া ও দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। তিনি বলেন, এমন একটি ব্যবস্থা তাঁরা শেষ করতে চান, যেখানে দুষ্কৃতী, মাফিয়া ও নেতারা পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে কাজ করত। দিলীপ ঘোষ জানান, খড়্গপুরে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০ জনকে পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে এবং তারা জেলে রয়েছে। তাদের কয়েক জন জামিনে মুক্তি পেতে পারেন। তবে বাইরে এসে ফের একই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়ালে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর দাবি, কাউকেই রেয়াত করা হবে না। প্রয়োজনে পালানোর চেষ্টা করা অপরাধীদের বিরুদ্ধে এনকাউন্টারের মতো কঠোর পদক্ষেপের কথাও বলেন দিলীপ ঘোষ। বারুইপুরের ঘটনার উদাহরণ টেনে তাঁর বক্তব্য, অপরাধীদের মধ্যে আইনের ভয় থাকা প্রয়োজন। দিলীপ ঘোষ বলেন, খড়্গপুরের মানুষ শান্তিতে থাকতে চান। সেই কারণেই তাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। তাঁর দাবি, মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাঁদের অগ্রাধিকার, যাতে ভয়ভীতি ছাড়াই মানুষ কাজ ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

Walk-in Interview

EIACP PC-RP on Biodiversity (Flora), Botanical Survey of India, Howrah, invites applications from Indian Citizens for 390 Hours training on Green Skill Development Programme (GSDP) of MoEF&CC, Government of India on 'Water Hyacinth (Value Added Products) Entrepreneur'. Minimum literacy with 10th Grade Pass with 2-3-year relevant experience in handicraft industries or 12th grade pass or equivalent. Only SC category will apply. No TA/DA will be given for attending the interview. Interview will be conducted at HQ of BIRD Foundation, Vill Bhagabatipur, P.O Ahmadpur, P.S - Sainthia, Dist. Birbhum, West Bengal Pin-731201, India on 25.08.2026 at 11.00 AM. The commencement of the course will be from last week of August 2026. The programme aims to develop skilled professionals in the environmental sector by providing industry-relevant knowledge and practical skills, enhancing employability and supporting sustainable development. Acquire an advanced knowledge of Water hyacinth-based handicraft products and handmade papermaking production using water hyacinth. They would be able to understand the collection, processing techniques and conversion of water hyacinth into final products.
In case of any query kindly contact, Mobile No.: 7001014875; Email ID: bird.career@gmail.com

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

ATHA GROUP

CIN: L24110WB2007PLC120212

ঠিকানাঃ অবনী সিগনেচার, ষষ্ঠ তল, ৯১এ / ১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ ফোনঃ +৯১ ৩৩ ৪০১১ ৮৪০০
ইমেলঃ pccl@athagroup.in ওয়েবসাইটঃ www.pccl.in

ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি

১. পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ('এমসিএ')-এর ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩ /২০২৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি')-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 (তৎসহ এই উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এই সভাটি আয়োজিত হবে। এই সভার উদ্দেশ্য হলো ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে ('বিজ্ঞপ্তি') উল্লিখিত কার্যসূচি বা বিষয়াবলি সম্পাদন করা।
২. ভিসি / ওএভিএম -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বিকেল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমেই এই সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তির ২৩ নম্বর নোটে দেওয়া হয়েছে।
৩. উপরোক্ত নির্দেশিকা মেনে, কোম্পানি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ পাঠাবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট -এর কাছে নিবন্ধিত আছে। বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬-এর অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.pccl.in), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, সুনির্দিষ্ট অনুরোধ সাপেক্ষে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬-এর মুদ্রিত কপিও পাঠাবে।
৪. কোম্পানিটি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড'-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ই-ভোটিং -এর সুবিধা প্রদান করা হবে এবং ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভিসি / ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণ ও সভার চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সদস্যরা এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির ২৩ নম্বর নোটে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যেসব সদস্যের এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন হবে, তারা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা ০২২৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা NSDL-এর ডিভিপি মিসেস পল্লবী মহাত্রে-র সাথে নির্ধারিত ইমেইল আইডি evoting@nsdl.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৫. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন ও হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
যাদের শেয়ার 'ডিমেট' বা ইলেকট্রনিক আকারে রয়েছে, সেইসব সদস্যকে তাঁদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট' -এর কাছে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যাদের শেয়ার 'ফিজিক্যাল' বা কাগজের সনদ আকারে রয়েছে, সেইসব সদস্যকে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেন্ট-'বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' -এর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ চিঠি পাঠিয়ে অথবা info@bigshareonline.com ঠিকানায় ই-মেইল পাঠিয়ে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চিঠির ঠিকানাঃ অফিস নং এস৬-২, ৬ষ্ঠ তলা, পিনাকল বিজনেস পার্ক (আহুরা সেন্টারের পাশে), মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০ ০৯৩, মহারাষ্ট্র।
৬. সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়েন বিশেষ করে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৪.০৮.২০২৬

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মনীষা সোমানি

আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবেঃ ট্রেন বাতিলঃ(১) ৬৮০৪৬/ ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু ২৪.০৮.২০২৬ এবং ২৬.০৮.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত। (২) ৬৮০৯০/ ৬৮০৮৯ আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু ২৫.০৮.২০২৬, ২৮.০৮.২০২৬ এবং ৩০.০৮.২০২৬ তারিখে। (৩) ৬৮০৭৭ / ৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু ৩০.০৮.২০২৬ তারিখে।(৪) ৬৩৫৯৪ / ৬৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু ২৪.০৮.২০২৬, ২৭.০৮.২০২৬ এবং ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উৎপত্তি (১) ১৮১১৬ / ১৮১১৫ চক্রধরপুর-এনএসসিবি গোমোহ-চক্রধরপুর মেমু যাত্রা ২৫.০৮.২০২৬, ২৮.০৮.২০২৬ এবং ৩০.০৮.২০২৬ তারিখে শুরু হওয়ামহুদা থেকে সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।(২) ৬৮০৫৬ টাটানগর-আসানসোল মেমু যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৮.০৮.২০২৬ এবং ৩০.০৮.২০২৬ আদ্রায় সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। (৩) ২৮.০৮.২০২৬ এবং ৩০.০৮.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী ৬৮০৬০ আসানসোল- বারভূম মেমু ট্রেনটি আদ্রা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে (শর্ট অরিজিনেটেড)।(৪) ২৬.০৮.২০২৬, ২৮.০৮.২০২৬ এবং ২৯.০৮.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী ১৮০৩৫/ ১৮০৩৬ খঝপুর-হাটিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটির যাত্রা আদ্রা স্টেশনেই সমাপ্ত হবে অথবা আদ্রা থেকেই যাত্রা শুরু করবে (শর্ট টার্মিনেটেডশর্ট অরিজিনেটেড)।(৫) ২৫.০৮.২০২৬, ২৬.০৮.২০২৬ এবং ২৯.০৮.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী ৬৩৫৯৪ / ৬৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু ট্রেনটির যাত্রা আদ্রা স্টেশনেই সমাপ্ত হবে অথবা আদ্রা থেকেই যাত্রা শুরু করবে (শর্ট টার্মিনেটেডশর্ট অরিজিনেটেড)।

দু'বছর আগেও আশ্বাস, আজও বন্ধ মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ আগস্ট ঃ একসময় বর্ধমানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আগ্রহে শুধু বর্ধমান নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও ছাত্রছাত্রী ও

অভিভাবকরা এখানে আসতেন। অথচ আজ সেই তারামণ্ডলই কার্যত বন্ধ। আরও বিস্ময়ের বিষয়, দু'বছর আগেই সমস্যার কথা সামনে এসেছিল, শিক্ষাদপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা পরিদর্শন করেছিলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু দু'বছর পরেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯৪ সালে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করার উদ্দেশ্যে মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল চালু করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও এর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে মহাকাশ নিয়ে আগ্রহী পড়ুয়াদের কাছে তারামণ্ডল ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম জায়গা। কিন্তু কয়েক বছর আগে জাপানে তৈরি তারামণ্ডলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থ্রি-ডি মেশিনটি বিকল হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় প্রদর্শনী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পড়ুয়ারা এসে মেশিন খারাপ থাকার কারণে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে থাকেন। সেই সময়ই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়। দু'বছর আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শিক্ষাদপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিনোদ কুমার-সহ অন্যান্য আধিকারিক তারামণ্ডল পরিদর্শন করেছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার-সহ আধিকারিকরা। থ্রি-ডি মেশিন থাকা ঘরের দরজা খুলে ভিতরের পরিস্থিতি দেখে আধিকারিকদের অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মেশিনটি কীভাবে ফের সচল করা যায়, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়। জানা গিয়েছিল, মেশিনটি সচল করতে প্রায় এক কোটি টাকা প্রয়োজন। অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই আশ্বাসের পর কেটে গিয়েছে আরও দু'বছর। এখনও বন্ধ মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দু'বছর আগে যে সমস্যা চিহ্নিত হয়েছিল, তার সমাধান এখনও হল না কেন? অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি কোথায় আটকে রয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বা গত দু'বছরে কী উদ্যোগ নিয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের দাবি, এক বা দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে অসম্ভব কোনও বিষয় নয়। কর্তৃপক্ষ যদি শুরু থেকেই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিত, তাহলে এতদিনে তারামণ্ডল চালু হয়ে যাওয়ার কথা। তাঁদের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও শিক্ষাকেন্দ্র বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও সেটি নিয়ে যে তৎপরতা দেখা যাওয়ার কথা, তা দেখা যাচ্ছে না। একসময় যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় লেগে থাকত, সেখানে এখন কার্যত অচলাবস্থা। দূরদূরান্ত থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আশায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এলেও বন্ধ তারামণ্ডলের সামনে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠানটি পড়ুয়াদের কৌতূহল মেটানোর কথা, সেটিই এখন নিজেই প্রশ্নের মুখে। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু কলেজ ও বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক পরিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা নিয়ে কেন কর্তৃপক্ষের তৎপরতা নেই, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি যে প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারে, সেটিকে সচল রাখাও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের মধ্যেই পরে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দু'বছর আগে শিক্ষাদপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা এসে পরিস্থিতি দেখে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপরও যদি তারামণ্ডল বন্ধ থাকে, তাহলে সেই আশ্বাসের বাস্তব ফল কোথায়? শুধু পরিদর্শন, আলোচনা আর আশ্বাসে যদি কাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে তারামণ্ডল কবে খুলবে-সেই উত্তরই এখন চাইছেন বর্ধমানের মানুষ এবং পড়ুয়ারা। মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল কোনও সাধারণ পরিকাঠামো নয়। এটি বর্ধমানের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি ঐতিহ্য এবং দক্ষিণবঙ্গের পড়ুয়াদের কাছে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই বছরের পর বছর সেটিকে অচল অবস্থায় ফেলে রাখা শুধু একটি মেশিন বিকল থাকার সমস্যা নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক পরিকাঠামোর প্রতি অবহেলার অভিযোগকেও সামনে নিয়ে আসছে। এখন নতুন আশ্বাস নয়, দ্রুত সংস্কার করে তারামণ্ডল ফের চালু করার কার্যকর উদ্যোগই দেখতে চাইছেন পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah-711103, **NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-196 of 2026-2027.**
Memo. 2610 Dt. 23.08.2026
Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 24/08/2026.
Last Date of Submission: **23.08.2026.**
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website: **www.pwdwb.in.**

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

জানভী গুপ্তা পিতা - রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা সাং- Q4/ 15 সিভিল টাউনসিপ রাউলকেলা, সুন্দরগড় বিগত ইং ১২.০৯.২০২৫ তারিখে A.R.A-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১০৯৫৯ নং সাধারন আমমোক্তার নামা দলিল মুলে অশেষ স্যানাল পিতা-দেবেশ স্যানাল সাং ৪১ /১ ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন সাঁতরাগাছি, হাওড়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
যাহার তপশীল জেলা -বীরভূম থানা -বোলপুর মৌজা-সুরুল JL-১০৪ LR খতিয়ান নং-১৩৮৯৯, ১৩৮৬৮, ১৩৮৬০ LR দাগ নং- ৩২৪, ৩০৩,২৯৯ পরিমান - ০.৮৬, ০.৫২, ০.৩৪ একর।
যাহা তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হবার পর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোবলা দলিল মুলে বিক্রয় করেছেন।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, আমমোক্তার নামা দলিল সম্পর্কে কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

ইতি
ASHOKE MUKHRJEE
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

১) উজ্জ্বল ভৌমিক পিতা-সন্তপ প্রসন্ন চন্দ্র ভৌমিক ২) ইন্দ্রানী সমাদ্দার স্বামী-সুরেশ চন্দ্র সমাদ্দার ৩) মিত্রানী আগরওয়াল স্বামী -রঞ্জন আগরওয়াল ৪) সীমা মান্না স্বামী-অজয় মান্না বিগত ইং ০৭.০৫.২০১৮ তারিখে A.D.S.R SREERAMPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির -94 নং সাধারন আমমোক্তার নামা দলিল মুলে উদয় ভৌমিক পিতা-চিত্তরঞ্জন ঘোষ সাকিম - ২৫ আশুতোষ চ্যাটার্জী লেন পোঃ- মাহেশ জেলা -হুগলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
যাহার তপশীল জেলা -বীরভূম থানা - বোলপুর মৌজা-অদিত্যপুর JL-৭১ - LR খতিয়ান নং- ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৭৯৮ LR দাগ নং-১৫৮, ৪১৯, ৯৯৫, ১১৬৫, ১৩০৮,২০৩২ যাহা তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হবার পর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোবলা দলিল মুলে বিক্রয় করেছেন ও ২১.০৫.২০১৮ তারিখে A.D.S.R BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির 5363 নং কোবলা দলিল মুলে বিক্রয় করেছেন।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, আমমোক্তার নামা দলিল সম্পর্কে কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

ইতি
ASHOKE MUKHRJEE
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

১) শান্তি কুম্ভকার স্বামী -তারাপদ কুম্ভকার ২) মাধবী পাল স্বামী -গনেশ চন্দ্র পাল ৩) মালতী পাল স্বামী -সাধন পাল সাং- বল্লভপুর শ্রীনিকেতন, বীরভূম, বিগত ইং ১৫.০৩.২০২৩ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ২৬৮৫ নং সাধারন আমমোক্তার নামা দলিল মুলে গোপাল পাল ও অশোক পাল পিতা-পূর্নচন্দ্র পাল সাং- বল্লভপুর শ্রীনিকেতন, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
যাহার তপশীল জেলা -বীরভূম থানা- বোলপুর মৌজা-বল্লভপুর JL-৬৩ LR খতিয়ান নং-২৮৪,৩১৯, ১২৭২ LR দাগ নং-১৭৭১,২১৬ / ৯৮৯ পরিমান -০.৩৩ একর।
যাহার মধ্যে তিনি সারবার আক্তার ও মহঃ জাবেদ পিতা-সামী আক্তার কে ৩০.০৩.২০২৩ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-3401 নং কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

ইতি
সারবার আক্তার পিতা-সামী আক্তার
সাং- ফুলডাঙ্গা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

মন্দারমণিতে পর্যটকের মৃত্যু! নিখোঁজেরও দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ২৩ আগস্ট ঃ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে জোয়ারের উত্তাল সমুদ্রে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মন্দারমণিতে সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক পর্যটকের। ঘটনায় নিখোঁজ ছিলেন আরও এক জন। রবিবার সকালে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা

হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মন্দারমণির সমুদ্রসৈকতে জোয়ারের সময় কয়েক জন পর্যটক সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। সেই সময় আচমকাই উত্তাল ঢেউয়ের টানে দু'জন সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত তল্লাশি অভিযান শুরু করেন নুলিয়ারা। স্পিডবোট নিয়ে সমুদ্রে নেমে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে উদ্ধারকাজ। তল্লাশির পর এক পর্যটককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত পর্যটকের নাম সোমনাথ মজুমদার। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার দুলালপুর পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা। অন্যদিকে, ঘটনায় নিখোঁজ ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জামালহাটির বাসিন্দা কমলেশ মণ্ডল। শনিবার রাত পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর রবিবার সকালে সমুদ্রে তল্লাশি চালানোর সময় ভাসমান অবস্থায় কমলেশের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর মন্দারমণি সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে নামার ঝুঁকি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এই ঘটনা ফের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

চ্যাংরাবান্ধায় উদ্ধার বাংলাদেশি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৩ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শনিবার রাতে চ্যাংরাবান্ধার দক্ষিণপাড়া এলাকায় এক বাংলাদেশি মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই মহিলা নিজেকে বাংলাদেশের রংপুর জেলার পীরগাছার বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। জানা গেছে, ওই বাংলাদেশি মহিলা পুলিশকে জানান, প্রায় চার বছর আগে দালালচক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে আসার পর তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং একপর্যায়ে দেহব্যবসায় নামানো হয়। শিলিগুড়ি এবং দিনহাটা-সহ বেশ কিছু এলাকাতেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দিনহাটায় তিনি কিছুদিন একটি হোটেলে কাজ করতেন বলেও জানান। এরপর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছান। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন বন্ধ থাকায় সীমান্ত পার হতে পারেননি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কীভাবে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, কোথায় কোথায় ছিলেন এবং তাঁর অভিযোগগুলির সত্যতা কী- সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চা বাগানে চিতাবাঘের শাবক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের সুবর্ণপুর চা বাগানে চিতাবাঘের একাধিক শাবক দেখা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটে বাগানের ১১ নম্বর সেকশনে। চা বাগানের শ্রমিকেরা পাতা তুলতে গিয়ে ঝোপের মধ্যে শাবকগুলিকে দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। মা চিতাবাঘটি আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে এবং যেকোনও মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে পারে- এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রমিকেরা। সুরক্ষার খাতিরে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ১১ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার কাজ বন্ধ করে দেন। এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছিল। মাত্র কয়েক দিন আগেই বাড়ি ফেরার পথে চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয় এক কিশোর। একটি ছাগলকে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। এর ওপর চা বাগানে চিতা বাঘের শাবক দেখা যাওয়ায় আতঙ্কের মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

পার্কিং জটে কমছে বিধান মার্কেটের ক্রেতা, পুজোর আগে আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ বিধান মার্কেটের দীর্ঘদিনের পার্কিং সমস্যা সমাধানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠে পার্কিং জোন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই বাজার এলাকায় যানজট কমবে বলে আশা করা হলেও, এরই মধ্যে নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

পুজোর মরশুমের আগে পার্কিং ব্যবস্থা বদলের প্রভাব সরাসরি ব্যবসায় পড়তে পারে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের একাংশের। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, মেলা মাঠে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হলেও বিধান মার্কেট থেকে পার্কিং জোনটির দূরত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে গাড়ি পার্ক করে অনেকটা পথ হেঁটে মার্কেটে আসতে চাইছেন না ক্রেতাদের একাংশ। এর জেরে আগের তুলনায় ক্রেতাদের আনাগোনা কমেছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। পুজোর আগে যখন কেনাকাটার ভিড় বাড়ার কথা, তখনই এই পরিস্থিতি তাঁদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, পার্কিং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে ক্রেতাদের সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, পরিবারের সঙ্গে কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা কিংবা বেশি সামগ্রী নিয়ে যাঁরা বাজার করেন, তাঁদের জন্য দূরের পার্কিং সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে দাবি তাঁদের। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য বলেন, পার্কিং সমস্যার দীর্ঘদিনের সমাধানের পথে আমরা এগোতে চাই। তবে ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিষয়টিও মাথায় রাখা হচ্ছে। ক্রেতারা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেই কারণে আরও কিছু বিকল্প পার্কিংয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তিনি আরও জানান, ক্রেতাদের গাড়ি নিয়ে মার্কেটে প্রবেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা নেই। ব্যবসা এবং যানজট-দুই দিকের বিষয় বিবেচনা করেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুজোর সময় ক্রেতাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। একদিকে যানজটমুক্ত ও আরও সুশৃঙ্খল বিধান মার্কেট গড়ে তোলার চেষ্টা, অন্যদিকে পার্কিংয়ের দূরত্বের কারণে ক্রেতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। পুজোর আগে ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ মরশুমে ক্রেতাদের সুবিধা নিশ্চিত করে পার্কিং সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায় কি না, এখন সেদিকেই নজর ব্যবসায়ী মহলের।

**GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PO (VBGRAMG) & BDO, SHYAMPUR-I
SHYAMPUR, HOWRAH, 711314**

e-Tender Ref. No- 11/BDO/SHY-I/VBGRAMG TO 20/BDO/SHY-I/VBGRAMG, Dated- 14.08.2026 Online e-Tender (Item Rate) are invited from bonafide vendors/suppliers/agencies for Construction/Repairing/ Maintenance (CC Roads, Brick Kharanja, Paver Block, Culvert, Concrete Drain etc.) Material related works. The details of Tender and Tender document will be available on website **https:// www.wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission-**24.08.2026 at 5.00 PM.**

**Sd/-
PO (VB-G RAM G) & BDO
SHYAMPUR-I DEV BLOCK**

**GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PO (VBGRAMG) & BDO, SHYAMPUR-I
SHYAMPUR, HOWRAH, 711314**

e-Tender Ref. No- 01/BDO/SHY-I/VBGRAMG To 10/BDO/SHY-I/ VBGRAMG, Dated- 14.08.2026 Online e-Tender (Item Rate) are invited from bonafide vendors/suppliers/agencies for Plantation related works. The details of Tender and Tender document will be available on website **https:// www.wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission-**24.08.2026 at 5.00 PM.**

**Sd/-
PO (VB-G RAM G) & BDO
SHYAMPUR-I DEV BLOCK**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: XV/135/007/2026-2027/R/UTTARAN (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of C.C., I.P.S. & Paver Block Passage at Gulam Abbas Lane, Ramanagar Lane, Lidipara etc. N/H/No. G-206, G-207, H-19, P-245 etc. in Ward No. 135, BR-XV Uttaran area**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,92,706.55**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion: **120 Days**; Date and time of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **25.08.2026 - 12 noon.** Documents download/sell start date and time (online) : **25.08.2026 - 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online) : **08.09.2026 - 4 p.m.** Bid submission start date and time (online) : **25.08.2026 - 4 p.m**. Bid submission closing date and time (online) : **08.09.2026 - 4 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals (online) : **10.09.2026 - 4 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/007/2026-2027/R

Name of the Work: **Repairing of drainage system with allied works at Premises No. Z-3/237/2, Z-3/237/5, Bagdipara Road in Ward No. 140, BR-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,87,883.43**; Earnest Money: **Rs. 3,800.00**; Period of Completion: **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender : **09.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/63/6/26-27/D

Name of the Work: **Repairing of footpath (in different locations) at Shakespeare Sarani (both flank) in Ward No. 63**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,177.23**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **45 Days.**

(2) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/63/7/26-27/D

Name of the Work: **Repairing of footpath (in different locations) at Mirza Ghalib Street (both flank) in Ward No. 63**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,581.81**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **45 Days.**

(3) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/58/6/26-27/R

Name of the Work: **Reconstruction and renovation of existing cooking place for preparation of food for dogs in Dhapa Dog Pound in Ward No. 58**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,14,681.47**; Earnest Money: **Rs. 2,300.00**; Period of Completion: **60 Days.**

(4) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/64/5/26-27/D

Name of the Work: **Maintenance of footpaths, which disturbed by CESC Ltd. and natural wear-tear at 207A/1, 94/2 etc. New Park Street, 25, 28 etc. Circus Avenue and 16, 42C etc. Syed Amir Ali Avenue, 39, 17A etc. Darga Road in Ward No. 64**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,97,450.43**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **45 Days.**

(5) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/58/7/26-27/D

Name of the Work: **Restoration of Passage 15, Paymental Garden Lane, B/25/2/H/6 Pulin Khatic Road, 14B Paymental Garden Lane, 19/H/42 Govinda Khatic Road and its surrounding areas (disturbed by CESC and natural wear and tear) in Ward No. 58**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,565.87**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 Days.**

(6) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/67/9/26-27/D

Name of the Work: **Repairing of passage at 205 P. G. Road, 32, 33, P Naskar Lane and its surrounding in Ward No. 67**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,49,600.18**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **30 Days.**

(7) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/66-67/1/26-27/U

Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Rai Charan Ghosh Lane, Ganash Ghosh Lane, PG Road and its surrounding Uttaran area in Ward No. 66**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,969.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **60 Days.**

(8) N.I.T. No.: KMC/EEC/VII/65/8/26-27/R

Name of the Work: **Repairing of Bituminous Road disturbed by Water Supply Department (KMC) 2F Tiljala Lane, at 36 to 49 Jhawtala Road, 42 Palm Avenue, 24 to 26, Kustia Road, 32, TMB Lane and 37, Bondel Road and its surrounding area in Ward No. 65**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,33,169.25**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2026** up to **10.30 a.m. [For Sl. No. 1 to 8]**; Tender will be opened on : **07.09.2026** at **10.30 a.m. [For Sl. No. 1 to 8]**; The bid forms and other details are available on and from **24.08.2026** at **(5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app [For Sl. No. 1 to 8]**.

390/26-27

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বাঘ আসার আগেই বক্সায় প্রস্তুতি, পড়ুয়াদের শেখানো হবে রয়্যাল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ চেনার পাঠ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বক্সার জঙ্গলে ফিরতে চলেছে রয়্যাল বেঙ্গল। বহু প্রতীক্ষিত সেই প্রত্যাবর্তনের আগে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে বড়সড় সচেতনতা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বনদপ্তর। আগামী ২ অক্টোবর বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ আসার কথা। তার আগেই জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম থেকে স্কুল-সব জায়গায় শুরু হবে সচেতনতার পাঠ। বিশেষ করে পড়ুয়াদের শেখানো হবে কীভাবে বাঘের পায়ের ছাপ চেনা যায়, কোন পরিস্থিতিতে সতর্ক হতে হবে এবং কোনও বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি টের পেলে কীভাবে আতঙ্কিত না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, আগামী ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে এই বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় চলবে প্রচার, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার কাজ। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে ১৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের কর্মীরা বক্সা সংলগ্ন গ্রামগুলিতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন। বাঘের এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে কী ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন, জঙ্গলে যাতায়াতের সময় কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে এবং বাঘের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে কীভাবে সহাবস্থান তৈরি করা সম্ভব-সেই বিষয়ে বিস্তারিত বোঝানো হবে। স্কুলে স্কুলে 'টাইগার কাব ক্লাব' বনদপ্তরের এই উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে স্কুলপড়ুয়ারা। বিভিন্ন স্কুলে গড়ে তোলা হচ্ছে ' কাব ক্লাব'। এই ক্লাবের মাধ্যমে পড়ুয়াদের বাঘ এবং বক্সার অন্যান্য বন্যপ্রাণী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হবে। শুধু বাঘ দেখলে কী করতে হবে, তা নয়-বন্যপ্রাণীর আচরণ, তাদের চলাফেরার চিহ্ন এবং জঙ্গলে তাদের উপস্থিতি বোঝার বিভিন্ন উপায়ও শেখানো হবে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাঘের পায়ের ছাপ চেনানো। জঙ্গলে কোনও অচেনা পায়ের ছাপ দেখলেই অনেক সময় সেটিকে বাঘের বলে ধরে নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক মাধ্যমে বা স্থানীয়ভাবে এমন খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। বনদপ্তর মনে করছে, পড়ুয়ারা যদি বাঘের পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপের সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে পারে, তাহলে ভুল তথ্য ও অহেতুক আতঙ্ক অনেকটাই কমানো সম্ভব।

অন্য রাজ্যের উদাহরণে সহাবস্থানের পাঠ-বাঘের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান যে সম্ভব, তা বোঝাতে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিভিন্ন টাইগার রিজার্ভের উদাহরণও তুলে ধরা হবে। ওই সব এলাকায় বাঘের উপস্থিতির মধ্যেও কীভাবে স্থানীয় মানুষ নিজেদের জীবনযাপন, কৃষিকাজ ও জীবিকা বজায় রাখছেন, সেই অভিজ্ঞতা বক্সার গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরা হবে। বনদপ্তরের লক্ষ্য, বাঘকে শুধুমাত্র আতঙ্কের কারণ হিসেবে না দেখে তাকে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বোঝানো। বাঘ ফিরে এলে তার চলাফেরার এলাকা, মানুষের গতিবিধি এবং জঙ্গলের ব্যবহারের মধ্যে একটি নিরাপদ ভারসাম্য তৈরি করাই হবে এই সচেতনতা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। কোর এলাকার বনবস্তিতে পুনর্বাসন-তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে অন্য পদক্ষেপ। কোর এলাকায় থাকা তিনটি বনবস্তির বাসিন্দাদের ধীরে ধীরে অন্যত্র সরিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গাঙ্গোটিয়া ও ভুটিয়া বনবস্তি খালি করা হয়েছে। জয়ন্তী বনবস্তি সরিয়ে নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। কোর এলাকার বাইরে অবশ্য পরিস্থিতি আলাদা। জঙ্গল ঘিরে থাকা প্রায় ৭৫টি গ্রামে কয়েকশো পরিবারের বসবাস। রয়েছে প্রায় ৩০টি স্কুলও। এই গ্রামগুলির বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। বরং বাঘের সঙ্গে নিরাপদে বসবাসের জন্য স্থানীয় মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার পাঠ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগে সমীক্ষা, তারপর সচেতনতা-সচেতনতা কর্মসূচি শুরুর আগে স্থানীয় মানুষের মনোভাব জানতেও বিশেষ সমীক্ষা চালিয়েছে বনদপ্তর। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে, এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিঃদাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাঘ ফিরে আসা নিয়ে তাঁদের ভয়, প্রত্যাশা, আপত্তি এবং সম্ভাব্য সুবিধার বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামী ২৬ আগস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সেই সমীক্ষার রিপোর্ট বনদপ্তরের কাছে জমা দেবে। রিপোর্টে উঠে আসা মতামতের ভিত্তিতে সচেতনতা কর্মসূচির বিষয়বস্তু ও প্রচারের ধরন আরও নির্দিষ্ট করা হবে।

হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে দিল্লি-ঢাকা টানাপড়েন, ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তায় জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েন ক্রমেই প্রকাশ্যে আসছে। ঢাকার তরফে বারবার নয়াদিল্লির কাছে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের ' স্বার্থ' ও ' নীতি' নিয়ে মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। যদিও তিনি সরাসরি হাসিনার নাম উল্লেখ করেননি, তাঁর বক্তব্যকে বর্তমান দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, কোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সফল করতে হলে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হয়। তাঁর কথায়, সম্পর্ক এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে তা উভয় পক্ষের জন্যই ফলপ্রসূ হয়। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, নয়াদিল্লি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করে। ভারত কখনও আশা করে না যে অন্য দেশগুলি শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নেবে। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, অন্য দেশের স্বার্থকে ভারত যেমন স্বীকৃতি ও সম্মান জানায়, তেমনই প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও একই ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে। দু'পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা না থাকলে কোনও সম্পর্কেরই স্থায়ী অগ্রগতি সম্ভব নয় বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। ফলে হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে বাংলাদেশের লাগাতার দাবির মধ্যেই জয়শংকরের এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।হাসিনাকে ফেরানোর দাবি ঢাকার-বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানানো হচ্ছে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার হয়েছে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছে। সেই রায়ের পরও হাসিনাকে দেশে ফেরানোর দাবিতে নয়াদিল্লির উপর চাপ বাড়িয়েছে ঢাকা। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিক এ কে এম শহিদুল করিমও বিষয়টি সামনে আনেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে জল্পনার মধ্যে তিনি বলেন, সফরের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের কাছে যে আবেদন জানানো হয়েছে, সেই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ারও দাবি জানান তিনি। শুধু হাসিনা নন, ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের দুই অভিযুক্তকেও ভারত থেকে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ। ফলে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত একাধিক বিষয় এখন দুই দেশের কূটনৈতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দিল্লির অবস্থান নিয়ে জল্পনা-হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানো হবে কি না, তা নিয়ে নয়াদিল্লির অবস্থান এখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, বিষয়টি আইনি ও কূটনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে। হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে দুই দেশের শীর্ষস্তরে আলোচনা চলছে বলেও খবর রয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে অবস্থানরত হাসিনা নিজেও একাধিকবার নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। গত ৫ আগস্ট দিল্লি থেকে ভারচুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়েই তিনি ডিসেম্বর, অর্থা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাসে দেশে ফিরবেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। তবে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সূত্রের দাবি, ভারতের আইনি প্রক্রিয়াও এই সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সম্পর্কের সমীকরণে নতুন বার্তা? হাসিনার প্রত্যর্পণকে কেন্দ্র করে দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে কূটনৈতিক চাপানউতোরের আবহে জয়শংকরের 'পারস্পরিক স্বার্থ' ও 'পারস্পরিকতার' বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। যদিও বিদেশমন্ত্রী সরাসরি বাংলাদেশ বা হাসিনার প্রসঙ্গ তোলেননি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির বৃহত্তর নীতির কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। এখন নজর থাকবে, হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার প্রভাব দিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কতটা পড়ে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ভারত সফরের জন্য 'উপযুক্ত পরিবেশ' তৈরি হবে কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে হাসিনা ইস্যুতে দুই প্রতিবেশী দেশের কূটনৈতিক সমীকরণ এখন নতুন এক সংবেদনশীল পর্যায়ে পৌঁছেছে।

'সিস্টেমে বিচ্যুতি, কোথাও সাবোটাজ', বিক্ষোভ নিয়ে দাবি শমীকের

১- পাতার পর- এই সংখ্যা খুব দ্রুত কমিয়ে আনা হবে এবং প্রত্যেক যোগ্য মহিলা প্রকল্পের টাকা পাবেন। রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে পুরনো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পও। বিজেপির অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছিল এবং প্রকৃত যোগ্যদের পাশাপাশি অযোগ্য ব্যক্তিরাও সুবিধা পেয়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে নতুন করে স্ক্রুটিনির মাধ্যমে যোগ্য উপভোক্তা চিহ্নিত করার কথা জানানো হয়। সেই প্রক্রিয়ার ফল হিসেবেই অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে বিজেপির দাবি। তবে নতুন ব্যবস্থাতেও প্রথম ধাপেই টাকা না পৌঁছনোয় প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে। শমীক অবশ্য এই সমস্যাকে সাময়িক বলেই দেখছেন। তাঁর বক্তব্য, কিছু প্রযুক্তিগত বা প্রশাসনিক বিচ্যুতি থাকলেও প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হচ্ছে না। বরং যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে যোগ্যদের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। ফলে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে মহিলাদের ক্ষোভের মধ্যে এখন বড় প্রশ্ন, কবে নাগাদ প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা পৌঁছয়।

'আগে বাংলায় শিল্প বন্ধের খবর আসত, এখন শুধুই বিনিয়োগ'

১- পাতার পর- সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলার ঐতিহাসিক শিল্প ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথাও এদিনের বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর মতে, বন্দে মাতরমের মন্ত্র থেকে শুরু করে বাংলার নবজাগরণ-দেশের ইতিহাসে বাংলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজনাথের বক্তব্যে উঠে আসে বিনিয়োগের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথাও। তাঁর দাবি, নতুন শিল্প প্রকল্প কেবল সংশ্লিষ্ট সংস্থার জন্য নয়, তার আশপাশের অর্থনীতির জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করে। বিশেষ করে অনুসারী শিল্প, গ্বক্কগ্বক এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়তে পারে। রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের দাবি উঠে আসে। তাঁর মতে, উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় নতুন বিনিয়োগের ফলে আগামী দিনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়বে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে গার্ডেনরিচের মঞ্চ থেকে রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগকে সামনে রেখে বাংলার বর্তমান সরকারের প্রশংসাই স্পষ্ট হয়েছে।

'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এ মুগ্ধ হেমা, সানির অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা

মুম্বই, ২৩ আগস্ট ঃ ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের আবহে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'। একই দিনে মুক্তি পেয়েছে 'আওয়ারাপন ২'। মুক্তির পর থেকেই দুই ছবিকে ঘিরে দর্শক ও বক্স অফিসে শুরু হয়েছে জোরদার প্রতিযোগিতা। বক্স অফিসের হিসাব-নিকাশে 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' প্রত্যাশিত গতি না পেলেও ছবিটির বিষয়বস্তু এবং বার্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হেমা। ছবিটি দেখার পর তাঁর বক্তব্য, এই সিনেমা শুধুমাত্র দেশভাগের ইতিহাসকে তুলে ধরেনি, বরং বর্তমান সময়ের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে। ঘৃণা, বিভেদ ও সংঘাতের পরিবর্তে মানবিকতা, পারস্পরিক সম্মান এবং সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তাকেই ছবির মূল বক্তব্য হিসেবে দেখেছেন তিনি। হেমা লিখেছেন, ছবিটি দেখার পর তাঁর অভিজ্ঞতা এক কথায় ' তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে দেশের যে বার্তাটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ছবিটি সেই কথাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছে। মানুষে মানুষে বিভেদের পরিবর্তে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক সম্মানের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে ছবির মাধ্যমে। বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর আশা, 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর এই বার্তা দর্শকের চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। একইসঙ্গে ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসাকে বেছে নেওয়ার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে এই ছবি-এমনটাই মনে করছেন তিনি। ছবিতে সানি দেওলের অভিনয়ও বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন হেমা মালিনী।

ওয়ার্ল্ড সিনিয়র সিটিজেন্স ডে উপলক্ষে ছবি আঁকলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শনিবার মণিপাল হসপিটাল ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কতৃপক্ষ আয়োজিত প্রবীণ নাগরিকদের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন রাজ্যের মন্ত্রী। নিজের আঁকা ছবি শেয়ার করে অগ্নিমিত্রা জানান, একসময় নিয়মিত আঁকতাম,এবং ডিজাইনার হিসেবে আঁকা-আঁকির সঙ্গে নিয়মতই যুক্ত ছিলাম,কিন্তু সময়ের অভাবে অনেকদিন আঁকা হয়ে ওঠেনি। অনেকদিন পর আবার আঁকতে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

শ্রাবণী মেলার পুণ্যার্থীদের পাশে ২৪ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ হাজার হাজার ভক্ত যখন কঠিন ও শ্রমসাধ্য শ্রাবণী মেলা পরিক্রমায় অংশ নিচ্ছেন, তখন শারীরিক ক্লান্তি, জলশুন্যতা (ডিহাইড্রেশন) এবং নানা ক্ষতের সম্মুখীন হওয়া পুণ্যার্থীদের দ্রুত ও সহানুভূতিশীল চিকিসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে জসিডি ও দেওঘর স্টেশনে পূর্ব রেলের চিকিৎসক দল ২৪ ঘণ্টা কাজ করে চলেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতায এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্যের নির্দেশনায়, রেলওয়ে মেডিকেল টিমগুলি দীর্ঘ পথ হাঁটা, শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি দূর করতে এবং

পুণ্যার্থীদের সময়মতো চিকিৎসা প্রদান করতে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক রয়েছে। দেওঘরের ফার্স্ট এইড বুথের চিকিৎসাকর্মীরা দীর্ঘক্ষণ খালি পায়ে হাঁটার কারণে পায়ের পাতা ও আঙুলে মারাত্মক ঘর্ষণে সৃষ্ট ফোস্কা ফেটে গিয়ে গুরুতর জখম হওয়া ভক্তকে উন্নত ক্ষতের চিকিৎসা প্রদান করেন। চিকিৎসাদল উন্মুক্ত ক্ষতস্থানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার ও ধৌত করে জীবাণুমুক্ত প্যাডিং দিয়ে ড্রেসিং করেন, ব্যথানাশক ওষুধ দেন, টিটেনাস প্রতিষেধকের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রদান করেন। জসিডি স্টেশনে, রেলকর্মীরা তীব্র গরমজনিত ক্লান্তি ও দিকভ্রান্ত হয়ে প।। এক পুণ্যার্থীর জরুরি চিকিসার জন্য দ্রুত হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করেন। জসিডি হেলথ ইউনিটে চিকিসকরা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস), নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সেবার মাধ্যমে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করেন এবং সফলভাবে তাঁর সচেতনতা ফিরিয়ে এনে নিরাপদে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটান। তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ নটরাজ বাসাপ্পা চলতি শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে জসিডিহ ও দেওঘরে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বারবার মেডিক্যাল ও ফার্স্ট এইড সেন্টার পরিদর্শন করে তীর্থযাত্রী ও রোগীদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং জরুরি চিকিৎসা ও তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য মেডিক্যাল টিমের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি শ্রাবণী মেলা চলাকালীন পুণ্যার্থীদের তাক্ষণিক চিকিসা প্রদান, নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও সহানুভূতিশীল সেবার প্রতি পূর্ব রেলের অবিচল অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে। পায়ের ক্ষতের চিকিসা থেকে শুরু করে জলশুন্যতা, ক্লান্তি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য উদ্বেগ নিরসন-সময়মতো চিকিৎসা সেবা জটিলতা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এবং প্রতিটি ভক্তের জন্য একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও আরও আরামদায়ক তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। রেলওয়ের এই অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেনঃ যাত্রী ও পুণ্যার্থীদের সুরক্ষাই আমাদের সর্বাধিক অগ্রাধিকার। পূর্ব রেলের দায়িত্ব শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-চিকিৎসক দল, দ্রুত হুইলচেয়ার সহায়তা এবং সহানুভূতিশীল সেবার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ভক্তের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। প্রতিটি পদক্ষেপে যত্ন, সমবেদনা ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা হাজার হাজার পুণ্যার্থীর হৃদয়ে পৌঁছে যাচ্ছি।

'তোলাবাজি করতে হলে তৃণমূল করুন', বিজেপি কর্মীদের কড়া বার্তা সুকান্তের

১- পাতার পর- অভিযোগ উঠলে প্রয়োজনে দলীয় স্তরেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পরপর এই সতর্কবার্তায় স্পষ্ট, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। স্থানীয় স্তরে দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে তোলাবাজি বা দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তা যে নেতৃত্বের নজরে রয়েছে, সুকান্তের মন্তব্যে সেই বার্তাই আরও একবার সামনে এল। এখন দেখার, দলের এই কড়া অবস্থান বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ করা হয়।

কোয়ান্টাম মিউচুয়াল ফান্ড 'কোয়ান্টাম ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড' চালু করেছে

মুম্বাই, ২৩ আগস্ট ঃ কোয়ান্টাম মিউচুয়াল ফান্ড আজ 'কোয়ান্টাম ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড' চালুর ঘোষণা দিয়েছে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ডাইনামিক ইকুইটি স্কিম, যা লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ-সব ধরনের স্টকেই বিনিয়োগ করবে। এই নতুন ফান্ডের অফার বা এনএফও ২১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শুরু হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শেষ হবে। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে স্কিমটি নিয়মিত কেনা-বেচার জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।কোয়ান্টাম ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড একটি গবেষণা-চালিত, বটম-আপ স্টক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার মূলধন জুড়ে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন উপলব্ধি করতে চায়। ফান্ডটি কোয়ান্টামের দীর্ঘস্থায়ী।।

NAME CHANGE

I, Lakhsman Mondal (Old Name) S/O–Mangal Mondal resident of Vill & Po-Basudebkhali, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Lakhsman Mondal to Laxman Roy and henceforth I shall be known as Laxman Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026. My name Laxman Roy & Lakhsman Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Tokabbar Md Hossain (Old Name) S/O–Momrej Ali Mandal resident of Vill-Parkula , Po-Arbetai, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Tokabbar Md Hossain to Tokabbar Hossain Mandal and henceforth I shall be known as Tokabbar Hossain Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Executive Magistrate 1st Class Krishnagar court dated on 19/08/2026 . My name Tokabbar Hossain Mandal & Tokabbar Md Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alfatun Bibi (Old Name) W/O–Momrej Ali Mandal resident of Vill-Parkula , Po-Arbetai, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Alfatun Bibi to Alfatun Mandal and henceforth I shall be known as Alfatun Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Executive Magistrate 1st Class Krishnagar court dated on 19/08/2026 . My name Alfatun Mandal & Alfatun Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mannan Sekh (Old Name) S/O–Abdul Rahaman resident of Vill & Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mannan Sekh to Abdul Mannan and henceforth I shall be known as Abdul Mannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026. My name Abdul Mannan & Mannan Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Elai Box Sk , S/O-Late Din Mahammad Sk resident of Vill- Sundipur Uttarpara , Po-Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 , do hereby declared That my actual name Elai Box Sk as recorded in my 2002 voter card no-WB/09/062/615297, 62-Hariharpara Assembly , Part No-206 , Serial No-84 & my wrong name Elai Box recorded my Aadhaar card no-6457 3615 8953 & My Ration card no-RKSY-I 2004894344 & my voter card no-RJG2325918 & my pan card no-ESYPB2369P . That my name Elai Box Sk & Elai Box are same identical persons vide an affidavit no-3155/26 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class affidavit Berhampore court on 31/07/2026

NAME CHANGE

I, Md Sayed Afridi , S/O-Late Md Helaluddin Biswas , resident of Vill-Chumrigachha , Po- Bezpara, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 , do hereby declared That my actual name Md Sayed Afridi recorded my W.B.B.S.E. certificate being Sl. No- 058124, & my Birth certificate being Reg. No- 2601, Dt- 08/03/2008 & my wrong name Md Sayed Afridi Biswas recorded my Aadhaar card no-4080 3498 8436 . That my name Md Sayed Afridi & Md Sayed Afridi Biswas are same identical persons vide an affidavit no-3121 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class affidavit Berhampore court on 30/07/2026

NAME CHANGE

I, Atahar Rahaman Mondal (Old Name) S/O–Akkel Mandal resident of Rajapur , Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Atahar Rahaman Mondal to Atahar Rahaman and henceforth I shall be known as Atahar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026. My name Atahar Rahaman & Atahar Rahaman Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Naba Bagchi (Old Name) S/O–Ganesh Bagchi residing at Tentia , Kalirhat , Krishnagar , West Bengal 741102 do hereby declared that I have changed my name from Naba Bagchi to Naba Gopal Bagchi and henceforth I shall be known as Naba Gopal Bagchi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026 . My name Naba Gopal Bagchi & Naba Bagchi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mampi Biswas (Old Name) W/O–Abhijit Basu Mallick residing at Flat No-3C , 122-1 K Satyendra Nath Majumdar Sarani , Kalighat , Kolkata , West Bengal 700026 do hereby declared that I have changed my name from Mampi Biswas to Mampi Basu Mallick and henceforth I shall be known as Mampi Basu Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026 . My name Mampi Basu Mallick & Mampi Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Rajahar Uddin Sk , S/O- Musa Karim Sk resident of Vill-Kazisaha , Po- Kazisaha, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 , do hereby declared That my actual name Rajahar Uddin Sk, S/O- Musa Karim Sk as recorded my Aadhaar Card (being No 6866 1783 0227) & my passport application no-26-1059090758 , my name Md Ajaharuddin S/O- Md Chhiyadat Ali recorded my 44 Paschim Kazisaha Primary School. That my name Rajahar Uddin & Md Ajaharuddin and my father's name Musa Karim Sk & Md Chhiyadat Ali both are same and one identical person declared by Ld S.D.E.M 1st class Berhampore court dated on 10/06/2026

NAME CHANGE

I, Alim Sekh (Old Name) S/O-Late Naser Sekh resident of Sadikpur, Gankar, Raghunathganj, Murshidabad, West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Alim Sekh to Abdul Alim Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Alim Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026. My name Abdul Alim Sekh & Alim Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mannan Sekh (Old Name) S/O–Abdul Rahaman resident of Vill & Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mannan Sekh to Abdul Mannan and henceforth I shall be known as Abdul Mannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026. My name Abdul Mannan & Mannan Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Asgar Ali (Old Name) S/O–Imam Hossain residing at Vill & PO-Arjunpur , PS-Farakka , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Md Asgar Ali to Asgar Ali and henceforth I shall be known as Asgar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026 . My name Asgar Ali & Md Asgar Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Nurul Hura Mondal (Old Name) S/O–Ajijul Haque Mondal residing at Vill & PO-Gadpukuria , PS-Bagda , Dist-North 24 Parganas, West Bengal 743710 do hereby declared that I have changed my name from Nurul Hura Mondal to Narulhuda Mondal and henceforth I shall be known as Narulhuda Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026 . My name Narulhuda Mondal & Nurul Hura Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahabul Isalam (Old Name) S/O–Abdul Kader Mandal residing at Vill & PO-Natial , PS-Jalangi , Dist-Murshidabad, West Bengal 742308 do hereby declared that I have changed my name from Mahabul Isalam to Mahabul Islam and henceforth I shall be known as Mahabul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld S.D.E.M Domkal court dated on 18/08/2026 . My name Mahabul Islam & Mahabul Isalam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yunus Sk (Old Name) S/O–Fajar Saikh residing at Vill-Sahapara , PO-Maheshail , PS-Suti , Dist-Murshidabad, West Bengal 742201 do hereby declared that I have changed my name from Yunus Sk to Younus Saikh and henceforth I shall be known as Younus Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/08/2026 . My name Younus Saikh & Yunus Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mannan Sekh (Old Name) S/O–Abdul Rahaman resident of Vill & Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mannan Sekh to Abdul Mannan and henceforth I shall be known as Abdul Mannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 21/08/2026. My name Abdul Mannan & Mannan Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Samasul Sekh (Old Name) S/O–Abdul Mannan resident of Vill & Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Samasul Sekh to Samsul Sk and henceforth I shall be known as Samsul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 21/08/2026. My name Samsul Sk & Samasul Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Nestera Bibi (Old name) W/o-Asraful Haque, Resident at, Vill-Bhagaldighi, Po-Ujirpur, Ps-Nalhati, Dist-Birbhum, 731237 West Bengal, I have changed my name Nestera Bibi to Nestara Bibi (New name) I shall be known as Nestara Bibi vied affidavit before the Notary at Berhampore on 21/08/2026 Nestera Bibi & Nestara Bibi is same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Prahalad Ghosh(Old Name) Son Of Mohan Ghosh,Residing At Hijuli Saha Para ,P.o-Gobrapota,P.s.Krishnanagar,Dist-Nadia,Pin-741103,West Bengal,Have Changed My Name And Shall Henceforth Be Known As Prallahad Ghosh (New Name) As Declared Before The Ld, Executive Magistrate Afitabit Vide No,14443 At Krishnanagar Dated 17.08.2026, Prahalad Ghosh & Prallahad Ghosh Both Are Same And Identical Person.

৪২.১ এমডব্লিউপি সৌর ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সবুজ জ্বালানির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৩ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তার বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে সৌরবিদ্যুৎ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি ও স্থিতিশীল রেল পরিচালনার প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে, জানুয়ারি থেকে জুলাই ২০২৬-এর মধ্যে ২৩.৭ এমডব্লিউপি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চালু করা হয়েছে, যা ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে সর্বাধিক। এই সাফল্য অর্জনের ফলে, ২০১১ সালে সৌরবিদ্যুৎকরণ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়ে মোট স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ ক্ষমতা ৪২.১ এমডব্লিউপি পর্যন্ত পৌঁছেছে। সমস্ত ডিভিশনগুলির মধ্যে, গুয়াহাটি অংশসহ লামডিং ডিভিশন ১৭.৭ এমডব্লিউপি ক্ষমতার সর্বোচ্চ সামগ্রিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের কৃর্তৃত্ব আর্জন করেছে এর পরেই রয়েছে ৯.৬ এমডব্লিউপি ক্ষমতাসহ রঙিয়া ডিভিশন রয়েছে। আলিপুরদুয়ার, কাটিহার এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনগুলিও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যা পরিচ্ছন্ন ও স্থিতিশীল শক্তি্র প্রতি এর প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। সোলার ইন্টলেশনগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিচালনগত ও আর্থিক সুবিধা বয়ে এনেছে। অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১১৪ লক্ষ

ইউনিট পর্যন্ত পৌঁছেছে, যার ফলে প্রায় ৮.৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এটি ২০২৪-২৫- এর তুলনায় সৌরশক্তি উৎপাদনে প্রায় ৯০ শতাংশ ও আর্থিক সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে ৯৫.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় সেই সময়ে প্রায় ৬০ লক্ষ ইউনিট সৌরশক্তি উৎপাদিত হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ৪.৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছিল। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও ব্যয় সাশ্রয়, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসার এবং জ্বালানি ব্যয়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রতি প্রতিশ্রুতি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশনে বর্তমানে ৯ এমডব্লিউপি-এর অতিরিক্ত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপনের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। লামডিং, রঙিয়া, কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মেজর ইন্টলেশনের তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলি দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ-বান্ধব রেল পরিষেবার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি এবং ভারতীয় রেলওয়ের 'নেট-জিরো কার্বন নিঃসরণকারী' হয়ে ওঠার লক্ষ্যের প্রতি সক্রিয় অবদানকে পুনর্ব্যক্ত করে। সৌরশক্তির ধারাবাহিক প্রসার কেবল কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও পরিবেশ সংরক্ষনেই সহায়তা করে না, বরং জ্বালানি খরচ সাশ্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সুবিধাও প্রদান করে পাশাপাশি এটি অধিকতর জ্বালানি দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাঁকুড়ায় চোলাই কারবার আটকাতে যৌথ অভিযান, ৩০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ আগস্ট ঃ চোলাই মদের রমরমা কারবার রুখতে যৌথ অভিযানে নামে আবগারি দফতর ও ইন্দপুর থানার পুলিশ। রবিবার ইন্দপুর ব্লকের পলাশিডাঙা, মড়লু ও আলিঝাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে প্রায় ৩০ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি চোলাই তৈরির জন্য মজুত করা কয়েকশো লিটার গাঁজানো রস, ৪২০ লিটার গাঁজানো মিশ্রণ (ওয়াশ), দুটি অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাড়ি, একটি পাতন যন্ত্র ,২২০ কেজি চিটা গুড় এবং ৫ কেজি ইস্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। চোলাই তৈরির কাঁচা সরঞ্জাম নষ্ট করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকাগুলিতে অবৈধ চোলাইয়ের কারবার চলছিল। চোলাই খেয়ে অসুস্থ হওয়া, পারিবারিক অশান্তি, মারামারির মতো ঘটনা লেগেই থাকত। স্থানীয়দের অভিযোগ, কম দামে চোলাই মিলছে বলেই শ্রমজীবী মানুষ এর নেশায় জড়িয়ে পড়ছেন। এর জেরে সংসারে আর্থিক টানাটানি ও অশান্তির ঘটছে। স্ত্রীকে মারধোর করে টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে বা বাড়ির সামগ্রী বিক্রি করে মদ খাওয়ার প্রবনতা বো।ইে চলছিল। এদিন অভিযানে ছিলেন বাঁকুড়া আবগারি দফতরের ডেপুটি এক্সারসাইজ কালেক্টর শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দপুর থানার ওসি শ্রীমন্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। আবগারি দফতরের আধিকারিকরা জানান, চোলাইয়ের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।

৭ ইঞ্চি, বহরমপুরে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২৩ আগস্ট ঃ একসময় বাড়ির উঠোন ছাড়িয়ে বারান্দা, তারপর ঘরের এক কোণা দখল করত ঝুলন। মাটি, পুতুল, পাহাড়, ঝর্ণা আর মাঝখানে দোলনায় দুলতে থাকা রাধা-কৃষ্ণ। সেই আবেগ এখন ফ্ল্যাটের জানালার এক কোন স্থান পেয়েছে। এবার মোবাইলের ৭ ইঞ্চি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ৭ ইঞ্চির মাটির পৃথিবীতে চোখ রেখে ছোটবেলার সেই হারানো ঝুলনের গন্ধটা আবার ফিরিয়ে আনতে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস নিলেন শিল্পী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় । তাই সেই ৭ ইঞ্চি পরিধির মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলাকে বাস্তবের মাটিতে ফুটিয়ে তুললেন তিনি। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত সৈদাবাদ নবারুণ সংঘের মাঠে আজ থেকে জনসাধারণের জন্য আলোকমণ্ডিত পরিবেশে বসানো থাকবে সোমনাথবাবুর এই অসামান্য কীর্তি। দাবি করা হচ্ছে, এটিই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ঝুলন যাত্রা। মাত্র ৭ ইঞ্চি পরিধির মধ্যে ১৫ টি থ্রিডি মিনিয়েচার পুতুল দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা দৃশ্যপট। কী নেই সেখানে? চলমান গাড়ি, পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণা, ছবির মতো সাজানো গ্রাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার মনমুগ্ধকর রূপ, গ্রাম্য মেঠো পথ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি, আর অবশ্যই মূল আকর্ষণ - দোলনায় দোলায়িত রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। এই শিল্পকর্মের রূপকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় পেশায় একজন পর্যটন ব্যবসায়ী। কিন্তু শিল্পের প্রতি অনুরাগ আর বর্তমান প্রজন্মকে ঐতিহ্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তাগিদ থেকেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। মাত্র তিন মাসের পরিকল্পনায় এবং হাজার টাকা খরচে তিনি এই শিল্পকর্মটি তৈরি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, এখানে কোনও প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়নি। প্রতিটি পুতুল, প্রতিটি দৃশ্য শিল্পীর হাতে মাটি দিয়ে গড়া। ঝুলনের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে থাকছে ২০ ফুটের দুর্গা মূর্তিও। শুধু ঝুলন প্রদর্শনীই নয়, এই ঝুলনকে কেন্দ্র করে নবারুণ সংঘের উদ্যোগে বসছে 'বর্ষা মেলা'। কেন এমন ভাবনা? উত্তরে শিল্পী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ঝুলন যাত্রার মাহাত্ম্য দিন দিন নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই ইঁদুর দৌড়ের

যুগে অনেক বাচ্চা তো ঝুলন যাত্রা কী, সেটাই জানে না। তাই বাচ্চাদের মধ্যে ঝুলনের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা এবং তাদের একটু বিনোদন দেওয়ার জন্যই আমার এই পরিকল্পনা। প্রতিবছরই বাড়িতে ঝুলন করি, কিন্তু এবার ক্লাবের পক্ষ থেকে ক্লাবের মধ্যেই করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রশাসনের তরফেও সাহায্য পাওয়া গেছে। মেলার ভিড় সামলানোর জন্য বহরমপুর থানার পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ২৩ -২৮ আগস্ট পর্যন্ত নবারুণ সংঘের মাঠেই থাকবে এই ক্ষুদ্রতম ঝুলন যাত্রা। শেষ দিন, অর্থাৎ ২৮ আগস্ট রাখি পূর্ণিমার দিন বিশেষ পুজো এবং ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পী । সোমনাথবাবুর কথায়, আমি সমগ্র বহরমপুরবাসীকে এই ঝুলন যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মানিকচকে ছোট গাড়ি চালকদের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ, বাসচালকদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ বাসচালকদের বিরুদ্ধে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে রবিবার ধর্মঘট ও বিক্ষোভে সামিল হলেন মানিকচকের বিভিন্ন ছোট গাড়ির চালকেরা। এদিন মানিকচক শিক্ষা নিকেতন স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে মানিকচক বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত শনিবার মালদার আইটিআই মোড় এলাকায় বেশ কয়েকজন বাসচালক তাঁদের উপর হামলা চালান এবং ছোট গাড়িগুলি ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কোনওরকমে গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা বলে দাবি। ওই ঘটনার প্রতিবাদেই রবিবার ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ছোট গাড়ি চালকদের দাবি, পরিবহণ দফতরের নিয়ম মেনেই তাঁরা গাড়ি চালান। গাড়ির নম্বর প্লেট, বিমা- সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। তারপরেও তাঁদের গাড়িকে কেন অবৈধ বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও নানা সময়ে তাঁদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা জানান, তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে ইতিমধ্যেই মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডলের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ছোট গাড়ি চালকেরা।

রাজ্য পর্যটন দফতরের নতুন লোগো'র আত্মপ্রকাশ ৪ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ রাজ্য পর্যটন দফতরের নতুন লোগো - এর আত্মপ্রকাশ শীঘ্রই। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই খবর জানিয়েছেন এ রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ। এই প্রসঙ্গে এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন যে, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বঙ্গ কনভেনশন সেন্টারে এ নিয়েই রয়েছে মূলতঃ মেগা ইভেন্ট। উল্লেখ্য, পর্যটন শিল্পকে আরও নতুন সাজে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফেও নানারকমের ভাবনা চিন্তা চলছে। এ নিয়েই আলোকপাত করতে গিয়ে স্পষ্ট করেই তিনি এদিন আরও বলেন, প্রথমতঃ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন, দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব আদায়, তৃতীয়তঃ কর্মসংস্থান, চতুর্থতঃ পর্যটকদের মধ্যে ও ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে তিনি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন জানিয়েছেন যে, পাহাড় থেকে সাগর এবং জঙ্গল থেকে ধর্মস্থান সমস্ত কিছু মজুত রয়েছে। ছিল না কেবল মরুভূমি। বিগত সরকারের আমলে এই দ্রষ্টব্য ছিল না। যদিও পর্যটন শিল্পের নামেই এ রাজ্যকে মরুভূমি করে তুলেছে। সেই ছবির বদল দরকার। একারণেই লোগো থেকে শুরু করে পর্যটন কেন্দ্রিক নতুন নীতি রূপায়ণে সচেষ্ট রাজ্য সরকার।

গঙ্গার ভাঙনে বিপন্ন পূর্বস্থলীর কমলনগরের ঐতিহ্যবাহী শিবমন্দির, রক্ষায় মিলল দুই সমাধানের সূত্র

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ আগস্ট ঃ গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে পূর্বস্থলীর কমলনগর ফেরিঘাট সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী শিবমন্দির। মন্দিরের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে নদীর ভাঙন। দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে যেকোনও

দিন মন্দিরের অস্তিত্বই গঙ্গার জলে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয় বাসিন্দা ও পুণ্যার্থীদের। ফলে ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, তা নিয়েই এখন শুরু হয়েছে তৎপরতা। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে মন্দিরটির বিপন্ন অবস্থার ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কোনও স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরপরই মাজিদা অঞ্চলবাসীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'মঠ মন্দির সংস্কার কমিটি'। কমিটির সভাপতি গৌড় ঘোষ-সহ অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে মন্দির রক্ষার উদ্যোগ শুরু করেন। এরই মধ্যে মন্দির রক্ষার ক্ষেত্রে সামনে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা। একসময় নিজেদের আর্থিক সহায়তায় এই মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করা ধর কনস্ট্রাকশন পরিবারের সদস্যরা কমলনগর ঘাটে এসে বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। মন্দিরের বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসার আশ্বাস দিয়েছেন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানও তাঁরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চলতি মাসের শেষ দিক থেকেই সংস্কারের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে শুধু সংস্কার করলেই যে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ মন্দিরের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি এখন গঙ্গার ভাঙন। ভাঙন রোধে নদীর পাড়ের স্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা না হলে ভবিষ্যতে ফের একই বিপদের মুখে পড়তে পারে মন্দিরটি। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় একটি উদ্যোগের কথাও সামনে এসেছে। কমলনগরে জল প্রকল্পের কাছে মঠ মন্দির সংস্কার কমিটি ও বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের উদ্যোগে একটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দজি, যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত। মন্দির ও নদীভাঙনের পরিস্থিতি দেখে তিনি জানান, প্রথমে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে গোটা এলাকা পরিদর্শন করিয়ে মন্দির রক্ষা ও ভাঙন প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় প্ল্যান- এস্টিমেট তৈরি করা দরকার। সেই পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে অনুমোদন করানোর জন্য তিনি উদ্যোগী হবেন বলেও আশ্বাস দেন। এদিন কমলনগরের শিবমন্দিরে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। ভক্তদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও মন্দির রক্ষার দাবি আরও জোরালো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, মন্দিরটি শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, এলাকার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও মানুষের আবেগের সঙ্গে জ।য়ে রয়েছে। তাই কোনওরকম দেরি না করে দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মন্দির রক্ষায় আপাতত সামনে এসেছে দুটি সম্ভাব্য পথ-একদিকে ধর কনস্ট্রাকশন পরিবারের উদ্যোগে মন্দির সংস্কারের প্রস্তুতি, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সমীক্ষা করিয়ে সরকারি স্তরে স্থায়ী ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পের উদ্যোগ। এখন প্রশ্ন একটাই, স্থায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে আপৎকালীন ভিত্তিতে গঙ্গার ভাঙনের হাত থেকে কীভাবে মন্দিরটিকে নিরাপদ রাখা হবে? সেই উত্তরেই তাকিয়ে রয়েছেন কমলনগরের বাসিন্দা থেকে শুরু করে হাজার হাজার পুণ্যার্থী।

বালতিতে ১১ দিনের শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে রাখা বালতিতে ১১ দিনের এক শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মঙ্গলজন -আফদালপাড়া এলাকায়। ওই শিশু কন্যা নিখোঁজ হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পর বাড়ির শৌচাগারের বালতির মধ্যে তার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃত শিশুর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ওই শিশু কন্যাকে জলে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুর নাগাদ ওই শিশু কন্যার মা সাগরী খাতুন তাঁর ননদের নাবালক ছেলেকে নিয়ে ছাদে ঘুরছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নিচে এসে নিজের কন্যা সন্তানকে আর খুঁজে পাননি। এরপরই গোটা বিষয়টি পাড়া-প্রতিবেশীকে জানানো হয়। সকলে মিলে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পর নিখোঁজ ওই শিশু কন্যার দেহ বাড়ির মধ্যেই শৌচাগারের একটি বালতি থেকে উদ্ধার হয়। কিন্তু কে বা কারা এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে পুলিশ। মৃত ওই শিশু কন্যার মা সাগরী বলেন, আজ দুপুর নাগাদ আমার ভাইপো খুব কান্নাকাটি করছিল। তাই তাকে কোলে নিয়ে বাড়ির ছাদে ঘুরছিলাম। কিছুক্ষণ পরে নিচে এসে দেখি আমার কন্যা সন্তান যে ঘরে ঘুমিয়েছিল সেটি সম্পূর্ণ তছনছ করা হয়েছে এবং আমার বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাগরী খাতুনের কয়েক বছর আগে লালগোলা থানার লালখানদিয়ার এলাকায় বিয়ে হয়েছে। সম্প্রতি সে মঙ্গলজন গ্রামে নিজের মায়ের বাড়ি এসেছিল। সাগরী বলেন, আমার স্বামী আজ সকাল কাজে বেরিয়ে গেছে। দুপুর নাগাদ যখন আমি আমার ভাইপোকে নিয়ে ছাদে ঘুরছিলাম সেই সময় নিজের ঘরে কেউ ছিল না। এই সুযোগে ঘরে কে ঢুকে সব কিছু তছনছ করেছে তা আমি জানি না। বাড়ি থেকে কোনও মূল্যবান জিনিস খোওয়া গেছে কিনা তাও এখনও বোঝা যায়নি। ঘরের সব জিনিস সরিয়ে আমার শিশু কন্যার সন্ধান না পেয়ে গোটা বিষয়টি পাড়া-প্রতিবেশীকে জানালে তাঁরাও বাড়িতে এসে তল্লাশি শুরু করে। সেই সময় আমার শিশুকন্যার দেহ শৌচাগারের একটি বালতির মধ্যে পাওয়া যায়।

টালিগঞ্জে 'বেআইনি নির্মাণ' ভাঙা ঘিরে অশান্তি, জরুরি শুনানির পর স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ টালিগঞ্জের 'বেআইনি নির্মাণ ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এখনই ওই নির্মাণ ভাঙতে পারবে না বলে জানিয়েছে আদালত। রবিবার বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর নির্দেশ, ৩০ দিনের জন্য ভাঙার নোটিস কার্যকর করা যাবে না। সেখানে ভাঙার কাজ করতে পারবে না কলকাতা পুরসভা। এই সময়ের মধ্যে মামলাকারী আইনের দ্বারস্থ হতে পারবেন। টালিগঞ্জের ৫১১এ এবং ৫১১বি, সতীশ মুখার্জি রোডে 'বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ ওঠে। ওই নির্মাণ ভাঙতে তৎপর হয় পুরসভা। রবিবার সেটি ভাঙতে এলাকায় বুলডোজার নামানো হয়। সেখানে মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যক পুলিশবাহিনী। পুলিশের সঙ্গে বাসিন্দাদের মধ্যে চলে বচসা। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ভাঙার নোটিসের উপর ৩০ দিনের সময় দেওয়া উচিত ছিল পুরসভার। গত সপ্তাহে নির্মাণ ভাঙার উপর নোটিস দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীকে কোনও সুযোগ না দিয়ে মাত্র তিন দিনের মাথায় কোনও নির্মাণ ভাঙা আইনের চোখে শোভন নয়। রবিবার বিচারপতি বসুচৌধুরীর বিশেষ বেঞ্চ জানায়, ওই নির্মাণ 'বেআইনি' কি না, সে বিষয়ে.কোর্ট কোনও মন্তব্য করবে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে আইনি সুযোগ দেওয়া. উচিত। গত শুক্রবার পুরসভার তরফে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ভাঙার যে নোটিস দিয়েছিলেন আদালত তা খারিজ করে দেয়।

দিঘার হোটেল ও রিসর্টে ফায়ার সেফটি পরীক্ষা শুরু, লাইসেন্সহীন হোটেল-গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৩ আগস্ট ঃ পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিঘার হোটেল ও রিসর্টগুলিতে ফায়ার সেফটি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর দিঘার হোটেলগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে একাধিক হোটেলের বৈধ ফায়ার লাইসেন্স বা অগ্নিনির্বাপক ছাড়পত্র না থাকার তথ্য সামনে এসেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সার্ভে রিপোর্ট হাতে আসেনি। তবে প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু হোটেল ও রিসর্টের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বৈধ ফায়ার লাইসেন্স রয়েছে এবং কোথায় নিরাপত্তাবিধি মানা হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু হোটেল নয়, দিঘায় বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা একাধিক গেস্ট হাউস নিয়েও প্রশাসনের নজরদারি শুরু হয়েছে। অভিযোগ, কিছু জায়গায় নিয়ম মেনে অনুমোদন না নিয়েই বাণিজ্যিক দোকান বা ছোট ঘরকে গেস্ট হাউসে রূপান্তর করা হয়েছে। পর্যটকদের থাকার জন্য ব্যবহৃত এই সমস্ত জায়গায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং জরুরি নির্গমনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। আইন ও অগ্নিনিরাপত্তা বিধি না মেনে ব্যবসা চালানো প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার শুভ্রাংশু মজুমদার জানিয়েছেন, ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ দল ইতিমধ্যেই মাঠপর্যায়ে নেমে হোটেলগুলির লাইসেন্স এবং অগ্নিনিরাপত্তা সরঞ্জাম খতিয়ে দেখছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এবং সংগৃহীত তথ্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে ঘিরে হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আলোচনা শুরু হয়েছে। নিউ দিঘা হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌতম মজুমদার জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক বৈঠকে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নিয়ম মেনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সমস্যাগুলিও প্রশাসন বিবেচনা করুক। তবে দিঘায় আসা পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোটেল ব্যবসায়ীদেরও অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন তিনি।

শীতলকুচিতে ভাঙলো দেওশাল সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৩ আগস্ট ঃ রবিবার সকালে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটে গেল বিপর্যয়। ইটবোঝাই একটি ভারী ট্রাকের চাপে ভেঙে পড়ল হাট- পঞ্চারহাট সড়কের সংযোগকারী দেওশাল সেতু। দুর্ঘটনায় সেতুটির একাংশ সম্পূর্ণ ধসে পড়ে ট্রাকটি আটকে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার সকাল থেকেই সেতুটির ওপর দিয়ে যাতায়াত চলছিল। আচমকাই ইটবোঝাই ট্রাকটি সেতুর ওপর উঠলে সেতুর কাঠামোর একাংশ ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। স্থানীয় প্রশাসন সেতুটিকে 'দুর্বল' ঘোষণা করলেও ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। প্রশাসনিক এই উদাসীনতার কারণেই এমন বিপর্যয় বলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ । ভাঙা সেতুতে আটকে থাকা ট্রাকটিকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। প্রশাসনের নজরদারি এবং সময়মতো সংস্কার না করা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

বৈঁক আঁফ ইংডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা অঞ্চল
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮

নিলামে যানবাহন বিক্রয়

নিলামটি ০৯.০৯.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত

বন্ধকীকৃত সম্পদ (যানবাহন) বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের একাধিকবার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত নোটিশগুলোতে উল্লিখিত গাড়ির ঋণের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, ব্যাংক কর্তৃক গাড়িগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়িগুলো **আগামী ০৯.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলামবিডিং-এর (E-Auction/Bidding) মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হবে। তালিকায় উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে 'ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-র পাওনা বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গাড়িগুলো 'যে অবস্থায় আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যা কিছু আছে' -এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া অর্থের পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানতের অর্থ -এর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-
ঋণগ্রহীতাদের পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে যে, গাড়িগুলোর দখল ফিরে পেতে উপরোল্লিখিত তারিখের আগেই বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ এবং এর সাথে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি জমা দিন অন্যথায় গাড়িগুলো বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আপনাদের অ্যাকাউন্টের বকেয়া পরিশোধের বিপরীতে সমন্বয় করা হবে।

ক্রম নং.	শাখা (যোগাযোগ নম্বর) / ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা/ (২৬-০৩-২০২৫) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ	যানের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য / আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) / বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্য	পার্কিং ইয়ার্ডের বিবরণ
১	মৌলালি (যোগাযোগ নম্বরঃ ৯১৮৮২০৯০৪৬২১) / **ঋণগ্রহীতাঃ শিব শঙ্কর চ্যাটার্জি** ঠিকানাঃ ১৮৩ /২ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ **৩১.০৭.২০১৮ তারিখ থেকে** প্রযোজ্য হারে সুদ (যা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি), অন্যান্য খরচ ও ব্যয়ের পাশাপাশি মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ **৩,১২,৩৫৫.০১ টাকা**-	প্রস্তুতকারক - মাহিন্দ্রা মডেলের নাম - জাইলো ইঞ্জিন নম্বর - MLD4J12710 চ্যাসিস নম্বর - MA1YA2MLXD2J36482 নিবন্ধন নম্বর - WB 02AE 3998	১,৮২,০০০ / -টাকা ১৮,২০০ / -টাকা ৩,০০০ / -টাকা	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে
২	মুকুন্দপুর (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১ ৮৮২০৯০৪৬২১) / **ঋণগ্রহীতাঃ সুব্রত মল্লিক** ঠিকানাঃ ১২০ পূর্বলোক, পূর্ব যাদবপুর, মুকুন্দপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৯৯ **০১.১১.২০২৫ তারিখ থেকে** প্রযোজ্য হারে সুদ (যা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি), অন্যান্য খরচ ও ব্যয়ের পাশাপাশি মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ **১,০২,৯৮৭.০০ টাকা**-	প্রস্তুতকারক - বাজাজ অটো লিমিটেড মডেলের নাম - পালসার এন১৬০ ইঞ্জিন নম্বর - PDXCPG97647 চ্যাসিস নম্বর - MD2B54DX3PCG45322 নিবন্ধন নম্বর - WB 06Z 855	৪০, ৫০০/ - টাকা ৪,০৫০ / - টাকা ৩,০০০ / - টাকা	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে
৩	ট্যাংরা (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৯১২৩৭০৯৯৫০) / **ঋণগ্রহীতাঃ ববিতা দেবী** ঠিকানাঃ ১০৮ তিলজলা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬ **১৮.০২.২০২৬ তারিখ থেকে** প্রযোজ্য হারে সুদ (যা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি), অন্যান্য খরচ ও ব্যয়ের পাশাপাশি মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ **৫,৭৬,৮৫০.০০ টাকা**-	প্রস্তুতকারক - সিট্রোয়েন মডেলের নাম - সি৩ ইঞ্জিন নম্বর - 10VQAH0003499 চ্যাসিস নম্বর - MZZCCHMERPV012491 নিবন্ধন নম্বর - WB 06Z 6745	২,১৫, ৫০০/ - টাকা ২১,৫৫০ / - টাকা ৩,০০০ / - টাকা	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে

সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ৩১-০৮-২০২৬ ও ০৫-০৯-২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত।

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

শর্তাবলী

(i) নিলাম বা বিডিং প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র 'অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া'-র মাধ্যমে এবং ''যেমন আছে, যেখানে আছে'', ''যেমন আছে, যা আছে'' ও যা কিছু আছে, সেই ভিত্তিতে -এই নীতিমালার অধীনে https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইট / ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
(ii) নিলামের তারিখের অনেক আগেই বিডারদের (নিলামে অংশগ্রহণকারীদের) BAANKNET-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় KYC নথিপত্র জমা দিয়ে এবং রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধন করিয়ে নিতে হবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ন্যূনতম দুই কর্মদিবস সময় লাগে। (নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে)।
(iii) সম্পত্তিটির জন্য ই-নিলামের তারিখ ও সময় হলো ০৯-০৯-২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত এক্ষেত্রে প্রতিবার ১০ মিনিটের 'অটো-এক্সটেনশন' বা স্বয়ংক্রিয় সময়সীমা বৃদ্ধির সুবিধা থাকবে। EMD জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ০৯-০৯-২০২৬, বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত। নিলাম শুরু হবে 'রিজার্ভ প্রাইস' এবং তার সাথে প্রথম 'ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু' (মূল্য বৃদ্ধির ধাপ)-এর যোগফলের ভিত্তিতে। রিজার্ভ প্রাইস ও প্রথম ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালুর যোগফলের চেয়ে কম মূল্যে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না।
(iv) আগ্রহী বিডারকে তার নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS-এর মাধ্যমে EMD-র অর্থ স্থানান্তর করতে হবে এর জন্য তাকে https://baanknet.com/eauction-psb/ ঠিকানায় BAANKNET-এ থাকা তার বিডার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি চালান তৈরি করে নিতে হবে।
(v) আগ্রহী বিডারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, নিলামের তারিখের অন্তত একদিন আগে EMD-র অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং BAANKNET-এ তার ওয়ালেটে EMD-র সেই অর্থ জমা হয়েছে বা দেখা যাচ্ছে।
(vi) অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের জানা ও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তিটির ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে, নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক দরদাতাদের উচিত দরপত্র জমা দেওয়ার আগে নিলামকৃত সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা স্বত্ব এবং সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দাবি / অধিকার/ বকেয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নিজস্বভাবে ও স্বাধীনভাবে খোঁজখবর নেওয়া। এই ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটিকে ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি হিসেবে গণ্য করা হবে না। ব্যাংক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-যেকোনো ধরনের বিদ্যমান ও ভবিষ্যত দায়বদ্ধতা বা ভারসহ সম্পত্তিটি বিক্রি করছে। কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তাসুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ইচ্ছুক দরদাতাদের নিজস্ব দায়িত্ব।
(vii) উপরের তফসিলে উল্লিখিত বিবরণসমূহ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের জানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার ঘটনার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/ বা ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(viii) **সম্পত্তিটি সরেজমিনে দেখার জন্য আগ্রহী নিলাম-প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট শাখার প্রধান অথবা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা-র জোনাল অফিসের রিকভারি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
(ix) সফল দরদাতার জমা দেওয়া EMD বা জামানতের অর্থ বিক্রয়মূল্যের আংশিক পরিশোধ হিসেবে রেখে দেওয়া হবে। EMD এবং পরবর্তীকালে জমা দেওয়া বিড-এর অর্থের ওপর কোনো সুদ প্রদান করা হবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে (ইতিমধ্যে জমা দেওয়া EMD-র অর্থ সমন্বয় করার পর) চূড়ান্ত দরমূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ বিক্রয়ের ১৫ দিন বা তার আগে জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এক্ষেত্রে উক্ত দরদাতার সম্পত্তি বা অর্থের ওপর কোনো দাবি বা অধিকার থাকবে না।
(x) কারণ যা-ই হোক না কেন, ই-নিলামের সাইটে প্রবেশে কোনো ব্যাঘাত বা বিলম্বের জন্য ব্যাংক, অনুমোদিত কর্মকর্তা বা পরিষেবা প্রদানকারী দরদাতাদের কাছে কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(xi) ই-নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে দরদাতাদের অবশ্যই পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি এবং ই-নিলাম পরিচালনার পদ্ধতি মেনে চলার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করতে হবে। একবার দর জমা দেওয়ার পর তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরের বিনিময়ে সম্পত্তিটি ক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন। এখানে উল্লিখিত ই-নিলামের কোনো শর্ত বা নিয়ম পালনে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(xii) বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ শর্তাবলি সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটওয়েব পেজ পোর্টালে পাওয়া যাচ্ছে প্রকাশিত হয়েছেঃ (১) **https://baanknet.com/eauction-psb/** (২) **www.bankofindia.bank.in**
(xiii) ই-নিলাম প্রক্রিয়া শুরুর আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে, আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার (**https://baanknet.com/eauction-psb/**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
(xiv) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা /অ-বিধিবদ্ধ পাওনা/ প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/ অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/ হস্তান্তর সংক্রান্ত খরচ/ সমস্ত ফি/ মূল্যায়ন সংক্রান্ত খরচ/ নিবন্ধন খরচ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ও প্রযোজ্য টিডিএস -সহ অন্যান্য যাবতীয় পাওনা সফল দরদাতাকেই বহন করতে হবে।
(xv) খেলাপি দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হলে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ওপর বা পরবর্তীতে যে মূল্যে সম্পত্তিটি বিক্রি হতে পারে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের কোনো অংশের ওপর তার আর কোনো দাবি থাকবে না।
(xvi) কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময় কোনো দর গ্রহণ বা সব দর প্রত্যাখ্যান করার, অথবা নিলাম স্থগিত / বাতিল/ মূলতবি/ বন্ধ বা নিলামের শর্তাবলীতে পরিবর্তন আনার অধিকার সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক সংরক্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সফল দরদাতা ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে।
(xvii) ইন্টারনেটে বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কারিগরি কারণ কিংবা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনো কারণ বা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট কোনো বিঘ্নের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(xviii) বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তি এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পর বিক্রয় সনদ ইস্যু করা হবে। সফল দরদাতার নামে এই বিক্রয় সনদ ইস্যু করা হবে। যিনি দর প্রস্তাব জমা দিয়েছেন বা নিলামে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নামে বিক্রয় সনদে নাম পরিবর্তনের কোনো অনুরোধ বিবেচনা করা হবে না।
(xix) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি BAANKNET-এ রক্ষিত তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে। উক্ত অর্থ নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত পাওয়ার জন্য দরদাতাকে BAANKNET-এর কাছে অনুরোধ জানাতে হবে। দরদাতারা কোনো সুদ, খরচ, ব্যয় বা অন্য কোনো চার্জ (যদি থাকে) দাবি করার অধিকারী হবেন না।
(xx) সফল দরদাতারা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন বুঝে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২৪ ।৮ ।২০২৬

স্বাক্ষর /- জোনাল ম্যানেজার,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগালের কাছে থামল স্পেন

২৩ আগস্ট ঃ অবশেষে থামল স্পেনের দুরন্ত জয়যাত্রা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টানা ২৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর পর্তুগালের কাছে ৫৭ রানে হেরে গেল তারা। ফুটবল বিশ্বে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশ হিসেবে পরিচিত পর্তুগাল এবার ক্রিকেটের ২২ গজেও চমক দেখাল। এই জয়ের ফলে শুধু ইউরোপীয় বাছাইপর্বের শিরোপাই নিশ্চিত করেনি পর্তুগাল, একই সঙ্গে ২০২৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইউরোপীয় কোয়ালিফায়ারে জায়গাও পাকা করেছে। স্পেনের জন্য এই হার অবশ্য বেশ হতাশার। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অপরাজিত থাকার পাশাপাশি তারা নজর রেখেছিল একটি বিরল বিশ্বরেকর্ডের দিকেও। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে টানা ২৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার নজির রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। সেই রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ ছিল স্পেনের সামনে। কিন্তু পর্তুগালের কাছে হেরে ২৪ ম্যাচেই থামতে হল তাদের। তবে টানা জয়ের হিসাবে ইতিমধ্যেই ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে স্পেন। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার গড়া টানা ২০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ভেঙে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত টানা ২৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছিল স্পেন। ফুটবল ও টেনিসের মতো খেলায় যাদের পরিচিতি বেশি, সেই স্পেনের ক্রিকেটে এমন ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে ছিল চমকপ্রদ। পর্তুগালের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার মোজে হেনরিকসের। অবসর নেওয়ার পর সম্প্রতি পর্তুগালের জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে পুরো প্রতিযোগিতাতেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিল পর্তুগাল। একের পর এক ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে শেষ ম্যাচেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তারা। ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ১৬০ রান সংগ্রহ করে পর্তুগাল। দলের হয়ে পুরো প্রতিযোগিতাতেই ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন হেনরিকস। টুর্নামেন্টে ১৯০-এর বেশি রান করে তিনিই হয়ে ওঠেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। তাঁর অভিজ্ঞতা পর্তুগালের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্যও বড় সম্পদ হয়ে উঠেছে। ১৬১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে স্পেন। পর্তুগিজ বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণের সামনে রান তুলতে পারেনি তাদের ব্যাটাররা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১০৩ রানেই গুটিয়ে যায় স্পেনের ইনিংস। ফলে ৫৭ রানের বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে ইউরোপীয় ক্রিকেটে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দেয় পর্তুগাল। পর্তুগালের বোলিং আক্রমণে বিশেষ নজর কেড়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাঁহাতি স্পিনার সিরাজ উল্লা খাদেম। চার ওভার বল করে মাত্র ১৯ রান খরচে দুই উইকেট তুলে নেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিং স্পেনের রান তাড়ার গতি আটকে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের ব্যাটিং ধসে বড় ভূমিকা নেয়।

দেবদত্তের সেঞ্চুরি, গিলের রেকর্ডে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বড় রানের পথে ভারত

কলম্বো, ২৩ আগস্ট ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও দাপট দেখাল ভারত। কলম্বোয় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই ব্যাট হাতে বড় রানের

ভিত গড়ে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৫ উইকেটে ৩০০ রান। দলের হয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। টানা দ্বিতীয় টেস্টে শতরান করে তিন নম্বর জায়গায় নিজের দাবি আরও জোরালো করলেন তরুণ এই ব্যাটার। পাশাপাশি অর্ধশতরানের ইনিংসে একাধিক নজির গড়লেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। শুরুটা অবশ্য খুব একটা স্বস্তির ছিল না। যশস্বী জয়সওয়াল ৪৫ রান করে ফিরে যান। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাঠে তাঁর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও নজর কাড়ে। এরপর কেএল রাহুলও বেশি দূর এগোতে পারেননি। মাত্র ১৮ রান করে আউট হন তিনি। তবে অন্য প্রান্তে অবিচল ছিলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। শ্রীলঙ্কার বোলারদের বিরুদ্ধে দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করেন তিনি। প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি সুযোগ পেলেই আক্রমণ করেন। দীর্ঘ ইনিংসের পথে একের পর এক বাউন্ডারি হাঁকিয়ে চাপ বা।ান স্বাগতিক বোলারদের উপর। শেষ পর্যন্ত ১৯৩ বলে ১১৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন দেবদত্ত। তাঁর ইনিংসে ছিল ১২টি চার। কেশারা নুয়ান্থার স্পিনে শেষ পর্যন্ত থামে দেবদত্তের লড়াই। তবে তাঁর শতরান ভারতকে বড় স্কোরের পথে এগিয়ে দেয়। প্রথম টেস্টেও শতরান করেছিলেন তিনি। ফলে পরপর দুই টেস্টে সেঞ্চুরি করে ভারতীয় টেস্ট দলে তিন নম্বর জায়গার জন্য নিজের অবস্থান আরও শক্ত করলেন তরুণ ব্যাটার। অন্যদিকে, প্রথম টেস্টে বড় রান না পাওয়া শুভমান গিল দ্বিতীয় টেস্টে নিজের পরিচিত ছন্দে ফিরেছিলেন। দীর্ঘ সময় ক্রিজে থেকে অর্ধশতরানও পূর্ণ করেন তিনি। ১০৮ বলে ৫০ রান করেন ভারত অধিনায়ক। তাঁর ইনিংসে ছিল ছয়টি চার। শেষ পর্যন্ত আসিথা ফার্নান্ডোর বলে উইকেটের পিছনে নিরোশান ডিকওয়েল্লার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন গিল। তবে আউট হওয়ার আগেই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছিলেন ভারত অধিনায়ক। টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যান তিনি। মাত্র ২৬ বছর ৩৪৯ দিনে এই কৃতিত্ব অর্জন করে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে নজির গ।ছেন গিল। এই তালিকায় তিনি পিছনে ফেলেছেন কপিল দেবকে, যিনি ২৬ বছর ৩৫৬ দিনে টেস্টে ৩০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে অবশ্য এই রেকর্ডে এখনও সবার উপরে শচীন তেণ্ডুলকর। মাত্র ২৩ বছর ২২৮ দিন বয়সে টেস্টে ৩০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন তিনি। তাঁর পরেই রয়েছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। ফলে গিলের এই নজির ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর দ্রুত উত্থানের আরও একটি প্রমাণ হয়ে থাকল। শুধু ব্যক্তিগত রেকর্ডেই থামেননি গিল। অধিনায়ক হিসেবেও নতুন মাইলফলক গড়েছেন তিনি। কলম্বোয় এই ইনিংসের মাধ্যমে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের একটি চক্রে ১০০০ রানের বেশি করা প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হয়েছেন গিল। এর আগে ২০১৯-২১ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বিরাট কোহলি ৯৩২ রান করেছিলেন। সেই নজির পেরিয়ে নতুন রেকর্ড নিজের নামে করলেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক। তবে দিনের শেষে ভারতীয় শিবিরে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ঋষভ পন্থের চোট নিয়ে। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। পাশাপাশি রবীন্দ্র জাদেজা ৪৩ রান করে আউট হয়েছেন। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন ভারতের ব্যাটাররা, স্কোরবোর্ডে ৩০০ রান। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন তাই ভারতের দখলেই। দেবদত্তের পরপর দ্বিতীয় শতরান, গিলের দ্রুত ৩০০০ টেস্ট রান এবং অধিনায়ক হিসেবে নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নজির-সব মিলিয়ে কলম্বোয় প্রথম দিনটি ভারতের জন্য ছিল রেকর্ডময়। দ্বিতীয় দিনে এই ভিতকে কাজে লাগিয়ে ভারত কতটা বড় স্কোরে পৌঁছয়, এখন সেটাই দেখার।

অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র আগে বৈভবের অগ্নিপরীক্ষা, দলীপ ট্রফিতে লাল বলের ক্রিকেটে নজর ১৫ বছরের তারকার

২৩ আগস্ট ঃ টি-টোয়েন্টির মঞ্চে ইতিমধ্যেই নিজের ব্যাটিং প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। এবার সামনে লাল বলের ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করার বড় সুযোগ। রবিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্ট জোনের মুখোমুখি হবে নর্থ-ইস্ট জোন। সেই ম্যাচেই স্বাভাবিকভাবেই নজরের কেন্দ্রে থাকবেন ১৫ বছরের এই বিস্ময় প্রতিভা। টি-টোয়েন্টি তে দ্রুত রান করার ক্ষমতা দিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়েছেন বৈভব। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও তাঁর পরিসংখ্যান তেমন উজ্জ্বল নয়। বিহারের হয়ে আটটি ম্যাচে ১২টি ইনিংস খেলে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৯৩। ব্যাটিং গড়ও ১৭-এর সামান্য বেশি। অর্থাৎ লাল বলের ক্রিকেটে এখনও অনেক কিছু শেখার এবং প্রমাণ করার বাকি রয়েছে এই তরুণের। তবে নর্থ-ইস্ট জোনের তুলনামূলক অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে বড় রান করার সুযোগ বৈভব হাতছাড়া করতে চাইবেন না। নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি দলীপ ট্রফির মঞ্চে নির্বাচকদেরও নতুন করে বার্তা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর সামনে। ইস্ট জোনের দলে অভিজ্ঞতার অবশ্য কোনও ঘাটতি নেই। অধিনায়ক ঈশান কিষান, মহম্মদ শামি, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, কুমার কুশাগ্র, শাহবাজ আহমেদ এবং মুকেশ কুমারের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন। এমন শক্তিশালী দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে বৈভবকে দায়িত্ব দেওয়াই বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাঁর উপর টিম ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা কতটা। এখন সেই আস্থার প্রতিদান দেওয়ার পালা তরুণ ওপেনারের। দলীপ ট্রফিতে অন্তত দু'টি বড় ইনিংস বৈভবের ক্রিকেটজীবনে গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে দিতে পারে। শুধু আত্মবিশ্বাস বাড়ানো নয়, ভবিষ্যতের ভারত ‘এ’ দলের দরজাও খুলে দিতে পারে এই পারফরম্যান্স। আগস্টের শেষ সপ্তাহে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই ইস্ট জোনের সেমিফাইনাল হওয়ার কথা। এরপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ বিরুদ্ধে ভারত ‘ চার দিনের ম্যাচ। ফলে বৈভবের সামনে ধারাবাহিকভাবে লাল বলের ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ রয়েছে। একসময় ভারতীয় টেস্ট দলের সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের নজরে আসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ ছিল দলীপ ট্রফি। পরে জোনাল পদ্ধতি তুলে দিয়ে ভারত ‘এ’ ভবিষ্যৎ ক্রিকেটারদের নিয়ে ইন্ডিয়া রেড, ব্লু, গ্রিনের মতো দল তৈরি করা হয়। তবে ২০২৫-২৬ মরশুম থেকে ফেরানো হয়েছে পুরনো জোনাল সিস্টেম। ফলে দলীপ ট্রফি আবারও জাতীয় নির্বাচকদের কাছে প্রতিভা যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছে। সেন্ট্রাল জোনের আয়ুষ পাণ্ডে এবং আমন মোখাড়ে শ্রীলঙ্কায় ভারত ‘এ’ হয়ে খেলে এসেছেন। সেমিফাইনালে সরাসরি খেলার সুযোগ পেলে তাঁরাও নিজেদের পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবেন। একই লক্ষ্যে মাঠে নামবেন বৈভবও। দলীপ ট্রফির অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে নর্থ জোন ও ওয়েস্ট জোন। জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক রনজি ট্রফি সাফল্যের পর নর্থ জোনের দলেও এসেছে পরিবর্তন। প্রথমবার সিনিয়র জোনাল দলের নেতৃত্বে রয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের কনহাইয়া ওয়াধওয়ান। অন্যদিকে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে ওয়েস্ট জোনও যথেষ্ট শক্তিশালী। শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকায় সরফরাজ খানকে পাওয়া যাবে না। তবে কামরান ইকবাল, আয়ুষ দোসেজা, যশ ধুল এবং আয়ুষ বাদোনির মতো ক্রিকেটারদের পাশাপাশি রুতুরাজ, শার্দূল ঠাকুর, তনুশ কোটিয়ান ও শামস মুলানির উপস্থিতি দলকে শক্তিশালী করেছে। তবে নকআউটের লড়াই শুরুর আগেই আলোচনার কেন্দ্রে একজনই-বৈভব সূর্যবংশী। টি-টোয়েন্টির বিস্ময়কে এবার লাল বলের পরীক্ষায় কতটা সফল দেখায়, সেটাই দেখার। সামনে দলীপ ট্রফি, তারপর অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তারকা হওয়ার দৌড়ে বৈভবের জন্য এই সময়টা তাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২২ বছর পর ডুরান্ড ট্রফির স্বপ্ন পূরণ

মোহনবাগানকে উড়িয়ে ডুরান্ডের রং লাল-হলুদ

২২ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। ডুরান্ড কাপের ট্রফি ফের উঠল ইস্টবেঙ্গলের হাতে। রবিবার সন্ধ্যায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ডুরান্ড কাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করল লাল-হলুদ শিবির। ২০০৪ সালের পর আবারও কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের ক্যাবিনেটে ফিরল এই ঐতিহাসিক ট্রফি। আর এই জয় শুধু একটি শিরোপা নয়, দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা অপেক্ষারও অবসান। শেষ বার ২০০৪ সালে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে ২২ বছর। একের পর এক মরসুম এসেছে, বদলেছে দল, কোচ এবং পরিস্থিতি। কিন্তু ডুরান্ড কাপ আর ফেরেনি লাল-হলুদ তাঁবুতে। রবিবার সেই খরা কাটল সেই মোহনবাগানকেই হারিয়ে। ফলে ফাইনালের জয় হয়ে উঠল একইসঙ্গে প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিশোধের মঞ্চ। ইস্টবেঙ্গলের এই ঐতিহাসিক জয়ের অন্যতম নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকা। ডার্বির মঞ্চে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। তাঁর অসাধারণ গোল করার ক্ষমতার সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে মোহনবাগানের রক্ষণ। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একের পর এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লাল-হলুদ তারকা। এই হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলে আরও একটি বিশেষ নজির গড়লেন লালরিনডিকা। কলকাতা ডার্বির ইতিহাসে ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব এখন তাঁরও। এর আগে বাইচুং ভুটিয়া এবং কিয়ান নাসিরি ডার্বিতে ভারতীয় হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। সেই তালিকায় এবার

জায়গা করে নিলেন ইস্টবেঙ্গলের এই তারকা। শুধু লালরিনডিকার হ্যাটট্রিক নয়, ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আরও একটি গোল করেন বিপিন সিং। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকা লাল-হলুদ দল ম্যাচ যত গড়িয়েছে, ততই নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে। মোহনবাগান কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট হয়নি। মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মনবীর সিং। সেই গোল কিছুটা হলেও সবুজ-মেরুন সমর্থকদের আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার কমেনি। একের পর এক আক্রমণে মোহনবাগানের রক্ষণকে চাপে রেখে শেষ পর্যন্ত ৪-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে লাল-হলুদ বাহিনী। এই জয় ইস্টবেঙ্গলের সাম্প্রতিক সাফল্যের ধারাকেও আরও উজ্জ্বল করল। দীর্ঘদিনের ট্রফি-খরা কাটিয়ে গত ২০০২ সালের পর দেশের শীর্ষ লিগ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাফল্য এসেছিল ক্লাবে। এবার তার সঙ্গে যোগ হল ডুরান্ড কাপ। ফলে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবের জন্য সময়টা নিঃসন্দেহে বিশেষ হয়ে উঠেছে। ডুরান্ড কাপ ভারতের অন্যতম প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা। সেই ঐতিহ্যবাহী ট্রফি দীর্ঘ ২২ বছর পর ফের ইস্টবেঙ্গলের ঘরে ফিরল ডার্বির মঞ্চে। তাও আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে। ফলে এই জয় লাল-হলুদ সমর্থকদের কাছে শুধু একটি ফাইনাল জয়ের স্মৃতি হয়ে থাকবে না, হয়ে থাকবে বহু বছরের অপেক্ষার অবসানের প্রতীক হিসেবেও। এডমুন্ড লালরিনডিকার হ্যাটট্রিক, বিপিন সিংয়ের গোল এবং দলগত দাপটে রবিবারের রাতটা পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে রইল। ২০০৪-এর পর যে ট্রফির অপেক্ষায় ছিল লাল-হলুদ সমর্থকরা, ২২ বছর পরে সেই ডুরান্ড কাপ ফিরল আবারও তাদের ঘরে। আর ডার্বির মঞ্চে এমন দাপুটে জয় এই প্রত্যাবর্তনকে করে তুলল আরও স্মরণীয়।

স্টার্কের আগুনে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশের মহালজ্জার হার

২৩ আগস্ট ঃ আগের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই হারের প্রতিশোধ যে দ্বিতীয় টেস্টে নিতে মরিয়া থাকবে অস্ট্রেলিয়া, তা অনুমেয়ই ছিল। ম্যাকেতে সেই প্রতিঘাত এল ভয়ংকর রূপে। মিচেল স্টার্কের আগুনে পেস ও প্যাট কামিন্সের ধারালো বোলিংয়ের সামনে মাত্র দেড়দিনেই এক ইনিংস ও ৫৮ রানে হারল বাংলাদেশ। ফলে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হলো ১-১ সমতায়। টসে জিতে প্রথমে বোলিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। নতুন বল হাতে শুরু থেকেই বাংলাদেশের ব্যাটারদের ওপর ঝড় তোলেন স্টার্ক। গতি, বাউন্স ও সুইংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ৬৪ রানে গুটিয়ে যায় প্রথম ইনিংস। স্টার্ক নেন ৬ উইকেট। জবাবে অস্ট্রেলিয়াও খুব স্বস্তিতে ছিল না। বাংলাদেশের শরিফুল ইসলাম দুর্দান্ত বোলিং করে একাই তুলে নেন ৭ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ২১০ রানে অলআউট হলেও প্রথম ইনিংসে ১৪৬ রানের বড় লিড পেয়ে যায়। আশা ছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্তত ইনিংস হার এড়াবে বাংলাদেশ। কিন্তু সেই আশাও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। আবারও সামনে স্টার্ক-কামিন্স। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ থামে মাত্র ৯৫ রানে। স্টার্ক নেন আরও ৪ উইকেট, কামিন্সের শিকার ৩। বাংলাদেশের তিন ব্যাটার ফেরেন শূন্য রানে, আর আটজনই আউট হন এক অঙ্কের ঘরে। দুই ইনিংস মিলিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ মাত্র ১৫৯ রান। বিপরীতে একাই দুই ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচের নায়ক স্টার্ক। প্রথম ইনিংসে শরিফুলের ৭ উইকেটও শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে এল না। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের জন্য এ ছিল চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের ম্যাচ। প্রথমবার একই টেস্টের দুই ইনিংসেই একশোর নিচে অলআউট হলো বাংলাদেশ। আর দুই দিনের আগেই টেস্ট হারার লজ্জাও যোগ হলো সেই তালিকায়।

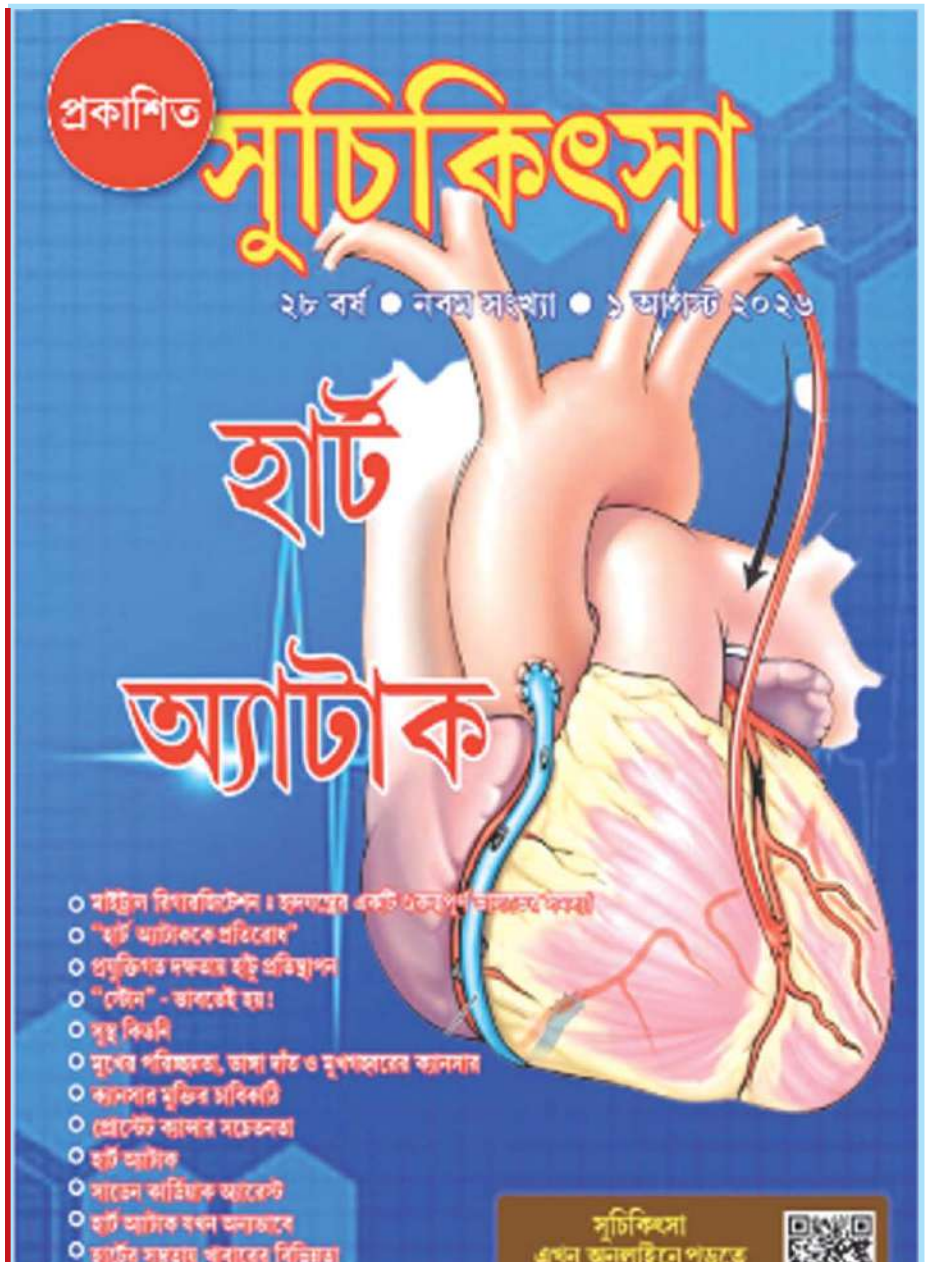

শচীনের থেকে কোথায় এগিয়ে কোহলি? পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা আকাশ চোপড়ার

মুম্বাই, ২৩ অগস্ট ঃ শচীন তেণ্ডুলকর না বিরাট কোহলি-কে এগিয়ে? ক্রিকেটে এই বিতর্ক নতুন নয়। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা এবি ডি'ভিলিয়ার্স দুই কিংবদন্তির তুলনা টেনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। এবার সেই বিতর্কে পরিসংখ্যান নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়া। তাঁর বিশ্লেষণে সামগ্রিকভাবে শচীন তেণ্ডুলকরই এগিয়ে, তবে একটি বিশেষ জায়গায় কোহলির পরিসংখ্যান ‘ক্রিকেট ঈশ্বর’-এর থেকেও ভালো। দুই ক্রিকেটারের বিদেশের পারফরম্যান্স বিচার করতে আকাশ ‘ দেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে-বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই চার দেশে ব্যাটিংয়ের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই একজন ব্যাটারের প্রকৃত দক্ষতার বড় পরীক্ষা হয়। আকাশের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই চার দেশে শচীন ৬৩টি ম্যাচে ৫৩৮৭ রান করেছেন। তাঁর ব্যাটিং গড় ৫১.৩০ এবং রয়েছে ১৭টি শতরান। অন্যদিকে কোহলি ৪৮টি ম্যাচে করেছেন ৩৭৮১ রান, গড় ৪১.৫৪। অর্থাৎ সামগ্রিক হিসাবে বিদেশের কঠিন পরিবেশে শচীনের ধারাবাহিকতা কোহলির তুলনায় অনেকটাই বেশি। তবে এখানেই রয়েছে কোহলির বিশেষ সাফল্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শচীনের তুলনায় ভালো ব্যাটিং গড় রয়েছে কোহলির। আকাশের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দক্ষিণ আফ্রিকায় শচীনের গড় ৪৬.৪৪। সেখানে কোহলির গড় ৪৯.৫০। অর্থাৎ চারটি ‘ দেশের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গড়ের বিচারে শচীনকে টপকে গিয়েছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাটিংয়ের কঠিন পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেছেন আকাশ। তাঁর মতে, সেখানে ব্যাটারদের জন্য পরিস্থিতি বরাবরই কঠিন। সেই জায়গায় কোহলির পারফরম্যান্স তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে দুই ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সের ব্যবধান যথেষ্ট বড়। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে কোহলির একটি সফর অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল। সেই সিরিজের ব্যর্থতা তাঁর সামগ্রিক পরিসংখ্যানেও প্রভাব ফেলেছে। অস্ট্রেলিয়াতেও শচীনের ব্যাটিং গড়কোহলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অবশ্য দুই ক্রিকেটারের তুলনা শুধু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে শেষ করা যায় না। এবি ডি'ভিলিয়ার্স সম্প্রতি কোহলির অন্য একটি অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেটের মানসিকতা বদলে দিতে বড় ভূমিকা রয়েছে কোহলির। প্রতিপক্ষের দেশে গিয়ে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলা এবং জয়ের জন্য লড়াই করার যে মানসিকতা কোহলি তৈরি করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদেরও প্রভাবিত করেছে। তবে টেস্ট ক্রিকেটের সামগ্রিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে শচীন এখনও অনেকটাই এগিয়ে। ২০০টি টেস্টে ১৫,৯২১ রান করে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা রেকর্ড গড়েছেন। ২০১৩ সালে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন শচীন। অন্যদিকে কোহলি ১২৩টি টেস্টে ৯,২৩০ রান করে ২০২৫ সালে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। তাই ক্যারিয়ারের দৈর্ঘ্য ও মোট রানের হিসাবেও শচীন এগিয়ে। ফলে আকাশ চোপড়ার বিশ্লেষণ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট-সামগ্রিক বিচারে শচীনের সঙ্গে কোহলির তুলনায় ‘ যাওয়ার দাবি করা কঠিন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কঠিন কন্ডিশনে কোহলির ব্যাটিং গড় শচীনের থেকেও বেশি। আর বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের মানসিকতায় তাঁর প্রভাবের কথা বললে কোহলির গুরুত্ব আরও আলাদা। শেষ পর্যন্ত তাই বিতর্কের উত্তর এক কথায় নয়-পরিসংখ্যান শচীনের পক্ষে, আর কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কোহলির সাফল্যও অনস্বীকার্য।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com